NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

দেখুন

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ শ্যামনগর ভারতচন্দ্র রায় পথে গড়ে তোলা পার্কে চলল বুলডোজার

বাংলায় জিহাদি শাসন শেষ: অর্জুন সিং ২

কলকাতা ৬ মে ২০২৬ ২২ বৈশাখ ১৪৩৩ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ৩২৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 06.05.2026, Vol.19, Issue No. 323, 8 Pages, Price 3.00

ভ্রম সংশোধন

■ বিধানসভা নির্বাচনে মোথাবাড়ি কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী তথা সেচ প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন পরাজিত হননি, জয়লাভ করেছেন। মঙ্গলবারে পরাজিত মন্ত্রীদের তালিকায় সাবিনা ইয়াসমিনের নাম প্রকাশিত হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

নবান্নের অন্দরেও ‘জয় শ্রীরাম’

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবান্নে ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান। ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগানের সঙ্গে উড়ল গেরুয়া পতাকাও। সরকারি কর্মীদের একাংশের হাততালিতে মুখরিত হল গোটা নবান্ন। রাজ্যে পালাবদল ঘটতেই সরকারের প্রশাসনিক ভবনের ভিতরে মঙ্গলবার কর্মীদের মুখে শোনা গেল ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি। শুধু তা-ই নয়, শোনা গেল ‘ভারতমাতা কি জয়’।

সোমবার রাজ্যে ভোটের ফল প্রকাশিত হয়েছে। ২০০-র বেশি আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি। রাজ্যে পালাবদল হতেই নবান্নের ভিতরে কর্মীদের মুখে শোনা গেল ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান। নবান্নের ভিতরে খেলা হল গেরুয়া আবির। মহিলা থেকে পুরুষ, নবান্নের সরকারি কর্মীদের একাংশ খেললেন আবির। কর্মীদের দাবি, ‘আগে ভয়ে ভয়ে কাজ করতাম। এখন তা থেকে মুক্তি পাওয়া গেল।’ কর্মীদের দাবি, তাঁরা অনেক বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। নতুন সরকারের কাছে তাঁরা অনেক আশা রাখছেন। মহার্ঘ ভাতার (ডিএ) প্রসঙ্গও উঠে আসে কর্মীদের কথায়। প্রসঙ্গত, সোমবার বিজেপির ফল স্পষ্ট হতেই বেশ কিছু উৎসাহী কর্মী-সমর্থক নবান্নের সামনে গিয়ে ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান দেন।

ভোট পরবর্তী হিংসার বলি ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বিঘ্নে মিটেছে ভোটপর্ব। কিন্তু, ফল ঘোষণার পর থেকে রাজনৈতিক হিংসায় একাধিক খুনের অভিযোগ ঘিরে রাজ্যে শোরগোল। এবার নিউটাউনে খুন হলেন এক বিজেপি কর্মী। মৃতের নাম মধু মণ্ডল। তৃণমূলের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ সরব হন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় আসে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ। খবর পেয়ে আসেন রাজারহাট-নিউটাউনের জয়ী বিজেপি প্রার্থী পীযূষ কানোদিয়া। ফল ঘোষণা থেকে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এই নিয়ে রাজ্যে ৪ জনকে খুনের অভিযোগ উঠেছে। শুধু শহরে নয়, রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও অশান্তি, ভাঙচুরের খবরও আসতে শুরু করেছে। আক্রান্ত ও খুন হয়েছেন তৃণমূল কর্মীরাও।

‘মানুষের সেবাই সরকারের লক্ষ্য’

নিজস্ব প্রতিবেদন: পনেরো বছরের শাসনের অবসান ঘটিয়ে রাজ্যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা। বিপুল আসন জিতে ক্ষমতায় আসার পরদিনই রাজ্যবাসীর উদ্দেশে স্পষ্ট বার্তা দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর কথায়, ‘মানুষের সেবা করাই হবে নতুন সরকারের প্রধান লক্ষ্য।’

নির্বাচনের ফলে পরিষ্কার, ম্যাজিক সংখ্যার অনেক ওপরে উঠে গিয়েছে পদ্ম শিবির। দুই শতাধিক আসন দখল করে এককভাবে সরকার গঠনের পথে তারা। অন্য দিকে তৃণমূল সঙ্কুচিত হয়ে বিরোধী আসনে। বাম ও কংগ্রেস কার্যত প্রান্তিক অবস্থানে। ফল ঘোষণার পর শুভেন্দু সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ‘পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এই জয় সাধারণ মানুষের জয়, কর্মীদের জয়।’ একই সঙ্গে তিনি উন্নত ও নিরাপদ রাজ্য গড়ার অঙ্গীকারও করেছেন।

প্রশাসনের ভূমিকাকেও তুলে ধরে তাঁর বক্তব্য, ‘নির্বাচন প্রক্রিয়া সফল করতে যাঁরা দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ।’ অন্য দিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বার্তায় উঠে এসেছে সংযমের আহ্বান। তাঁর কথায়, ‘সত্য ও অহিংসার পথেই স্থায়ী সাফল্য আসে।’ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফেও প্রতিক্রিয়া এসেছে দ্রুত। অমিত শাহ ভবানীপুরের ভোটারদের উদ্দেশে বলেছেন, ‘মানুষের রায় ভবিষ্যতের দিশা দেখিয়ে দিয়েছে।’

ছাব্বিশের ভোটপরীক্ষায় শুভেন্দুর নিজের ‘রেজাল্ট’ দুর্দান্ত! জোড়া কেন্দ্রে জয়! নন্দীগ্রাম থেকে ৯ হাজার ভোটে এবং ভবানীপুর থেকে ১৫ হাজারের বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন তিনি। সব থেকে বড় কথা, ভবানীপুর অর্থাৎ বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড়

বার্তা শুভেন্দুর

থেকে লড়ে তাঁকে হারিয়েছেন শুভেন্দু। সোমবার রাতে ফল স্পষ্ট হতেই রাজ্যবাসী ও ভবানীপুরবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন তিনি। মঙ্গলবার সন্ধ্যেয় নিজেই পৌঁছন ভবানীপুরে। তাঁকে ঘিরে জনসমুদ্র। যতদূর চোখ যায়, শুধুই কালোমাথার ভিড়। কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে গেরুয়া আবিরে মেতে ওঠেন শুভেন্দু।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ফলাফল শুধু সরকার বদলের ইঙ্গিত নয়, বরং প্রশাসনিক অগ্রাধিকারেও বড় পরিবর্তনের বার্তা বহন করছে। এখন নজর, নতুন সরকার ঘোষণার পর বাস্তবে সেই প্রতিশ্রুতি কত দ্রুত রূপ পায়।

মুখ্যমন্ত্রী কে, বাছাইয়ে শাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির নতুন মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, নাম চূড়ান্ত করতে রাজ্যের হবু বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিধানসভায় বিজেপির পরিষদীয় দলনেতা বেছে নেওয়ার কাজে পর্যবেক্ষক করা হয়েছে তাঁকে। এই কাজের জন্য সহকারী পর্যবেক্ষক হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পড়শি রাজ্য ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝিকে।

বিভিন্ন রাজ্যে পরিষদীয় দলনেতা বাছাই প্রক্রিয়ার পর্যবেক্ষক হিসাবে সর্বভারতীয় স্তরে দলের প্রথম সারির মুখদেরই বাছা হয়। কিন্তু অমিত শাহকে এই কাজের জন্য বেছে নেওয়ার ঘটনা খুবই কম। নরেন্দ্র মোদীর সরকারে যিনি কার্যত ‘সেকেন্ড ইন-কমান্ড’-এর ভূমিকায় থাকেন, তাঁকে পর্যবেক্ষক করা হল পশ্চিমবঙ্গের পরিষদীয় দলনেতা বাছাইয়ের জন্য। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন এবং এই জয়কে যে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন, তা এই সিদ্ধান্ত থেকে আরও এক বার স্পষ্ট হল।

অন্যদিকে অসমের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে জেপি নাড্ডাকে। সেখানে সহ-পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নবাব সিং সাইনিকে। ইতিমধ্যেই বিজেপির তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এ কথা জানানো হয়েছে। বিজেপির নতুন সরকারের শপথগ্রহণ কবে হবে, তা নিয়ে এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনও ঘোষণা করা হয়নি। আগামী ৯ মে বিজেপির শপথগ্রহণের তারিখ হিসাবে স্থির হতে পারে কি না, তা নিয়ে বিভিন্ন জল্পনা ছড়িয়েছে। যদিও দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, তারিখ স্থির করবেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই।

তৃণমূলের দুর্গকে দৃশ্যত দুরমুশ করে রাজ্যের শাসনক্ষমতা দখল করেছে বিজেপি। ২০৭ আসনে জিতে এখন সরকার গঠনের পথে এগোচ্ছে পদ্মশিবির। ফলপ্রকাশের পরের দিনই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়ে দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় দলের পরিষদীয় দলনেতা বাছার

প্রক্রিয়ায় পর্যবেক্ষক করা হয়েছে শাহকে। সহকারী পর্যবেক্ষক হিসাবে মোহনচরণকে দায়িত্ব দেওয়ার কথাও জানিয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।

যে কোনও রাজ্যে নির্বাচনের

আরও একটি আসন খোয়াল তৃণমূল। রাজারহাট-নিউটাউনে জয়লাভ করেছেন বিজেপি প্রার্থী। ফলে বিজেপির মোট আসনের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২০৭। সেখানে তৃণমূলের আসন কমে দাঁড়াল ৮০।

পরে পরিষদীয় দলনেতা বাছার সময় সেই রাজ্যে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের পাঠান বিজেপি নেতৃত্ব। তাঁরা দলের নবনির্বাচিত প্রার্থী বা হবু বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকেই পরিষদীয় দলনেতার নাম ঘোষণা হয়ে যায়। এ বার বিধানসভার অন্দরে বিজেপির ভূমিকা বদলাতে চলেছে। বিরোধী ভূমিকার বদলে বিজেপি এখন বিধানসভায় সরকারপক্ষের ভূমিকায় থাকবে। সে ক্ষেত্রে নতুন মুখ্যমন্ত্রীই হবেন বিধানসভায় শাসকদলের পরিষদীয় দলনেতা। অর্থাৎ, এ বারের বৈঠকে শুধু পরিষদীয় দলনেতা নন, একই সঙ্গে স্থির হয়ে যাবে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নামও।

ছবি: অদিতি সাহা

‘হারিনি’, ইস্তফা নয় মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনে দলের পরাজয় মেনে নিতে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফল প্রকাশের পরদিন সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, এই নির্বাচনের ফলাফল তিনি মেনে নিচ্ছেন না এবং মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকেও ইস্তফা দিতে রাজভবনে যাবেন না। তাঁর কথায়, ‘আমি তো হারিনি, তাহলে কেন যাব?’

ফল প্রকাশের অব্যবহিত পরেই নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলে নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপির বিরুদ্ধে আঁতাতের অভিযোগ আনেন তিনি। তৃণমূল নেত্রীর দাবি, অন্তত ১০০টি আসনে তাঁদের জয় ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং এই নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ ভূমিকা না নিয়ে কার্যত পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেছে। তাঁর বক্তব্য, ‘আমাদের লড়াই বিজেপির বিরুদ্ধে ছিল না, লড়াই ছিল নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। ওরা ভিলেনের মতো কাজ করেছে।’

ইভিএম বা ভোটযন্ত্র নিয়ে পুরনো বিতর্ক আবারও সামনে এনে তিনি বলেন, ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার বহুক্ষণ পরেও কীভাবে যন্ত্রের চার্জ ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ থাকতে পারে, তা নিয়েই বড় প্রশ্ন উঠছে। তাঁর দাবি, এই অস্বাভাবিক তথ্যই প্রমাণ করে যে ভোটযন্ত্রে কারচুপি হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি বলেন, ভোট গণনার পুরো প্রক্রিয়াতেও একাধিক অসঙ্গতি ছিল এবং কমিশন গণনা কেন্দ্রগুলিকে কার্যত নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়।

সত্তরের দশকের রাজনৈতিক হিংসার প্রসঙ্গ টেনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সেই সময়ের ভয়াবহতার কথা তিনি শুনেছিলেন, কিন্তু এবারের নির্বাচনে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা সেই সময়কেও ছাপিয়ে গিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত বিজেপি কর্মীদের তাণ্ডব চলছে। তৃণমূলের বহু কর্মী আক্রান্ত হচ্ছেন, এমনকি তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত কর্মীরাও রেহাই পাচ্ছেন না বলে দাবি করেন তিনি।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ জানিয়ে তিনি বলেন, প্রশাসন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে এবং কোথাও কোনও কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূল কংগ্রেস রাজনৈতিক প্রতিহিংসার পথে হাঁটেনি-এই দাবি তুলে তিনি বলেন, ‘আমরা তখন কোনও পার্টি অফিস ভাঙিনি, কাউকে তাড়া করিনি। কিন্তু এখন সম্পূর্ণ উল্টো ছবি দেখা যাচ্ছে।’

সাংবাদিক বৈঠকে ব্যক্তিগত আক্রমণের অভিযোগও তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, তাঁকে ধাক্কা মেরে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং শারীরিকভাবে হেনস্থা করা হয়েছে। এমনকি পেটে ও পিঠে লাথি মারার মতো ঘটনাও ঘটেছে বলে তিনি জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এটা শুধু রাজনৈতিক লড়াই নয়, এটা ব্যক্তিগত আক্রমণের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে।’

তৃণমূল নেত্রীর অভিযোগ, দলের বহু নেতা-কর্মীর উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় দল ইতিমধ্যেই ১০ সদস্যের একটি বিশেষ তথ্যানুসন্ধানী কমিটি গঠন করেছে, যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং পরবর্তী পদক্ষেপের রূপরেখা তৈরি করবে।

‘উনি মুখ্যমন্ত্রী, সাংসদও ছিলেন, আইন জানেন’

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীঘাটে নিজের বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলের সর্বময়নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার জানান, তিনি লোক ভবনে গিয়ে ইস্তফা দেবেন না। কেন দেবেন না, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজ আগরওয়াল বলেন, উনি মুখ্যমন্ত্রী। আইনকানুন জানেন। সেই কারণে এই ব্যাপারে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চান না বলে জানান মনোজ। মঙ্গলবারের সাংবাদিক বৈঠকে একাধিক অভিযোগ করেছেন মমতা। তাঁর অভিযোগ, ‘আমাদের এই লড়াই বিজেপির বিরুদ্ধে ছিল না। নির্বাচন কমিশন এখানে একটা কালো ইতিহাস তৈরি করল। কমিশনই ভিলেন। তারা মানুষের অধিকার লুট করেছে।’ সেই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে মনোজ স্পষ্ট জানান, কোন প্রেক্ষিতে মমতা এই কথা বলছেন, সে সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণা নেই।

হিংসা বরদাস্ত নয়, কঠোর পদক্ষেপের বার্তা শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ভোট-পরবর্তী হিংসা কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। যাঁরা এই ধরনের কাজ করবেন, তাঁদের দল থেকে বহিষ্কার করা হবে। এমনটাই জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রাজ্য প্রশাসনের দায়িত্বে এখন রয়েছেন মুখ্যসচিব। তাঁকেও এ বিষয়ে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছেন শমীক। ভোট-পরবর্তী হিংসা নিয়ে মঙ্গলবার বিজেপির শীর্ষনেতৃত্ব বিধাননগরের দপ্তরে বৈঠকও করেছেন। হিংসা রুখতে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে দলের তরফে কী পদক্ষেপ করা উচিত, তা নিয়ে ওই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

সূত্রের খবর, ভোট-পরবর্তী হিংসা নিয়ে মঙ্গলবার বিধাননগরের দপ্তরে যে বৈঠক হয়েছে, সেখানে বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকেরাও ছিলেন। হিংসা কী ভাবে আটকানো যায়, দলের কী করা উচিত, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূলের বিরুদ্ধে যে ধরনের হিংসার অভিযোগ উঠেছিল, বিজেপির হাতে তার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সব স্তরেই হিংসার বিরুদ্ধে বার্তা পাঠানো হয়েছে। রাজনীতির রং না দেখে হিংসার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের আর্জি প্রশাসনের কাছে রেখেছেন শমীক। সকল রাজ্যবাসীর

নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বলেছেন তিনি।

সোমবার রাজ্যের ২৯৩টি আসনের ভোটগণনা হয়েছে। ২০৭টিতে জিতেছে বিজেপি। তৃণমূল পেয়েছে ৮০টি আসন। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করতে চলেছে। গণনার পরের দিন সকালে শমীক রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। যাঁরা বাইরে থেকে এসে ভোট দিয়েছেন, তাঁদেরও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তবে ভোট-পরবর্তী হিংসার বিষয়ে সতর্ক থাকার আর্জিও জানিয়েছেন দলের কর্মীদের কাছে। তিনি বলেন, ‘বিজেপির পতাকা নিয়ে অনেক জায়গায় ভাঙচুর করা হচ্ছে বলে শুনেছি। এর বিরোধিতা করছি। কেউ এমন করলে আমরা তাঁকে দল থেকে বার করে দিতে বাধ্য হব।’

মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিওয়ালার কাছেও হিংসা রুখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আর্জি জানান শমীক। তিনি বলেন, ‘প্রশাসনকেও বলতে চাই, কোথাও এমন কোনও হিংসার ঘটনা ঘটলে ব্যবস্থা নিন। কারণ, এই জন্যই বাংলার মানুষ বিজেপিকে বেছে নিয়েছেন। গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত আমাদের অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের যে স্বপ্ন ছিল, তা পূরণ হয়েছে। এখন আমাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। দলের কর্মীদের বলতে চাই, শান্তিতে থাকুন। খুশি থাকুন। দল যে দায়িত্ব দিয়েছে, পালন করুন। কিন্তু জয়ের আনন্দে কাউকে আঘাত করবেন না। কারও ভাবাবেগে আঘাত দেবেন না।’ শমীক আরও বলেছেন, ‘পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাঁরা এত দূর থেকে নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে এসেছেন এবং ভোট দিয়েছেন।’

‘কোনও গুজব রটাবেন না’, সতর্কবার্তা কলকাতা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হতেই দিকে দিকে শান্তি বিঘ্নিত করার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ। কলকাতা পুলিশ সমাজমাধ্যমের পাতায় কড়া নজর রেখেছে। ভুয়ো খবর ছড়ানো হলে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সোমবার পশ্চিমবঙ্গের ২৯৩টি আসনের ভোটগণনা হয়েছে। ২০৭টি আসনে বিজেপি জিতে গিয়েছে। একটি আসনের ফলাফল এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে জানা যায়নি। তৃণমূল পেয়েছে ৮০টি আসন। এ রাজ্যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি। এই পরিস্থিতিতে সোমবার রাত থেকেই শহর এবং শহরতলির বিভিন্ন জায়গায় ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগ

উঠছে। তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় অনেক জায়গায় ভেঙে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, কোথাও কোথাও তা দখল করে নিয়েছে বিজেপি। কলকাতার রাস্তাতেও ভাঙচুর, মারধরের অভিযোগ উঠেছে। শহরের শান্তি যাতে বিঘ্নিত না-হয়, তা নিশ্চিত করতেই ভুয়ো পোস্ট নিয়ে বার্তা দিল পুলিশ। সমাজমাধ্যম ব্যবহারকারীদেরও সতর্ক করে দেওয়া হল।

মঙ্গলবার বেলায় কলকাতা পুলিশের তরফে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করা হয়। সেখানে বলা হয়েছে, ‘ভোটের ফল ঘোষণার পর অনেক বিভ্রান্তিকর পোস্ট ছড়ানো হচ্ছে। অন্য জায়গার ছবি এবং ভিডিয়োকে কলকাতার বলে চালানো হচ্ছে। এই ধরনের পোস্টের উপর কলকাতা পুলিশ কড়া নজর রেখেছে। যাঁরা শান্তি বিঘ্নিত করার জন্য ভুল খবর ছড়াচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ করা হবে।’ ভোটের ফলের পর কলকাতার পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলে জানিয়েছে পুলিশ। বলা হয়েছে, ‘কলকাতায় পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। নাগরিকদের কাছে আবেদন, যাচাই না করে কোনও খবর বিশ্বাস করবেন না বা তা ছড়াবেন না।’

শান্তনুর বিরুদ্ধে লুক আউট

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোনা পাচার ও বালি কেলেঙ্কারির মামলায় কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিংহ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। বারবার তলব এড়ানোয় এবার তাঁর বিরুদ্ধে জারি হল নজরদারি নির্দেশ। ফলে বিমানবন্দর কিংবা সীমান্তে আটকে যেতে পারেন লালবাজারের এই কর্তা।

ইডি সূত্রের খবর, বালিগঞ্জের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পুর সঙ্গে জড়িত আর্থিক তছরুপ মামলায় শান্তনুর নাম উঠেছে।

পাশাপাশি কালীঘাট থানার প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক থাকাকালীন বালি পাচার মামলাতেও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় সংস্থা। গত মাসে ফার্ন রোডের বাড়িতে দিনভর তল্লাশি চালায় ইডি। রাত দুটোয় আধিকারিকরা বেরোলেও শান্তনুকে সামনে দেখা যায়নি। এরপর তাঁকে ও দুই ছেলে সায়ন্তন ও মণীশকে সিজিও কমপ্লেক্সে ডাকা হয়। কিন্তু হাজির হননি কেউই। আইনজীবী মারফত সময় চেয়ে চিঠি পাঠান শান্তনু।

ইডির এক কর্তা বললেন, ‘তদন্তে সহযোগিতা না করলে বাধ্য হয়েই কঠোর হতে হয়। দেশ ছাড়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।’ প্রশাসনিক মহলের বক্তব্য, ‘একজন ডিসিপির বিরুদ্ধে এমন নির্দেশ নজিরবিহীন।’ আপাতত সব নজর তদন্তের গতিপ্রকৃতির দিকে।

বিজয় মিছিলে রক্তপাত, নিউটাউনে মৃত বিজেপি কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের ফল প্রকাশের রেশ কাটতে না কাটতেই উত্তপ্ত নিউটাউন। জয়ের আনন্দ উদযাপনে আয়োজিত বিজেপির বিজয় মিছিলে দুষ্কৃতী হামলার অভিযোগ উঠল। এই অতর্কিত আক্রমণে এক বিজেপি কর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গেরুয়া শিবিরের দাবি, এই নৃশংস ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে বিদায়ী শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের মদতপুষ্ট সমাজবিরোধীরা।

ঘটনার সূত্রপাত বিকেলে, যখন বিজেপির একটি বিজয় মিছিল নিউটাউনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। অভিযোগ, আচমকাই লাঠিসোঁটা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে মিছিলে চড়াও হয় একদল দুষ্কৃতী। ঘটনার আকস্মিকতায় ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় মিছিল। গুরুতর জখম অবস্থায় এক কর্মীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না-পেরে তৃণমূল হিংসার পথ বেছে নিয়েছে। এক স্থানীয় বিজেপি নেতার ক্ষোভ, 'গণতান্ত্রিক উপায়ে লড়াইয়ে হার মেনে এখন রক্তের হোলি খেলছে ওরা। আমাদের কর্মীকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে।' যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। তাদের পালটা দাবি, এটি বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল।

এলাকায় উত্তেজনা চরম পর্যায়ে। বিশৃঙ্খলা রুখতে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। নির্বাচনোত্তর হিংসার এই রক্তক্ষয়ী অধ্যায় ফের একবার বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্ধকার দিকটি প্রকাশ্যে এনে দিল।

জয়ের দিনেই রক্তাক্ত রাজ্য, হাওড়ায় খুন ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ভোট শেষ, ফলও প্রকাশিত। কিন্তু রাজ্যে শান্তির প্রত্যাশা পূরণ হল না। জয়ের উচ্ছ্বাসের মাঝেই ফের সামনে এল হিংসার অশনি সংকেত। বিভিন্ন প্রান্তে ছড়াল অশান্তির খবর, আর তার মধ্যেই সবচেয়ে উদ্বেগজনক ঘটনা ঘটল হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দেবীপুর এলাকায় এক ব্যক্তিকে নৃশংস ভাবে খুন করা হয়েছে। পরিবারের দাবি, তিনি সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না-থাকলেও একটি নির্দিষ্ট দলের সমর্থক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। অভিযোগ, বিজয় উদ্‌যাপনের সময় গেরুয়া আবির খেলাই শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনের মূল্য হয়ে দাঁড়ায়।

নিহতের স্ত্রীর কণ্ঠে শোক আর ক্ষোভ মিলেমিশে, ত্বাড়ির সামনে থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে কুপিয়ে মারা হয়েছে। যারা করেছে, তারা এলাকারই লোক।দ মেয়ের কথাতেও একই অভিযোগ, শুধু আবির মেখে স্লোগান দেওয়াই অপরাধ হয়ে গেল! পুলিশ জানিয়েছে, ইতিমধ্যে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। তবে এই হত্যার পেছনে রাজনৈতিক প্ররোচনা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শ্যামনগর ভারতচন্দ্র রায় পথে লালবাড়ির সামনে গড়ে তোলা পার্কে চলল বুলডোজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ ভাটপাড়া পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের ভারত চন্দ্র রায় পথের সরকার সুইটস মোড়ে রয়েছে অতি প্রাচীন একটি বাড়ি। বৃহত্তর শ্যামনগর অঞ্চলে সেই বাড়িটি লালবাড়ি হিসেবেই পরিচিত। অভিযোগ, ২০২২ সালে তৎকালীন বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম বলপূর্বক ওই বাড়ির সামনের অংশে বিশ্ব বাংলা লোগো দিয়ে একটি পার্ক গড়ে তোলেন। লাল বাড়ির সকল অংশীদারেরা অবৈধ উপায়ে পার্ক গড়ে তোলার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। তবুও তৎকালীন বিধায়ক বলপূর্বক সেখানে পার্ক গড়ে তুলেছিলেন। প্রসঙ্গত, সোমবার রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে। আর মঙ্গলবার বিকেলেই বুলডোজার চালিয়ে সেই অবৈধ উপায়ে গড়ে তোলা পার্কটি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। লালবাড়ির অংশীদার কাজলি গাঙ্গুলির অভিযোগ, জোর করে তাঁদের জমির সামনে দিয়ে বিশ্ব

বাংলার লোগো লাগিয়ে একটি পার্ক গড়ে তুলেছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম। এমনকি উনি ছয় লক্ষ টাকা দাবিও করেছিলেন। তিনি জানান, জমির কিছুটা অংশ ওনারা চেয়েছিলেন। কিন্তু শরিকরা কেউই জমি দিতে রাজি হয়নি। একপ্রকার জোর করেই জমির সামনের অংশ পার্ক গড়ে তোলা হয়েছিল। এদিন তাঁরা সেই পার্ক ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন। অপরদিকে ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে ভাটপাড়া পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হিমাংশু সরকার বলেন, অতি প্রাচীন লালবাড়ির সামনের অংশ ঘিরে বলপূর্বক পার্ক গড়ে তুলেছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক।

বাংলায় জিহাদি শাসন শেষ: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রের আমডাঙা বিধানসভা কেন্দ্র বাদে বাকি ছয়টি কেন্দ্রেই ধরাশায়ী তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার ভোটের ফল ঘোষণার দিন রাতে আমডাঙা বিধানসভা কেন্দ্রের কাহার পাড়া গ্রামে বিজেপি সমর্থকদের বাড়ি ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, একাধিক সনাতনীদের বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে লুটপাট করেছে তৃণমূলের জেহাদিরা। এমনকি বাচ্চাদেরও মারধোর করা হয়েছে। আক্রান্ত দলীয় সমর্থকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন নোয়াপাড়ার বিধায়ক তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং।মঙ্গলবার আমডাঙার কাহার পাড়ায় গিয়ে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। আমডাঙা থানায় গিয়ে তিনি পুলিশকে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে বলেন।

সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং দাবি করেন, বাংলায় জিহাদি শাসন শেষ হয়েছে। বাংলায় সনাতনী শাসন শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, দলের তরফে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা করা হবে। জেহাদি দৌরাত্ম্য রুখতে সনাতনীদের একজোট হওয়ার পরামর্শ দিলেন নোয়াপাড়ার বিধায়ক তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং।

'তৃণমূলের গুন্ডা, তোলাবাজদের বিজেপিতে কোনও জায়গা নেই'

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ঘাসফুল বিদায়। পরিবর্তনের ঝড়ে বাংলা জুড়ে ফুটেছে পদ্মফুল। বাংলার মানুষ নরেন্দ্র মোদীর ওপর আস্থা রেখেছে। কিন্তু পদ্মের জয় হতেই তৃণমূলের সুযোগ সন্ধানীরা রাতারাতি জার্সি বদল করে বিজেপি সাজার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ।

মঙ্গলবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই বিষয়ে নোয়াপাড়ার নোয়াপাড়ার বিধায়ক তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, কিছু তৃণমূলি রাতারাতি গেরুয়া আবির মেখে বিজেপি সেজে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছে। এঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ১২ থেকে ১৪ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তাঁর দাবি, গুন্ডা, তোলাবাজ যারা গেরুয়া আবীর মেখে রাতারাতি বিজেপি সাজার চেষ্টা করছে। তাঁদের বিজেপিতে কোনও জায়গা নেই। তাঁর কথায়, ৮৮০ বছর বাদে বাংলায় হিন্দু শাসন শুরু হয়েছে। এবার বাংলার মানুষ সুশাসন দেখবে।

পুনর্গণনায় পালটে গেল ফল, তৃণমূলের হাতছাড়া রাজারহাট

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাতভর টানটান স্নায়ুযুদ্ধের পর দুপুরে এসে বদলে গেল রাজারহাট-নিউটাউনের রায়। দু' দফা পুনর্গণনার শেষে শেষ হাসি হাসলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী পীযূষ কানোরিয়া। মাত্র ৩০৯ ভোটের ব্যবধানে তিনি পিছনে ফেললেন তৃণমূলের তাপস চট্টোপাধ্যায়কে।

প্রথম দফার গণনায় এগিয়ে ছিলেন বিজেপি প্রার্থীই। কিন্তু ব্যবধান ঘিরে আপত্তি জানিয়ে পুনর্গণনার দাবি তোলেন তাপস। সূত্রের দাবি, দ্বিতীয় দফায় খানিকটা এগিয়েও যান তিনি। এমনকি প্রাথমিক ভাবে জয়ী ঘোষণার কথাও শোনা যায়। কিন্তু বিরোধী শিবিরের আপত্তিতে ফের গণনা, আর সেখানেই নাটকীয় মোড়।

নির্বাচন কমিশনের এক কর্তার কথায়, নির্দিষ্ট কিছু বুথ নিয়ে আপত্তি উঠেছিল, সেই কারণেই পুনরায় গণনার সিদ্ধান্ত। শেষ পর্যন্ত সংশোধিত ফলেই স্পষ্ট হয়ে যায় চূড়ান্ত চিত্র। জ্যাংরা-হাতিয়ারা অঞ্চলের কয়েকটি পর্বকে ঘিরেই মূল জটিলতা তৈরি হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। ওই অংশের ভোট পুনরায় খতিয়ে দেখতেই পালটে যায় হিসাব।

এই ফলাফলে রাজ্য রাজনীতির অঙ্কেও বদল এসেছে। বিজেপির আসন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০৭-এ, আর তৃণমূল নেমে এসেছে ৮০তে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মন্তব্য, শেষ মুহূর্তের এই ঘটনা প্রমাণ করে, প্রতিটি ভোট কতটা মূল্যবান। দীর্ঘদিনের প্রভাবশালী মুখ তাপসের এই পরাজয় তাই শুধু একটি আসনের হার নয়, বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিবর্তনেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ফাইল সংরক্ষণে কড়া বার্তা, সব দপ্তরকে স্টক নেওয়ার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রশাসনিক নথি সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে আরও কড়া অবস্থান নিল রাজ্য সরকার। বুধবার নবান্ন থেকে জারি হওয়া এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, সব দপ্তর ও সরকারি কার্যালয়কে তাদের অধীনস্থ সমস্ত ফিজিক্যাল ফাইলের পূর্ণাঙ্গ হিসাব (স্টক) নিতে হবে এবং সেগুলির যথাযথ রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

চিফ সেক্রেটারির দপ্তর থেকে জারি হওয়া ওই নির্দেশে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, প্রতিটি ফাইলের নথিভুক্তিকরণ, ইনডেক্সিং এবং সংরক্ষণ প্রক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গ সচিবালয় ম্যানুয়াল অনুযায়ী করতে হবে। অর্থাৎ, কোনও ফাইলের অবস্থান বা তথ্য যেন অস্পষ্ট না-থাকে, তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ।

একই সঙ্গে নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজারদের (এফএ) এই প্রক্রিয়ায় সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁদের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি দপ্তরের অধীনস্থ ফাইলগুলির তালিকা তৈরি ও রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে।

প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে নথি সংরক্ষণ নিয়ে বাড়তি সতর্কতা এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই এই উদ্যোগ। দফতরগুলির কাজকর্মে গতি আনা এবং ভবিষ্যতে কোনও তথ্য খোঁজার ক্ষেত্রে জটিলতা এড়াতেই এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। নির্দেশিকার অনুলিপি ইতিমধ্যেই সমস্ত অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, প্রধান সচিব এবং বিভিন্ন দপ্তরের সচিবদের কাছে পাঠানো হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

আন্দোলনের অগ্নিকন্যা থেকে 'দুর্নীতির অধিনেত্রী' মমতার শাসনে নীতি ও লুণ্ঠনের দ্বৈরথ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের যে জনআন্দোলন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'অগ্নিকন্যা' বানিয়েছিল, আজ সেই শাসনের বিরুদ্ধেই উঠছে দুর্নীতি ও স্বৈরাচারের অভিযোগ। এক যুগের শাসন এখন বড় সন্ধিক্ষণে।

পতনের ইঙ্গিত

২০২১ সালে তৃণমূলের ভোট ছিল ৪৮.০২ শতাংশ। ২০২৬-এর প্রেক্ষাপটে তা নেমে ৪০.৮০ শতাংশ। পাঁচ বছরে ৭.২২ শতাংশ সমর্থক মুখ ফিরিয়েছেন। এর সুফল পেয়েছে বিরোধী শিবির, যাদের ভিত বেড়েছে ৭.৮৭ শতাংশ।

নিয়োগ দুর্নীতি

স্কুল সার্ভিস কমিশনে প্রায় ২৫ হাজার ওএমআর শিট কারচুপির প্রমাণ মিলেছে। যোগ্যদের বঞ্চিত করে অযোগ্যদের চাকরি দেওয়ার বিনিময়ে হাজার কোটি টাকা লেনদেনের অভিযোগ। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠের ফ্ল্যাট থেকে ৫০ কোটি নগদ ও সোনা উদ্ধার রাজনীতিতে কলঙ্ক। চার মন্ত্রী-সহ একাধিক নেতা এখন হেফাজতে।

রেশন কেলেঙ্কারি

দশ হাজার কোটি টাকার রেশন দুর্নীতির অভিযোগ। সরকারি চাল-গম পাচার করে অর্থ বিদেশে পাঠানোর অভিযোগ উঠেছে। বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক গ্রেপ্তার।

অভয়া-কাণ্ডের ধাক্কা

২০২৪-এর আগস্টে আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুন রাজ্য নাড়িয়ে দেয়। 'অভয়া'র বিচারের দাবিতে রাস্তায় নামে জুনিয়র ডাক্তার, ছাত্র, নাগরিক সমাজ। 'রিক্লেইম দ্য নাইট' কর্মসূচিতে গর্জে ওঠে কলকাতা। অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের পদত্যাগ ও গ্রেফতার, স্বাস্থ্যভবনের সামনে দিনের পর দিন অবস্থান, প্রশাসনিক ব্যর্থতার ছবি স্পষ্ট করে। এই আন্দোলনের পালটা ন্যারেটিভ গড়তে গিয়ে বারবার মুখ থুবড়ে পড়ে তৃণমূল।

সংগঠনের ফসিল দশা

দলের ছাত্র ও যুব সংগঠন এখন ফসিল। গ্রহণযোগ্য মুখ নেই। লোকসভা ভোটের পর সায়নী ঘোষকে যুব সভাপতি পদ থেকে সরাতে চেয়েও বিকল্প পাননি মমতা। ছাত্র সংগঠনের মাথার জন্যও নতুন মুখ মেলেনি। আরজি কর আন্দোলনের সময় বাম ছাত্র সংগঠনের পাল্টা যুক্তি দিতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হয়েছে শাসক শিবির।

জনতার ক্ষোভ

ধর্মতলায় এক চাকরিপ্রার্থীর আর্তনাদ, 'আমার মেধা ফুটপাতে কাঁদছে, টাকায় বিক্রি হয়েছে ভবিষ্যৎ।দ আরেকজনের ক্ষোভ, ত্রাস্তায় বিচার চাইছি, আর অযোগ্যরা চেয়ার দখল করে আছে। এটা কি গণতন্ত্র নাকি লুটরাজ?' এক রাজনৈতিক গবেষকের কথায়, 'আন্দোলন থেকে উঠে আসা নেত্রী যখন জবাবদিহির বদলে দমনের পথে হাঁটেন, তখনই পতন ত্বরান্বিত হয়।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, Shabnam Begum D/o. Srikanta Lohar গত ইংরাজীর 09/10/2025 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া ও নাম পরিবর্তন করিয়া Mahamaya Lohar হইতে Shabnam Begum নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ইংরাজীর 17/03/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর হুগলী কোর্টে 1410 নং এফিডেভিট বলে Shabnam Begum & Mahamaya Lohar D/o. Srikanta Lohar R/o. Muktapur, Hamipur, Patrasayer, Bankura-722206, এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 20/04/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 14102 নং এফিডেভিট আমি Resma Parvin @ Rasma Parvin (old name), W/o. Bappi Mallick, D/o. Sk Hossain Ali, R/o. 247, Sekhpara, Digra, Balagarh, Hooghly-712512, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Resma Parvin @ Rasma Parvin নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Resma Bibi (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Resma Bibi & Resma Parvin & Rasma Parvin W/o. Bappi Mallick, D/o. Sk Hossain Ali, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 05/05/2026, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 05 নং এফিডেভিট আমি Sahana Bibi (old name), W/o. Sk Maher Ali, D/o. Sk Safiyar Rahaman, R/o. Narikelsanda, Jayer, Pandua, Hooghly-712149, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sahana Bibi নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sahanara Begam (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sahanara Begam & Sahana Bibi W/o. Sk Maher Ali, D/o. Sk Safiyar Rahaman, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Md Sahil Haldar.

গত 05/05/2026, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 06 নং এফিডেভিট আমি Maher Ali (old name), S/o. Late Sk Raihan Ali, R/o. Narikelsanda, Jayer, Pandua, Hooghly-712149, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Maher Ali নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Maher Ali (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sk Maher Ali & Maher Ali S/o. Sk Raihan Ali, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Md Sahil Haldar.

গত 05/05/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 29 নং এফিডেভিট বলে আমি Sundary Bibi ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Raoshan Mandal ও Rasal Ali Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME

I Yatin Vadilal Bhimani S/o. Vadilal Kanji Bhimani Residing at 7B Elgin Road, Elgin House, 3rd Floor, Flat No. 6, Bhawanipore, Kolkata - 700020, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as Yatin Bhimani as declared before the First Class Judicial Magistrate Alipore Court vide affidavit number 40604 Dated 04.05.2026.
Yatin Vadilal Bhimani and Yatin Bhimani both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, **MISS SUCHANDA BHATTACHARYA**, daughter of Late Dilip Kumar Bhattacharyya, resident of 89/1E, Selimpur Road, P.S : Lake, P.O : Dhakuria, Kolkata – 700031, do hereby solemnly affirm that I have changed my surname from **"BHATTACHARYA"** to **"BHATTACHARYYA"** as per Affidavit sworn before the Ld. First Class Magistrate at Alipore on dated 17.04.2026 vide no. 73270. Henceforth, I shall be known as **"SUCHANDA BHATTACHARYYA"** for all purposes.

NOTICE

IN THE COURT OF LEARNED DISTRICT DELEGATE HOOGHLY SADAR
Act 39 Case No. 79/2023
Petitioner:- Amar Kumar Sarkar, S/o, Late Monoranjan Sarkar, resident of 2nd Lane, Farmside Road, (Near Durga Mandir),Chinsurah Station Road, P.O. Chinsurah R.S., P.S. Chinsurah, Dist. Hooghly, PIN - 712102.
It is hereby notified to the general public at large that the above named petitioner has filed the above case before the above noted Court praying for succession Certificate of the assets amounting of **Rs. 35,02,070.00/-** in the post office Chinsurah R.S. left by deceased **Shikha Dutta** W/o, Late Asok Kumar Dutta D/o, Late Monoranjan Sarkar resident of Farmside Road, P.O. Chinsurah R.S., P.S. Chinsurah, Dist. Hooghly and if anyone has any objection he might himself or through any authorised agent appear before the above court within 30 (thirty) days from the date of this notice and assert his statement, otherwise the succession certificate will be granted to **Amar Kumar Sarkar**, the petitioner of this case.
Suparna Dey
Advocate For the Petitioner
Charan Singh
Sheristadar
District Delegate, Hooghly

PUBLIC NOTICE

CHANGE OF NAME
I, **SHIVANI GANERIWALA**, residing at Orbit sky gardens, 30 bondel Road, kolkata- 700019, have changed my name after Marriage to **SHIVANI AGARWAL** for all future purposes. All concerned are requested to note the same. If anyone has any objection, please contact me at: +91 9830277615 within 7 days from the date of publication. Sd/-
SHIVANI AGARWAL
Date: 3rd May 2026

বিজ্ঞপ্তি

// মহামান্য ক্রেতা সুরক্ষা আদালত হুগলী, এ্যাট চিনসুরা //
সি .সি.কেস নং-০২/২০১৯
শ্রী নীলাদ্রি দেবনাথ .... দরখাস্তকারী
(বনাম)
সোমা পাল দীং .... প্রতিপক্ষ
এতদ্বারা সর্ব সাধারন কে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে- নিম্ন তপশীলে বিশদ ভাবে বর্নিত সম্পত্তির উপর দরখাস্তকারী **নীলাদ্রি দেবনাথ**, প্রতিপক্ষ-**১)সোমা পাল**, স্বামী- ৺অজিত কুমার পাল, **২) ইন্দ্রজিৎ পাল** পিতা- ৺অজিত কুমার পাল, উভয়ের সাং- ২০ গাবতলা লেন, পোঃ-হিন্দমোটর, থানা-উত্তরপাড়া, জিলা-হুগলী, পিন নং-৭১২২২৩ এর বিরুদ্ধে উপরোক্ত ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন যাহাতে উপরোক্ত প্রতিপক্ষগণ এবং অন্যান্য প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার ও ক্ষতিপূরনের আরজি জানানো হয়েছে। উপরোক্ত প্রতিপক্ষগণ **সোমা পাল** দীং কে বারংবার আদালতের সমন পাঠাইলেও তাহা তাহাদের প্রেরন করা যায় নাই। উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় যদি **সোমা পাল, ইন্দ্রজিৎ পাল** বা তাহা ব্যতীত অন্য কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের -৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে নিযুক্তীয় উকিলবাবুর মারফৎ বা স্বয়ং হাজির হইয়া অত্র মোকর্দ্দমায় আপত্তি দাখিল করিবেন। নতুবা উপরোক্ত মোকর্দ্দমা মহামান্য আদালত কর্তৃক একতরফা শুনানী হইবে।
// তপশীল সম্পত্তি //
জিলা-হুগলী, থানা-উত্তরপাড়া, জে, এল, নং-৭, ৮২ মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং এর এস সি চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোন্নগর, পৌরসভায় অবস্থিত, ইন্দ্রপুরী আবাসন এর ব্লক বি-তে অবস্থিত ১০০ বর্গফুটের দোকান ঘর, যাহার আর.এস. দাগ নং ১৫৩৫, আর.এস. খতিয়ান নং- ৬০৬ হইতে ৬১০, এল.আর. দাগ নং-২০০৫, এল.আর. খতিয়ান - ৪৭৯৮.
দরখাস্তকারীর তরফে
Sayaree Ganguly
নিযুক্তীয় উকিলবাবু
আদালতের আদেশানুসারে
হুগলী ক্রেতা সুরক্ষা আদালত চিনসুরা
Sd/- Registrar
District Consumer Disputes Redressal Commission, Hooghly

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৬ই মে, ২২শে বৈশাখ বুধ বার। পঞ্চমী তিথি, জন্মে ধনু রাশি অষ্টোত্তরী শনি ও বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্তোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্দ। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(আজ আন্তর্জাতিক নো ডায়েট দিবস)

বিজ্ঞপ্তি

জেলা নদীয়া, মোকাম কৃষ্ণনগর
সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন)
প্রথম আদালত
প্রোবেট কেস নং-৪/২০২১
দরখাস্তকারী: নিত্যরঞ্জন দাস
-বনাম-
সাইটি: সমীর রঞ্জন দাস দীং
বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে অত্র কেসের দরখাস্তকারী নিত্যরঞ্জন দাস বরাবরে তাহার পিতা-আইছালি দাস ওরফে আইজালি দাস, পিতা মৃত ধনীরাম দাস সাং-দামোদরখালী (নেলুয়া) পোঃ-দৈয়েরবাজার থানা- ভীমপুর হাল সাং ও পোঃ- দৈয়েরবাজার, থানা- চাপড়া, জেলা- নদীয়া নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বাবদ ইংরাজী ১৬-১০-২০১২ তারিখে সম্পাদিত ও ১৮-১০-২০১২ তারিখে রেজিষ্ট্রিকৃত একটি উইল বা চরম ইচ্ছাপত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। দরখাস্তকারী উক্ত উইলের প্রোবেট প্রার্থনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী একমাসের মধ্যে তাহা আদালতে জানাইবেন, অন্যথায় আদালত আইন মোতাবেক আদেশ প্রদান করিবেন।
তপশীল সম্পত্তির বিবরণ
জেলা- নদীয়া থানা- চাপড়ার অধীন ১০০ নং মহৎপুর মৌজার নিম্নলিখিত জমাজমি ও তদুপরিস্থিত ২৮৮ বর্গফুট পাকাঘর ও ২১০ বর্গফুট টিনের ঘর- **খং নং- R.S. ৮৩৯১, L.R ২১০ দাগ নং-১৪৬৬৯, ১৯৮৯৬ শ্রেণী- বাড়ী, ৪৯৮ বর্গফুট, পরিমান- ৩.৫১ শতক।**
তিন দশমিক পাঁচ এক শতক মাত্র
আদালতের আদেশক্রমে
রাজনারায়ণ ব্যানার্জ্জী
সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট জজ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। ৮/৪/২৬

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
আ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

-বিজ্ঞপ্তি-
পাওয়ার দাতা-শ্রী নরসিংহ দাস পিতা ৺গোবিন্দ দাস, বিষ্ণুপুর স্টেশন রোড, পোঃ+ থানা-বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া-৭২২১২২ পাওয়ার গ্রহীতা-শ্রী দেবাশীষ হাজরা, পিতা- ৺শিবদাস হাজরা, গ্রাম + পোঃ-রামসাগর, ওন্দা, বাঁকুড়া-৭২২১৪৭. কোবালা গ্রহীতা-শ্রী অজিত মিশ্র, পিতা-৺শক্তিপদ মিশ্র, সাং-তেঘরিয়া, পোঃ-রামসাগর, থানা-ওন্দা, বাঁকুড়া-৭২২১৪৭. পাওয়ার নং-010105945 (17/10/2025) পরিমান ২৩ শতক ADSR বাঁকুড়া, মৌজা রামসাগর জে.এল-২৪৮, খতিয়ান-২৪২, দাগ-৩৫২-১১ শতক, ৩৫৪-০৬ শতক, ৩৯১-০৩শতক, ৩৭৪-০৩শতক, সর্বমোট-২৩ শতক, দলিল নং ২৪৫/২০২৬।
=বিজ্ঞপ্তি-
পাওয়ার দাতা-শ্রীমত্যা আনন্দময়ী সেন, স্বামী ৺শিবশঙ্কর সেন, সিংহাটি রামসাগর, শ্রীমত্যা দিপালী সেন, স্বামী- ৺অন্দিত সেন, ঝুম্পা সেন, পিতা- ৺অন্দিত সেন, শ্রীমতী রিম্পা সেন (হাজরা) পিতা- ৺অন্দিত সেন, স্বামী-সৌমেন হাজরা, রামসাগর, ওন্দা। পাওয়ার গ্রহীতা-শ্রী অনন্ত গরাই, পিতা-ভক্তিপদ গরাই, সাং-সিংহাটি, ওন্দা, রামসাগর। কোবালা গ্রহীতা -শ্রী কৃষ্ণ ভূঁইয়া, পিতা- ৺পূর্ণ ভূঁইয়া। ধূল্যাপুর, রামসাগর, ওন্দা পাওয়ার নং-010802647/20 (15/12/2020), 010802278/20 (12/11/2020), পরিমান- ১৩.২০শতক। তপশীল- মৌজা-ধূল্যাপুর, জে.এল.নং-২৫৩, এল.আর. দাগ-৪৫০,৪৭৫,৪৮৭,৪৯২,৪৯৪। খতিয়ান-৩৩৭ পরিমান-১৩.২০ শতক, দলিল নং-৮৪/২০২১
=বিজ্ঞপ্তি-
পাওয়ার দাতা-প্রভাকর মন্ডল, পিতা-বঙ্কু মন্ডল, ফেলারাম মহাপাত্র, মদনমোহন মহাপাত্র, পিতা- ৺প্রহ্লাদ, সাং-সদিষ্টা, ওন্দা বাঁকুড়া। পাওয়ার গ্রহীতা-শ্রী রঞ্জিত কুমার মহাপাত্র, পিতা- ফেলারাম সাং-সদিষ্টা, ওন্দা, কোবালা গ্রহীতা-শ্রী মদনমোহন ঘোষ, পিতা-রবিলোচন, সাং-চন্ডীপুর পোঃ-মুড়াকাটা থানা-ওন্দা, বাঁকুড়া, পাওয়ার নং-IV২৯ ০৪/০৭/১৯৮৬ ওন্দা ADSR Office, পরিমান-১.০২ একর। তপশীল:-মৌজা-জামতোড়া জে.এল.নং-১৩২, দাগ-২৮,৪৬,৪৬,৩০, খতিয়ান-২৭৪,৩৬৯, ৩৭০,২৭৪, পরিমান-১.০২একর, দলিলনং-১৪১৬, তারিখ-০৭/০৬/১৯৮৮, ১৩৮০ ০৭/০৬/ ১৯৮৮, ওন্দা ADSR Office
=বিজ্ঞপ্তি-
পাওয়ার দাতা :-স্বপন চ্যাটার্জ্জী ওর্ফে স্বপন কুমার চট্টোপাধ্যায়, তপন চ্যাটার্জ্জী ওর্ফে তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়, মোহন চ্যাটার্জ্জী ওর্ফে মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়, ষষ্ঠীচরন চ্যাটার্জ্জী ওর্ফে ষষ্ঠীচরন চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব চ্যাটার্জ্জী ওর্ফে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় উভয়ের পিতা- সুকুমার চ্যাটার্জ্জী ওর্ফে চট্টোপাধ্যায়। তুলসী দাস চট্টোপাধ্যায় ওর্ফে তুলসী চ্যাটার্জ্জী পিতা ৺সুশীল চ্যাটার্জ্জী ওর্ফে ৺সুশীল কুমার চট্টোপাধ্যায়, সাং-পোঃ-নিকুঞ্জপুর ওন্দা। পাওয়ার গ্রহীতা :- শ্রী রাজেশ দাস পিতা মথুর দাস কালিসেন, মুড়াকাটা, শ্রী নরেশ ঘোষ পিতা কমলাকান্ত ঘোষ বিহার ঝড়িয়া ওন্দা কোবালা গ্রহীতা-শ্রীমতী পূজা দাস নন্দী স্বামী শ্রী রাজেশ দাস সাং-কালিসেন, পোঃ-মুড়াকাটা, ওন্দা, বাঁকুড়া। পাওয়ার নং-২৬০৬/২১ (১৫/১২/২০), পাওয়ার নং-৭২১/২১ (২৬/০২/২১) পরিমান-২.৩০ শতক, তপশীল-মৌজা- ইন্দকাটা, জে.এল. নং-১০৪ দাগে এল.আর. ৬/৪১৯, খতিয়ান-৩৬৬, ১১৫০ পরিমান-২.৩০ শতক, দাগ নং-৮৩৬/২৬
=বিজ্ঞপ্তি=
পাওয়ার দাতা- ১. শ্রী সঞ্জীব ব্যানার্জ্জী ওর্ফে সঞ্জীব বন্দোপাধ্যায় পিতা ৺ভবানী প্রসাদ ব্যানার্জ্জী ওর্ফে বন্দোপাধ্যায় বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া আইসবাজার। ২. শ্রীমত্যা শংকরী ব্যানার্জ্জী ওর্ফে বন্দোপাধ্যায় স্বামী ৺ভবানী ব্যানার্জ্জী ওর্ফে বন্দোপাধ্যায় বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। ৩. শ্রীমতী সঞ্চিতা ঘোষাল স্বামী শ্রী কালিপদ ঘোষাল কাটাবাড়ি বন রাধানগর বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া। পাওয়ার গ্রহীতা- শ্রীধর মাঝি, পিতা- সাধন মাঝি, সাং+ পোঃ-কাটাবাড়ি, বাঁকুড়া কোবালা গ্রহীতা- শ্রী উদয় মহাপাত্র, পিতা-৺লক্ষীনারায়ন মহাপাত্র, সাং+ পোঃ-কাটাবাড়ি, ওন্দা, বাঁকুড়া। পাওয়ার নং I-01080196912020 (13/10/20) পরিমান ১৫ শতক। তপশীল-মৌজা-কাটাবাড়ি, জে।এল।-২৬৫ খতিয়ান- ৩৫০, দাগ-১৭১৩, পরিমান-১৫ শতক দলিল নং- I-01080054/2021(08/01/21)
উক্ত বিষয়ে দাতাগণের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার এর পর ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L & L.R.O অফিস এর নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
SANDIP DAS, Advocate, District Judge's Court, Bankura

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ৬ মে ২০২৬, ২২ বৈশাখ ১৪৩৩ বুধবার

মহাকরণে ফিরছে সচিবালয়? শপথ নিয়ে জোর প্রস্তুতি, অনিশ্চয়তায় পদত্যাগ প্রসঙ্গ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও বড় সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত। নবান্ন ছেড়ে ফের মহাকরণ থেকেই রাজ্য সচিবালয় চালানোর বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে নতুন সরকার। সূত্রের খবর, এই লক্ষ্যে পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের মহাকরণ ভবন পরিদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভবনের বাকি সংস্কার কাজ দ্রুত শেষ করা এবং নিরাপত্তা পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার বিষয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য, ব্রিটিশ আমলে নির্মিত মহাকরণ ভবন সংস্কারের কারণ দেখিয়ে ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকার সচিবালয় সরিয়ে হাওড়ার নবান্নে নিয়ে যায়। প্রায় এক যুগের বেশি সময় পর ফের প্রশাসনের কেন্দ্রস্থল বদলের এই উদ্যোগ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

এদিকে নতুন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া ঘিরে জোরদার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, আগামী শনিবার রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিনই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রথমে লোক ভবনে অনুষ্ঠান করার কথা ভাবা হলেও, রেড রোড বা ব্রিগেড ময়দানে বড় সমাবেশের বিকল্প পরিকল্পনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উপস্থিত থাকতে পারেন বলে সূত্রের ইঙ্গিত।

নতুন সরকার গঠনের আগে নির্বাচন কমিশনও নিজেদের প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কমিশনের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এসবি জোশি আজ কলকাতায় পৌঁছনোর কথা। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে। আগামিকাল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল নির্বাচন কমিশনের গ্যাজেট বিজ্ঞপ্তি রাজ্যপালের হাতে তুলে দেবেন বলে জানা গিয়েছে। এরপর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে সরকার গঠনের জন্য আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানাবেন রাজ্যপাল। সংবিধান অনুযায়ী নতুন সরকার গঠনের আগে মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যপালের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার প্রথা রয়েছে। সাধারণত রাজ্যপাল তাঁকে নতুন সরকার গঠন না হওয়া পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বে থাকার অনুরোধ জানান, যাতে প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। তবে এই মুহূর্তে সেই প্রক্রিয়া ঘিরে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।

কারণ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন এবং স্পষ্ট জানিয়েছেন, তিনি রাজভবনে গিয়ে পদত্যাগ করবেন না। ফলে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া কীভাবে এগোয়, তা এখনই দেখার।

সরকার গঠনের আগেই কড়া বার্তা, আদালতে স্থগিতাদেশ চাইল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্ষমতার পালাবদল এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্পূর্ণ হয়নি, কিন্তু প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের ইঙ্গিত স্পষ্ট। বিপুল জনসমর্থনে এগিয়ে এসে সরকার গঠনের মুখে থাকা বিজেপি এবার আদালতকেও সতর্ক থাকার আবেদন জানাল।

মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে বিজেপি-সমর্থিত আইনজীবী সুস্মিতা সাহা দত্ত প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, রাজ্যের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আমূল বদলে গিয়েছে। পুরনো সরকারের আইনজীবী তালিকা আর প্রযোজ্য নয়। তাঁর আর্জি, নতুন প্যানেল

গঠনের আগে রাজ্য-সংক্রান্ত কোনও মামলায় চূড়ান্ত নির্দেশ না দেওয়া হোক।

জানা গিয়েছে, নতুন সরকারের পক্ষে আইনজীবীদের তালিকা প্রস্তুত করতে অন্তত তিন সপ্তাহ সময় লাগতে পারে। সেই সময় পর্যন্ত বিচারাধীন মামলাগুলি স্থগিত রাখার আবেদনও জানানো হয়েছে। এদিকে প্রশাসনিক স্তরেও সতর্কতা চোখে পড়ার মতো। ফল ঘোষণার দিনই মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালা নির্দেশ জারি করে স্পষ্ট করেছেন, সরকারি নথির কোনওরকম ক্ষতি বা গায়েব হওয়ার ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট দফতরের প্রধানদের ব্যক্তিগত দায় নিতে হবে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, শপথ গ্রহণের আগেই এই ধরনের পদক্ষেপ নতুন সরকারের আগাম কৌশলকেই তুলে ধরছে। দুর্নীতি ও নথি-নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে শুরুতেই কঠোর অবস্থান নিতে চাইছে তারা, এমনটাই মনে করা হচ্ছে।

ভরাডুবির পরে প্রশ্নের মুখে অভিষেক, অনিশ্চয়তার ছায়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর তৃণমূলের অন্দরে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবিষ্যৎ কোন পথে? ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে দ্রুত, আর সেই সঙ্গেই চাপে পড়েছেন দলের এই তরুণ মুখ।

এক সময় দলের ভিতরে দ্রুত উত্থান হয়েছিল তাঁর। শুরুর দিকে সংগঠনে আনা, যুব শাখার নেতৃত্ব, পরে দলের সর্বভারতীয় দায়িত্ব;সবই হয়েছিল পরিকল্পনা মাফিক। কিন্তু বর্তমান বাস্তব অন্য কথা বলছে। ভোটের ফলের পর তাঁর বাসভবনের সামনে স্লোগান, ক্ষোভ, সব মিলিয়ে পরিস্থিতি অস্বস্তিকর। দলের এক প্রবীণ নেতার সরাসরি মন্তব্য, সংগঠন গড়ার বদলে অনেক জায়গায় ফাঁপা কাঠামো তৈরি হয়েছে। এখন তার ফল সামনে আসছে।

অভিষেকের নেতৃত্বে নতুন প্রজন্মকে তুলে আনার চেষ্টা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেই মুখগুলির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অভিযোগ, জেলার বহু নেতা বিতর্কে জড়িয়েছেন, যা সংগঠনের ভিত দুর্বল করেছে। আরও একটি বড় অসন্তোষ জমেছে পরামর্শদাতা সংস্থা নিয়ে। দলের একাংশের বক্তব্য, ভাড়াটে ব্যবস্থায় দল চলে না, এতে সংগঠন ক্ষয়ে যায়। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, শুধু বক্তৃতা বা পরিকল্পনা নয়, প্রতিকূল সময়ে মাঠে লড়াই করার ক্ষমতাই নেতাকে প্রতিষ্ঠা দেয়। সব মিলিয়ে, তৃণমূল এখন কঠিন সন্ধিক্ষণে। অভিষেক কি নতুন করে সংগঠন গুছিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন, না কি এই ধাক্কা তাঁর রাজনৈতিক পথকে আরও কঠিন করে তুলবে,এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে ভবিষ্যতের রাজনীতিতেই।

মঙ্গলেই ক্যামাক স্ট্রিট থেকে সরল পুলিশি ঘেরাটোপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের ফল বদলাতেই ছবি বদল ক্যামাক স্ট্রিটে। মঙ্গলবার দুপুরে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তরের সামনে থেকে হঠাৎই তুলে নেওয়া হল বিশেষ পুলিশি প্রহরা। সেক্সপিয়র সরণি থানা এলাকায় এতদিন যে কড়া নিরাপত্তা ছিল, তা এখন উধাও।

তৃণমূল জমানায় ক্যামাক স্ট্রিট কার্যত দুর্ভেদ্য দুর্গ হয়ে উঠেছিল। গ্রুপ ডি চাকরিপ্রার্থীরা মিছিল করতে চেয়েও পুলিশের বাধার মুখে পড়েন। শেষে আদালতের নির্দেশে তাঁদের কর্মসূচি হয়। সেই রাস্তা থেকেই মঙ্গলবার নিরাপত্তা প্রত্যাহার করল লালবাজার। লালবাজারের এক কর্তা নাম প্রকাশ না-করার শর্তে জানালেন, 'রুটিন বদল। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়।'

তবে এই 'রুটিন বদল' নিয়েই শুরু হয়েছে জোর চর্চা। রাজনৈতিক মহলের একাংশের প্রশ্ন, সরকার বদলের ইঙ্গিত স্পষ্ট হতেই কি পুলিশি অবস্থান বদলাল? এদিন সকালেই কালীঘাটে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির গলির মুখের ব্যারিকেড সরিয়ে দেওয়া হয়। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ক্যামাক স্ট্রিট থেকে সরে গেল প্রহরা। বিরোধী শিবিরের এক নেতার কটাক্ষ, ক্ষমতা থাকলে ঘেরাটোপ থাকে। ক্ষমতা গেলে ঘেরাটোপও সরে যায়। এটাই নিয়ম। এখনও পর্যন্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বা তাঁর দপ্তরের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

ভবানীপুরে ভোটের স্রোত বদল, বাম-ভোটে লাভ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভবানীপুরে ফলাফল শুধু এক কেন্দ্রের পরাজয়-জয়ের হিসাব নয়, বরং বৃহত্তর রাজনৈতিক স্রোতের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী, আর সেই জয়ের পেছনে ভোটের অদলবদল বড় ভূমিকা নিয়েছে।

সংখ্যার হিসেবে দেখা যাচ্ছে, আগের লোকসভা ভোটে বাম প্রার্থী যে ভোট পেয়েছিলেন, তার বড় অংশ এবার আর সেই ঘরে ফেরেনি। প্রায় সাড়ে দশ হাজার ভোট সরাসরি গেরুয়া শিবিরে গিয়েছে বলে হিসাব বলছে। ফলে ব্যবধান তৈরি হয়েছে স্পষ্ট ভাবে। তবে শুধু বাম ভোট নয়, মূল ধাক্কা এসেছে তৃণমূলের ভাণ্ডার থেকেই। রাজ্যজুড়ে শাসকদলের ভোট কমেছে লক্ষাধিক, আর সেই ফাঁকেই শক্তি বাড়িয়েছে বিজেপি। এক রাজনৈতিক বিশ্লেষকের কথায়, তৃণমূলের ভাঙনই আসল জয়ের রাস্তা খুলে দিয়েছে।

ভবানীপুরে মমতা পেয়েছেন ৫৮ হাজারের কিছু বেশি ভোট, আর শুভেন্দুর ঝুলিতে গিয়েছে ৭৩ হাজারেরও বেশি। ব্যবধান পনেরো হাজার ছাড়িয়েছে। অন্য দিকে, বামেদের মোট ভোটে তেমন পতন না-হলেও প্রভাবের ঘাটতি স্পষ্ট। সমাজমাধ্যমে কটাক্ষ শোনা যাচ্ছে, সংখ্যা আছে, প্রভাব নেই।

সব মিলিয়ে, এই ফলাফল দেখিয়ে দিল বাংলার রাজনীতিতে ভোটের সমীকরণ কত দ্রুত বদলে যেতে পারে।

রাজ্যপালের সচিব পদে সৌমিত্রমোহন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে প্রশাসনিক স্তরে গুরুত্বপূর্ণ রদবদল। ২০০২ ব্যাচের পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের আইএএস অফিসার ড. সৌমিত্রমোহনকে রাজ্যপাল আরএন রবির সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। এতদিন তিনি পরিবহণ দফতরের সচিব হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন, পাশাপাশি শ্রম দপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্বও ছিল তাঁর ওপর। রাজ্যের কর্মী ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, জনস্বার্থে এই নিয়োগ কার্যকর করা হয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত তিনি রাজ্যপালের সচিব পদে বহাল থাকবেন। নবান্ন সূত্রে খবর, প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে কাজের অভিজ্ঞতার নিরিখেই এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সৌমিত্রমোহনকে।

পালাবদলের পরেই ইস্তফা অ্যাডভোকেট জেনারেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে রদবদলের ইঙ্গিত মিলল। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। ইতিমধ্যেই তিনি রাজ্যপালের কাছে নিজের পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর।

২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে অ্যাডভোকেট জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন কিশোর দত্ত। তারপর থেকে একটানা এই গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদ সামলাচ্ছিলেন তিনি। এর আগে একই পদে থাকা সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইস্তফা দেওয়ার পরই তাঁর জায়গায় দায়িত্ব নেন কিশোর দত্ত।

প্রশাসনিক মহলের মতে, সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডভোকেট জেনারেলের পদত্যাগ করা একটি প্রচলিত রীতি। কারণ, রাজ্যের পক্ষে আদালতে সওয়াল করা এই পদাধিকারী মূলত সরকারের আইনি অবস্থান ও নীতির প্রতিনিধিত্ব করেন। ফলে নতুন সরকার গঠনের পর তাদের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নতুন অ্যাডভোকেট জেনারেল নিয়োগের পথ সুগম করতেই এই পদত্যাগ।

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠনের পথে এগিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। নির্বাচনের ফলাফলে ২০৭টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে তারা। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ৮০টি আসন। এছাড়া বামফ্রন্ট ১টি এবং কংগ্রেস ২টি আসনে জয়ী হয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলা বর্তমানে বিচারাধীন। নতুন সরকার গঠনের পর এই সব মামলায় সরকারের অবস্থান ও কৌশলে পরিবর্তন আসতে পারে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সেই প্রেক্ষিতেই অ্যাডভোকেট জেনারেলের পদত্যাগকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে দেখা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন কিশোর দত্ত। অতীতেও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনে তিনি পদত্যাগ করেছিলেন। ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর এই সিদ্ধান্ত প্রশাসনিক রীতির সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেই মত পর্যবেক্ষকদের।

ঝড়-বৃষ্টির ছোঁয়ায় স্বস্তির হাওয়া, তাপমাত্রা নামল স্বাভাবিকের নীচে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট-পরবর্তী উত্তেজনার মাঝেও প্রকৃতি যেন আলাদা সুরে কথা বলছে। আকাশে মেঘের আনাগোনা, সঙ্গে দফায় দফায় বৃষ্টি,গরমের তীব্রতা আপাতত অনেকটাই কমে গিয়েছে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায়, গাঙ্গেয় অঞ্চলের ওপর সক্রিয় ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে সমুদ্র থেকে জলীয় বাষ্প ঢুকছে, তাই এই বৃষ্টি। তাঁর সংযোজন, আরও দু'দিন এমন আবহাওয়া বজায় থাকবে। মঙ্গলবার শহর ও জেলায় মেঘলা আকাশের পাশাপাশি বজ্র-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কোথাও কোথাও দমকা হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার ছুঁতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টি অব্যাহত

থাকবে, যদিও ঝড়ের তীব্রতা কিছুটা কমতে পারে।

তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের তুলনায় নীচেই ঘোরাফেরা করছে। আবহাওয়াবিদদের মতে, এই সময়ের তুলনায় পারদ কম থাকায় স্বস্তি মিলছে, তবে কয়েকদিন পর আবার বাড়তে পারে। বৈশাখের দাবদাহে ক্লান্ত মানুষ তাই আপাতত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছেন। শহরের এক বাসিন্দার কথায়, এই বৃষ্টি না-হলে গরমে টেকা যেত না।

বিজয় মিছিলে উমেশের শপথ, 'গুন্ডামি বন্ধ করবই'

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর হাওড়ার নবনির্বাচিত বিধায়ক উমেশ রাই মঙ্গলবার গুলমোহর কলোনি থেকে ঘুশুড়ি পর্যন্ত বিজয় মিছিল করলেন। সমর্থকদের ঢল নামে রাস্তায়। ঢাক, বাজনা, আবিরে সরগরম হয় গোটা পথ।

মিছিল শেষে উমেশ রাই বললেন, 'আমি উত্তর হাওড়ারই বাসিন্দা। যাঁরা আমাকে নির্বাচিত করেছেন, আমার উপরে আস্থা দেখিয়েছেন, তাঁদেরকে প্রণাম ও শ্রদ্ধা জানাতেই এই মিছিল করছি।' আগামী পাঁচ বছরের প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাঁর ঘোষণা, 'উত্তর হাওড়াবাসীদের

যা কথা দিয়েছি, তার সব অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।'

নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, এই প্রশ্নে উমেশের পরিষ্কার জবাব, 'সেটা দল ঠিক করবে। আমাদের হাতে নেই।' তবে এলাকার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে তিনি আপসহীন। হুঁশিয়ারি দিলেন, 'উত্তর হাওড়া থেকে গুন্ডামি আমি বন্ধ করে দেব। যাতে বাসিন্দারা নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে সুরক্ষিত বোধ করেন। উমেশ রাই তার জন্য প্রাণপাত করবেই।' তৃণমূলের গড় বলে পরিচিত উত্তর হাওড়ায় এবার জিতেছেন বিজেপির উমেশ রাই। ফল ঘোষণার পর এই প্রথম বড় মিছিলে নামলেন তিনি।

বেলডাঙা-কাণ্ডে আদালতে প্রাথমিক রিপোর্ট দিল এনআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু ঘিরে বেলডাঙায় অশান্তির ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের বেঞ্চে জমা পড়া সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে আদালত। দু'সপ্তাহ পর ফের শুনানি।

গত ১৬ জানুয়ারি ঝাড়খণ্ডে আলম শেখের রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয় বেলডাঙা। দেহ রাস্তায় রেখে প্রায় তিরিশ ঘণ্টা জাতীয় সড়ক ও রেল অবরোধ করেন বিক্ষোভকারীরা। সতেরোই জানুয়ারি অবরোধের নামে চলে ভাঙচুর। রেলের সম্পত্তি নষ্ট হয়, আক্রান্ত হন সাংবাদিকরা। আদালতের নির্দেশে তদন্তে নামে এনআইএ। গ্রেপ্তার হওয়া পনেরো জন বিশেষ আদালত থেকে জামিন পেলে সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে যায় সংস্থা। এদিকে সরকার বদলের জেরে রাজ্যের তরফে এখনও কোনও কৌঁসুলি নেই। অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তী আদালতকে জানান, রাজ্য পক্ষের বক্তব্য শোনার জন্য সময় দরকার।

বিজেপি লিগ্যাল সেল নতুন কৌঁসুলি নিয়োগের জন্য তিন সপ্তাহ সময় চেয়েছে। আদালত স্পষ্ট করেছে, এনআইএর তদন্তে কোনও বাধা নেই। উল্লেখ্য, সোমবার দুশো ছয় আসন নিয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। দীর্ঘ পনেরো বছরের তৃণমূল শাসনের অবসান ঘটেছে।

সরকার বদলাতেই এবিভিপিতে জেন-জির ভিড়, সতর্ক সংগঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হতেই অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদে সদস্য হওয়ার হিড়িক পড়েছে। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য জানালেন, সোমবার থেকেই বহু ছাত্রছাত্রী ফোন করে যোগ দিতে চাইছেন।

এখন এবিভিপির সদস্য সংখ্যা প্রায় ৫৫ হাজার। সংগঠন পৌঁছেছে ৬০ লাখ মানুষের কাছে। ৯ জুলাই প্রতিষ্ঠা দিবস থেকে দুর্গাপুজোর আগে পর্যন্ত নতুন সদস্য নেওয়া হয়। এবার ভোটের ফলের পর সেই আবেদন লাফিয়ে বাড়ছে। তবে সবাইকে নেওয়া হবে না। নীলকণ্ঠের সাফ কথা, তৃণমূলের দাগিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা চলবে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আসতে পারে। কিন্তু তৃণমূলপন্থী বা তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনী এই দলে স্থান পাবে না। এবারের মূল নজর জেন-জি প্রজন্মের দিকে। তাঁর দাবি, 'বাংলাদেশ-নেপালে জেন-জি দেশের বিরুদ্ধে আছে। কিন্তু ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে জেন-জি এবিভিপির সঙ্গে আছে। পঞ্জাব, দিল্লি, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ভালো জায়গায়। জেন-জিকে নিয়েই বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ গড়ব।'

ছাত্র সংসদ ভোট দ্রুত চালুর দাবিও তুলেছে সংগঠন। নীলকণ্ঠ বললেন, 'সরকার গঠন হলেই দাবি জানাব। ছাত্র সংসদ না-হলে নেতৃত্ব তৈরি হবে না।' ইউনিয়ন ঘরে স্বামী বিবেকানন্দ, সরস্বতী ও ভারতমাতার ছবি রাখার দাবিও জানিয়েছে এবিভিপি। তাঁদের বক্তব্য, চে বা লেনিন ভারতের কেউ না। ক্যাম্পাসে বাংলার মনীষীদের ছবি থাকবে। যাদবপুরে আইসিসি ভোটে নোটার চেয়ে কম ভোট পাওয়া নিয়ে সংগঠনের জবাব, ওটা ছোট নির্বাচন। বড় ভোটে ফল মিলিয়ে নেবেন।

কালীঘাটে কড়াকড়ির ইতি, খুলল মমতার বাড়ির রাস্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফল ঘোষণার মাত্র একদিনের মধ্যেই বদলে গেল কালীঘাটের চেনা ছবি। এত দিন যে গলির মুখে কড়া নজরদারি ছিল, মঙ্গলবার সকালে সেখানে মিলল সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্য, খোলা রাস্তা, বাধাহীন যাতায়াত।

বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে যাওয়া হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের প্রবেশপথে আগে ছিল তথাকথিত 'সিজার ব্যারিকেড'। পথচারীদের পরিচয় যাচাই, উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা, সব মিলিয়ে ছিল কঠোর নিয়ন্ত্রণ। স্থানীয়দের দাবি, পাড়ায় ঢুকতে হলে নিজের পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখা ছিল প্রায় বাধ্যতামূলক। কিন্তু এখন সেই সব নিয়ম অতীত। মঙ্গলবার সকালেই দেখা গেল, গার্ডরেল একপাশে সরানো, নিরাপত্তারক্ষীরা থাকলেও আর প্রশ্ন করছেন না কাউকে। এলাকার বাসিন্দা রাজু মাহাতো জানালেন, দেখতেই পাচ্ছেন, যাওয়া-আসায় আর কোনও বাধা নেই।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর রাতেই এলাকায় রাজনৈতিক মিছিল হয়েছে। তবু রাত পর্যন্ত পুরনো ব্যবস্থা বহাল ছিল। তবে ভোর হতেই বদলে যায় পরিস্থিতি। এক পুলিশকর্তার কথায়, যেন একদিনে প্রাচীর ভেঙে গেল। রাজনৈতিক পালাবদলের অভিঘাত যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাতেও দ্রুত প্রতিফলিত হয়েছে, কালীঘাট তারই স্পষ্ট উদাহরণ।

জয়ের উচ্ছ্বাসে 'নৈরাজ্য' নয়, সংযমের কড়া বার্তা উমেশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের বিপুল জয়ের আবহে উচ্ছ্বাসে ভাসছে শাসকদলের কর্মীসমর্থকরা। কিন্তু সেই আনন্দের মাঝেই সংযমের ডাক দিলেন উমেশ রাই। স্পষ্ট ভাষায় জানালেন, প্রতিহিংসার রাজনীতি দল সমর্থন করে না।

ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, আপনাদের ভালোবাসা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই জয় শুধু একটি কেন্দ্রের নয়, বাংলায় এক স্বপ্নপূরণের প্রতিফলন। তবে একইসঙ্গে সতর্ক করে দেন, 'দলের পতাকা ব্যবহার করে কেউ যদি কোথাও হিংসা ছড়ায়, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই।' প্রশাসনের উদ্দেশেও কড়া বার্তা দেন তিনি। তাঁর কথায়, কারও বাড়ি দখল, ভাঙচুর বা হামলার অভিযোগ এলে কঠোরতম ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি আরও যোগ করেন, এটা প্রতিশোধের সময় নয়। মানুষ ভোটের মাধ্যমে নিজেদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে। দলের কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর সরাসরি বার্তা, যারা এই ধরনের কাজে যুক্ত হবে, তারা দলের অংশ হতে পারে না।

সম্পাদকীয়

পরাজয় মেনে নেওয়াটাই সুস্থ গণতন্ত্র

গণতান্ত্রিক পরিসরে নির্বাচনে থাকবেই। আর নির্বাচনে হারজিৎও থাকবে। সরকার যাবে, সরকার আসবে। এটাই শর্ত। এটাকে মেনে নিয়েই থাকতে হবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। যে বা যারা এটা মানতে পারবে না এই ব্যবস্থায় তাঁদের না থাকাই ভালো। হারলেই ছুতো খোঁজা, অজুহাত দেওয়া, কোনওটিই কাম্য নয়। বিশেষ করে যখন দেখা যায়, নির্বাচনে হারের পর যখন সেই হারকে কেউ সহজ ভাবে মানতে পারছে না, উল্টোপালটা অজুহাত দিচ্ছে, তখন বুঝতে হবে সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য তারা উপযুক্ত নয়। পশ্চিমবঙ্গের এই নির্বাচনে প্রায় নিঃশব্দে পালাবদল ঘটে গিয়েছে। সাড়ে তিন দশকের বাম জমানায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে একদিন যে তৃণমূলকে সিংহাসনে বসিয়েছিল বঙ্গবাসী, আজ তারাই সেদিনের জননেত্রীকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। জনতার বার্তা স্পষ্ট, তাঁরা আর দেখতে চাইছে না এই মুখগুলো। কোটি কোটি মানুষের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে যাঁরা একদিন সুশাসনের কথা বলেছিল, গত দেড় দশকে তাঁরাই রাজ্যটাকে রসাতলের একেবারে শেষ ধাপে পৌঁছে দিয়েছিল। ভোটের ফলেই স্পষ্ট মানুষ কতটা বিরক্ত হয়ে উঠেছিল এই সরকারের ওপর। কিন্তু সেই জনাদেশ পেয়েও তাঁরা এখন মানতে নারাজ। 'অনৈতিক জয়', 'ভোট লুঠ', ইত্যাদি বলে কান্নাকাটি শুরু করেছে। খোঁজা হচ্ছে অজুহাত। এসবে কিন্তু আরও বিরক্ত হচ্ছে মানুষ। এসব করে আসলে মানুষের রায়কেই অসম্মান করছে তাঁরা। ভুলে যাচ্ছে দু'একটা কোথায় কী হয়েছে, তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ একটা বিরাট অংশের মানুষ তাঁদের ভোট দেয়নি। আর তাঁরা নিজেরাই তিল তিল করে সেই পরিস্থিতি তৈরি করেছিল যখন কেউ সেটা দেখিয়ে দিয়েছে তখন ক্ষমতার দম্ভে বলীয়ানরা সে সব কানে তোলারই প্রয়োজন মনে করেননি। কখনও তাঁদের চক্রান্তকারী, কখনও ষড়যন্ত্রকারী বলে দেগে দিয়েছে। কিন্তু আজ কী বলবে? কার দিকে আঙুল তুলবেন মাননীয়া? তাই সব থেকে ভালো পরাজয়টাকে চুপচাপ মেনে নিন, সেটাই হবে সুস্থ গণতন্ত্রের নজির। যেটা এই রাজ্যে এখন খুব দরকার।

শব্দছক ১৫১

রবি দাস

১		২	■	৩		৪	৫
	■	৬			■	৭	
৮	৯		■	১০	১১	■	
১২		■	১৩			১৪	■
■	১৫	১৬			■	১৭	১৮
১৯	■	২০		■	২১		
২২	২৩	■	২৪			■	
২৫				■	২৬		

পাশাপাশি: ১. হড়কান ৩. আনন্দ-সমারোহ ৬. আচমকা ৭. রাত্রি ৮. তরল মাপার একক ১০. ডানা ১২. বায়স ১৩. অপযশ ১৫. লবণ ব্যবসায়ী ১৭ নতুন প্রাণের প্রাথমিক অবস্থা ২০. অল্প ২১. নির্যাস ২২. ভীমের যুদ্ধাস্ত্র ২৪. আচম্বিত ২৫. মন তৃপ্তিকারী ২৬. দার্জিলিঙের কাছে লোকসহ উদ্যান

ওপর-নিচ: ১. পিঁপড়ে ২. ঢেউ ৩. গুণনীয়ক ৪. সাল ৬. বক্তৃতায় বলার বিষয় ৯. টাক-মাথার লোক ১১. খাদ্য ১৩. ব্যবসায়ীদের আলোচনা অনুষ্ঠান ১৪. গঙ্গাদেবীর বাহন ১৬. অশ্বত্থজাতীয়চ গাছ ১৮. — কার বালি ১৯. সহজে প্রবেশসাধ্য ২১. অভিযুক্ত ২৩. দানবের কাব্যরূপ

সমাধান ১৫০ — পাশাপাশি: ১. প্রথা ২. আয়োজক ৪. তার ৬. জমারাশি ৮. তমসা ১০. নল ১১. পঙ্কজ ১২. কোকিল ১৪. দুধ ১৬. পশম ১৭. বিতরণ ১৯. করী ২০. গতকাল ২১. টান

ওপর-নিচ: ১. প্রয়োজন ২. আরশি ৩. জলাতঙ্ক ৪. তারা ৫. হাসা ৭. মালকোশ ৯. মজদুর ১৩. কিম্ভূত ১৫. ধনবান ১৬. পণ ১৭. বিকল ১৮. তরী

আজকের দিন

■ ১৯৯৪ — পলা জোন্স মার্কিন বিল ক্লিনটনের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির মামলা দায়ের করেন।

■ ২০০৪ — টেলিভিশন সিটকম 'ফ্রেন্ডস' -এর শেষ পর্বটি এনবিসি-তে সম্প্রচারিত হয়।

■ ২০১৩ — ক্লিভল্যান্ডের একটি বাড়ি তে তিনজন মহিলা বন্দিকে উদ্ধার করা হয়, যেখানে তাঁদের দশ বছর ধরে বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

জন্মদিন

১৮৬১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মতিলাল নেহরুর জন্মদিন।*

১৯৮১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় লক্ষ্মীরতন শুক্লার জন্মদিন।*

১৯৮৩ *বিশিষ্ট শুটার গগন নারাংয়ের জন্মদিন।*

লক্ষ্মীরতন শুক্লা

বিজেপির বঙ্গ বিজয়ের স্থপতি শুভেন্দু অধিকারী

তন্ময় সিংহ

শান্তি কুঞ্জ থেকে কংগ্রেস দলের হয়ে ছাত্র রাজনীতি ও পরবর্তীকালে কাঁথির কাউন্সিলর হয়ে কেরিয়ার শুরু করে, তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে মমতা ব্যানার্জির অন্যতম সেনাপতি হয়ে বাংলায় পরিবর্তন এনে, আবার শিবির বদলে বিজেপিকে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী করে আজ নবান্নের কেন্দ্র বিন্দুতে নিজের প্রত্যাবর্তন যিনি করতে পেরেছেন, তিনি বঙ্গ রাজনীতির ভগীরথ শুভেন্দু অধিকারী। স্বাধীনতাত্তোর বাংলায় কলকাতা ছাড়া অন্য জেলা থেকে দ্বিতীয় বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদের প্রবল দাবিদার তিনি। ২০২১ এর নির্বাচনের কিছুদিন আগে বিজেপিতে যোগ দিয়ে মমতা ব্যানার্জিকে নন্দীগ্রামে পরাজিত করে বিরোধী দলনেতা হিসেবে পাঁচ বছর সারা বাংলায় পৌঁছে গেছেন অক্লান্ত পরিশ্রম করে, ২০২৬ এর বিধানসভায় তিনিই বঙ্গ বিজেপির এই সাফল্যের অন্যতম কারিগর, আসলে পৌরাণিক চরিত্র ভগীরথ ই।

পুরাকালে সগর রাজার ৬০ হাজার উত্তরাধিকারী কপিলমুনির অভিশাপে ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর তাঁর প্রপৌত্র ভগীরথ উত্তরাধিকারী সূত্রে কঠোর তপস্যার মাধ্যমে স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে মর্তে এবং শেষ পর্যন্ত গঙ্গাসাগরে নিয়ে আসেন এবং তার বংশের শাপিতদের মুক্তি দেন। এই কপিল মুনির আশ্রম গঙ্গাসাগর বাংলার একটি অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র। শুভেন্দু অধিকারী সেরকম ভাবেই তৃণমূলের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিভেদে সম্ভবত দলত্যাগ করে, ভগীরথের মত বিজেপিতে যোগদান করেন এবং পরবর্তীকালে বিজেপির বিরোধী দলনেতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম মুখ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূল শাসন সমাপ্ত করলেন। তাঁর এই কাজে গঙ্গার ভূমিকা পালন করেন অমিত শাহ ও নরেন্দ্র মোদী জুটি। শ্যামাপ্রসাদের জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে রাজনীতির চাণক্যের ভূমিকায় অমিত শাহ যে বঙ্গ বিজয়ের কৌশল রচনা করেছেন এবং বিকাশ পুরুষ হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর মুখ সামনে রেখে বাংলার মানুষকে বিজেপির প্রতি আকৃষ্ট করেছেন।

কংগ্রেস রাজনীতিতে ক্যারিয়ার শুরু করে ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে প্রথমে কাউন্সিলার হিসেবে নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রবেশ করেন অবিভক্ত মেদিনীপুরের অন্যতম সিপিএম বিরোধী চরিত্র শিশির অধিকারীর মেজ পুত্র। পরবর্তী জীবনে যিনি অকৃতদার থাকবেন, এবং পূর্ব মেদিনীপুরের বিপ্লবীদের তাঁর গুরু মেনে তাম্রলিপ্ত সরকার প্রতিষ্ঠাতে বদ্ধপরিকর থাকবেন। বাবা শিশির অধিকারীর সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবেশ করে শুভেন্দু অধিকারী সারা পশ্চিমবঙ্গের নজরে আসেন নন্দীগ্রাম আন্দোলনের মাধ্যমে। নন্দীগ্রাম আন্দোলন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কফিনে শেষ পেরেক সেই সময় শুধু পূর্ব মেদিনীপুর নয় গোটা জঙ্গলমহল জুড়ে বিরোধীদল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের অন্যতম বড় ভরসা এবং আশ্রয়স্থল ছিলেন তিনি। ক্ষমতার পরিবর্তনের পর শুভেন্দু অধিকারী যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি থাকাকালীন যখন প্যারালালভাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে মাথায় রেখে যুবা সংগঠন ঘোষণা করা হয়, অনেকে মনে করে তৃণমূলের সাথে তাঁর সম্পর্ক সেই দিন থেকে খারাপ হতে আরম্ভ করে। যদিও মমতা ব্যানার্জির মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে একাধিক দপ্তর এবং একাধিক বোর্ডের চেয়ারম্যান বা দায়িত্বে ছিলেন তিনি এবং মালদহ এবং মুর্শিদাবাদের কংগ্রেস ও বামফ্রন্টকে সম্পূর্ণরূপে ধুলিস্যাৎ করে প্রায় সমস্ত সদস্যকেই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে মালদা ও মুর্শিদাবাদের দখল নিয়েছিলেন তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য। তৃণমূল কংগ্রেসের কলকাতা লবীর চাপে দলের মধ্যে পিছিয়ে থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে তিনি ছিলেন সেকেন্ড ইন কমান্ড।

যদিও পরবর্তীকালে দিদির সাথে তার সম্পর্ক অনেকটা জোয়ার ভাটার মতো, কখনো তৃণমূল কংগ্রেস ব্যাক ফুটে এলেই তিনি দলকে উতরে দেওয়ার দায়িত্ব পেয়েছেন, আবার একটু এগিয়ে গেলেই তাঁকে ও তাঁর গতি বিধিতে বাধা দেওয়া হয়েছে। সিপিএমের আমলে বিরোধী নেতা হিসেবে দাপিয়ে বেড়ানো পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায় অনেক ক্ষেত্রে তৃণমূলের আমলে তার প্রবেশাধিকার ছিল না। ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজয়ের পর তিনি আবার সংগঠনে দায়িত্ব পান। উপনির্বাচনে খ ড়গপুর বিধানসভা সহ তিন বিধানসভায় দায়িত্ব নিয়ে প্রবল বিরোধী হাওয়া সত্বেও খড়গপুর সহ তিন বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসকে জয়যুক্ত করেন। বাংলায় প্রশান্ত কিশোরের আবির্ভাব হয় এই সময় এবং পরবর্তীকালে তিনি বুঝতে পারেন সম্ভবত তৃণমূলের উত্তরাধিকার আস্তে আস্তে অভিষেক ব্যানার্জীর হাতে চলে যাচ্ছে তখন শুভেন্দু অধিকারী দলের সাথে দূরত্ব তৈরি করেন। মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে এবং সমস্ত লাভজনক সংস্থা থেকে পদত্যাগ করে আস্তে আস্তে দলের সাথে তার দূরত্ব তিনি বুঝিয়ে দেন। এই সময় প্রায় এক বছর দাদার অনুগামী নাম দিয়ে একটি সংগঠন শুভেন্দু অধিকারীর হয়ে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রচার ও আলাদা ক্যাম্পেইন করার পর, সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে তার সমর্থকদের আকৃষ্ট করে তিনি ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে অমিত শাহের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে তিনি পাকাপাকিভাবে বিজেপিতে যোগদান করেন।

যদিও বিজেপি ২০১৯ এর লোকসভা তে সাফল্যের পর ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে আশানুরূপ ফল করতে না পারায়, তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন উঠে। অনেকে তৃণমূলের আমলে তার মন্ত্রিত্ব এবং অন্যান্য দায়িত্ব নিয়ে তাকে দলে নেয়ার সুফল সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। বিজেপির তৎকালীন সভাপতি দিলীপ ঘোষের সাথে দূরত্বের কথা শোনা যায় এই সময়। যদিও কেন্দ্রের অমিত শাহ ও নরেন্দ্র মোদির জুটি তাঁর প্রতি অবিচল আস্থা রেখে তাকে বিরোধী দলনেতা এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা প্রদান করেন, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির দায়িত্ব দেন উত্তরবঙ্গের নেতা সুকান্ত মজুমদারকে।। যদিও প্রাথমিকভাবে বিভাজনের রাজনীতি এবং মাইনরিটিদের নিয়ে মন্তব্য তাঁর মুখ থেকে সাধারণ মানুষ সঠিকভাবে মেনে নেয়নি। বুঝতে পেরে তিনিও পরবর্তীকালে ভারতীয় মাইনরিটি এই দেশেরই এই বার্তায় জোর দেন। শিখ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে করা তাঁর মন্তব্যের জন্য ভবানীপুরে তিনি ক্ষমা চেয়ে নেন। সব মিলিয়ে ২০২৬ এর অ্যাসিড টেস্টের আগে তিনি তৈরি ছিলেন তার সনাতনী ভাবমূর্তি নিয়ে। যদিও ২০২১ এর পরবর্তীকালে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার গঠন হওয়ার পর বিজেপির সংগঠন দ্রুত ক্ষয় পেতে থাকে এবং হুজুগে আসা কর্মীরা আবার পুনরায় শাসক দলের শিবিরে অথবা নিজেদের পুরনো দলে ভিড়তে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় বিরোধী দলনেতা হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের বুকে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা কে তিনি তাঁর প্রচারের অন্যতম লক্ষ্য করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি থেকে আরজিকর অথবা প্রতিবেশী রাজ্য বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের কাহিনী তিনি সারা পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে দিয়ে হিন্দু ভোট ব্যাংক সুরক্ষিত করার চেষ্টা করেন। গাড়িতে করে পশ্চিমবঙ্গের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত সারাদিন ছুটে বেড়ানো তাঁর ক্ষেত্রে সবদিন ই একটি অতি সাধারণ ঘটনা। মমতা ব্যানার্জির মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে মমতা ব্যানার্জিকে গদিচ্যুত করাই তাঁর এই পাঁচ বছরের একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে অনেক সেনাপতি ই আছেন যারা যুদ্ধক্ষেত্রে শিবির বদল করে তাঁদের রাজাকেই পরাস্ত করেছেন। সেই তালিকায় একনাথ শিন্ডে ও প্রয়াত অজিত পাওয়ারের পর নবতম সংযোজন শুভেন্দু অধিকারী। পূর্ব মেদিনীপুরের রাজনৈতিক সম্রাটের পরিবার থেকে রাজনীতি শুরু করে শুভেন্দু অধিকারী উল্কার গতিতে কাউন্সিলার বিধায়ক ও সাংসদ হয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির অন্যতম মুখ হয়ে উঠেছিলেন সিপিএমের আমলে। কিন্তু কলকাতার রাজপরিবারে যুবরাজের অভিষেকের সাথে সাথে শুভেন্দু বুঝতে পারেন তাঁকে শিবির বদলাতে হবে। রাজা হতে গেলে তাকে বিরোধী শিবিরের সেনাপতি হিসেবে লড়তে হবে। ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামের আন্দোলনের উত্তরাধিকার কার্যত কার হাতে থাকবে, সেইজন্য মমতা ব্যানার্জি নন্দীগ্রাম থেকে লড়তে আসেন যদিও তার এই সিদ্ধান্তে সারা পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের মধ্যে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা তৈরি হয় এবং নিজের নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে হেরে গেলেও তৃণমূল কংগ্রেস বিজয়ী হয় বাংলায়।

২০২১ থেকে শিক্ষা নিয়ে এবারের নির্বাচনের শুরুতেই সেই চ্যালেঞ্জ তিনি নিয়েছেন সেনাপতি হিসেবে, ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরাসরি প্রার্থী হিসেবে বিজেপির পক্ষে লড়াই করতে এসে। নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুরে দুটি কেন্দ্রে প্রার্থী হয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী কে চ্যালেঞ্জ করে তাঁর দলের কর্মীদের উজ্জীবিত করেছেন। শেষ পর্যন্ত ২০২৬ এর যুদ্ধে তিনি নন্দীগ্রামে বিজয়ী হওয়ার পাশাপাশি ভবানীপুরে প্রায় ১৫০০০ ভোটে জয়লাভ করে তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের অন্যতম চূড়ান্ত সফলতা পেয়েছেন। শিষ্যের হাতে গুরুর পরাজয় পশ্চিমবঙ্গের ২০২৬ এর নির্বাচনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আসলে মমতা ব্যানার্জির মন্ত্রিসভায় তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে তিনি যোগ্যতম হলেও কলকাতা লবি বা স্বয়ং নেত্রী যে পরিবারকেই বেছে নেবে তা বুঝতে পেরে তিনি লড়াই করেছেন বিরোধী শিবিরের ভগীরথ হিসেবে। বিজেপির অন্যতম স্বপ্ন তাঁদের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বঙ্গদেশ বিজয়, সেই স্বপ্ন সার্থক করেছেন তিনি ভগীরথ হিসেবে। এখন দেখার আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমরা এই ভগীরথকে দেখতে পাই কিনা।

বাংলার রাজনীতিতে সগৌরবে ফিরুক সৌজন্য, বিদায় হোক থ্রেট কালচার

জয়দেব বেরা

রাজনীতি হল মতাদর্শ এর নীতি,রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি।সাংবিধানিকভাবে কৌশল অবলম্বন করে রাষ্ট্র পরিচালনা করাকে বলা হয় রাজনীতি।এই রাজনীতি থেকে ক্রমে ক্রমে হারিয়ে যেতে বসেছে অসাধারণ ব্যক্তিত্বকেন্দ্রিক কর্তৃত্ব, গণতান্ত্রিক মতাদর্শ, রাজনৈতিক সৌজন্যতা।আমরা দেখেছি রাজনীতির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলে এসেছে থ্রেড কালচার,হিংসা,সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি।আমাদের এই রাজনৈতিক ব্যাধিগুলোকে বর্তমানের রাজনীতি থেকে দূরীকরণ করতে হবে।রাজনীতিকে আরও সংস্কার এবং আধুনিক তথা মার্জিত করতে হবে।রাজনীতিতে শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা যোগদান করতে ভয় পান কারণ একটাই তাহল থ্রেড কালচার আর সৌজন্যহীনতা।তাই রাজনীতিতে ফিরে আসুক মতাদর্শ এর নীতি,রাষ্ট্র পরিচালনার সাংবিধানিক নীতি,সৌজন্যতার নীতি, রণকৌশল এর নীতি এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক নীতি।তাহলেই শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা আরও বেশি করে এই রাজনীতিতে যুক্ত হবেন এবং রাষ্ট্র ও সমাজ আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।তাই,বর্তমানের নতুন বিজেপি সকারের কাছে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন আপনারা সবাই রাজনৈতিক সৌন্দর্য দিয়ে রাজনীতিকে মতাদর্শ এবং সৌজন্যতার সৌন্দর্য দিয়ে রাজনীতিকে সাজিয়ে তুলুন,রাষ্ট্রকে সাজিয়ে তুলুন,এই বাংলাকে সাজিয়ে তুলুন,সাজিয়ে তুলুন এই সমাজকে।রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিন্ন হলেও সবার মধ্যে যেন রাজনৈতিক সৌজন্যতা বজায় থাকে,বজায় থাকে যেন শান্তি ও শৃঙ্খলা।পাশাপাশি রাজনীতি এবং শিক্ষাক্ষেত্র থেকে অবসান হোক থ্রেড কালচার এর।আসুন সবাই মিলে ধর্মের নয়, রামের আদর্শে সাংবিধানিকভাবে সমাজ গড়ে তুলি।

চর্চাবাসর ১৪১

'বন্ধুত্ব' (Bondhutto) শব্দের মূল হলো 'বন্ধু' (Bondhu)। মূল শব্দ (Root Word) বন্ধু (Bondhu) - যার অর্থ সখা, মিত্র, বা বন্ধু। প্রত্যয় (Suffix) -c (ôétto) - এটি একটি তদ্ধিত প্রত্যয়, যা বিশেষ্যের শেষে যুক্ত হয়ে ভাব বা অবস্থা (friendship) বোঝায়।মূল গঠন বন্ধু (Bondhu) + c (tto) = বন্ধুত্ব (Bondhutto)।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ফাইল লোপাটের আশঙ্কা

বাঁকুড়ায় তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতে তালা ঝোলাল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ হতেই তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের দরজায় ঝুলিয়ে দেওয়া হল তালা। দরজায় বেঁধে দেওয়া হল বিজেপির দলীয় পতাকা। ঘটনা বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের জগদল্লা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের। গতকাল ভোট গণনা শুরু হতেই রাজ্য জুড়ে গেরুয়া ঝড় বয়ে যায়। বাঁকুড়া জেলায় তৃণমূল ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায় তৃণমূল। আর তারপরেই বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের তৃণমূল পরিচালিত জগদল্লা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে হাজির হয়ে পঞ্চায়েতের মূল দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেন স্থানীয় বিজেপির নেতা, কর্মীরা। তালাবন্ধ দরজার বাইরে বেঁধে দেওয়া হয় বিজেপির দলীয় পতাকা। বিজেপি কর্মীদের দাবি, সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পে তৃণমূল পরিচালিত ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে বিপুল পরিমাণ দুর্নীতি ও বেনিয়ম হয়েছে। সরকার বদল হওয়ায় সেই দুর্নীতি ধরা পড়ার আশঙ্কায় গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ফাইল লোপাটের চেষ্টা করবে তৃণমূল। তাই নতুন সরকার গঠন না হওয়া পর্যন্ত ওই পঞ্চায়েত এভাবেই তালা বন্ধ করে রাখার হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিজেপি কর্মীরা।

স্বরূপনগরে তৃণমূলের জয়ী প্রার্থীর বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর

অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: স্বরূপনগরের তৃণমূলের জয়ী প্রার্থীর বাড়িতে তাণ্ডব, হামলা, গাড়ি ভাঙচুর। আক্রান্ত সারমেয়-ও। অভিযোগ, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগরের তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী বিনা মণ্ডলের বাড়ি সামনে কয়েকশো বিজেপি কর্মী, সমর্থক জয় শ্রীরাম বলে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে, ডিজে বাজিয়ে বাড়ির সামনে ইট, পাটকেল ছুড়ে বাড়ি, গাড়ি ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। বিনা মণ্ডল ১৬ হাজার ০১৭ ভোটে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে জিতেছেন। মঙ্গলবার বিকেলে তাঁর বাড়ির সামনে কয়েকশো কর্মী, সমর্থক গালিগালাজ করতে থাকে। এমনকি বাড়ি এবং বিনা মণ্ডলের গাড়ি ভাঙচুর করে। বাড়িতে থাকা এক সারমেয়, তাকেও ইট দিয়ে মারার চেষ্টা করা হয়। এই নিয়ে রীতিমতো গ্রামের মানুষ ক্ষেপে যায়। তারা বলেন, একজন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জেতার পর তাঁর বাড়ি এভাবে আক্রমণ হল, তা কখনও ভাবা যায় না। ঘটনাস্থলে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ তাদের সামনেও তৃণমূল বিজয়ী প্রার্থীকে গালিগালাজ করা হয়। এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। স্বরূপনগরের তৃণমূলের বিধায়ক বিনা মণ্ডল বলেন, 'আমি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জিতেছি। আমার বাড়িতে পরিকল্পনা করে এসে হামলা চালিয়েছে। গাড়ি ভাঙচুর করেছে। এটা কি হচ্ছে?'

'পদ্ম কাঁটায়' আটকে গেলেন চুঁচুড়ার তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চুঁচুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হয়েছিলেন দেবাংশু। কিন্তু, 'পদ্ম কাঁটায়' আটকে গেলেন তিনি। ২০২১ বিধানসভায় চুঁচুড়া জয়ী হয়েছিলেন রাজনীতিতে মহারথ 'ডেভিরেন' অসিত মজুমদার। এবারে তরুণ মুখের উপর জোর দিয়েছিল তৃণমূল শিবির। প্রথম রাউন্ড শেষে দেবাংশুর থেকে ৫ হাজার ভোটে এগিয়ে ছিলেন বিজেপির সুবীর নাগ। এরপর যত রাউন্ড বেড়েছে, ততই বেড়েছে ব্যবধান। হেরে গেলেন চুঁচুড়া বিধানসভার তৃণমূলের প্রার্থী দেবাংশু। চুঁচুড়া কেন্দ্রকে ঘিরে ২০২৬ সালের নির্বাচনী লড়াই ক্রমশ জমে যায়। হুগলির এই গুরুত্বপূর্ণ আসনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য এবং বিজেপির প্রার্থী সুবীর নাগের মধ্যে। চুঁচুড়া ঐতিহ্যগতভাবে একটি রাজনৈতিকভাবে সচেতন এলাকা, যেখানে গত কয়েকটি নির্বাচনে ক্ষমতার পালাবদল দেখা গেছে। তৃণমূল কংগ্রেস তরুণ মুখ হিসেবে দেবাংশু ভট্টাচার্যকে সামনে এনেছে। দলের সংগঠন এবং রাজ্যস্তরের প্রচার তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি তাকে একটি পরিচিত মুখে পরিণত করেছে। অন্যদিকে, বিজেপির সুবীর নাগ স্থানীয় স্তরে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত এবং আগের নির্বাচনের অভিজ্ঞতা তাঁর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে। এই আসনে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে মইনুল হক লড়াই করেছেন। যদিও মূল লড়াই তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই কেন্দ্রের ভোটের লড়াই আঞ্চলিক নির্ভর করে গ্রাসরুট সংগঠন, প্রার্থীর গ্রহণযোগ্যতা এবং শেষ মুহূর্তের প্রচারের ওপর। তৃণমূল যেখানে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজকে সামনে রাখে, বিজেপি সেখানে পরিবর্তনের বার্তা এবং কেন্দ্রীয় নীতির উপর জোর দেয়। সব মিলিয়ে চুঁচুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে ২০২৬ নির্বাচনে একটি হাই-ভোল্টেজ আসনে পরিণত হয়েছে। দেবাংশু ভট্টাচার্য বনাম সুবীর নাগ, এই লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত বিজেপি জয়ী হয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, হুগলি জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং নজরকাড়া আসন ছিল এটি।

হুগলি জেলা থেকে পরাজিত তৃণমূলের তিন বিদায়ী মন্ত্রী

বেচারাম, ইন্দ্রনীল ও স্নেহাশিস

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ২০১১ সালের পর থেকে সেই সিঙ্গুর মুখ ফেরায়নি তৃণমূলের থেকে। ২৬-এ রাজ্যের পরিবর্তনের সাক্ষী থাকল সিঙ্গুর। জিতলেন বিজেপি প্রার্থী অরূপকুমার দাস। হারলেন রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী বেচারাম মান্না। শুধু বেচারাম নয়, হুগলি জেলা থেকে হারলেন রাজ্যের আরও দুই মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

এই জেলায় তৃণমূলের কাছে 'প্রেস্টিজ ফাইট' ছিল উত্তরপাড়া আসন। একদিকে সিপিএম প্রার্থী মীনাক্ষি মুখোপাধ্যায় অন্য দিকে, বিজেপি প্রার্থী প্রাক্তন এনএসজি কম্যান্ডো দীপাঞ্জন চক্রবর্তী। গেরুয়া ঝড়ে এই কেন্দ্রে জয়ী বিজেপি প্রার্থী। ২০২১-এ পুরশুড়া, আরামবাগ, গোঘাট ও খানাকুল, এই চারটি আসন বাদ দিয়ে হুগলির বাকি ১৪টি আসন জিতেছিল তৃণমূল। কার্যত তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি বলা হতো এই জেলাকে। সেই জেলাতেই ট্রেন্ড অনুযায়ী শুধুমাত্র ধনেখালি ও চণ্ডীতলায় আসন বাদ দিয়ে বাকি ১৬টি আসনেই বড় ব্যবধানে জেতেন বিজেপি প্রার্থীরা। হুগলির চুঁচুড়া আসন থেকে এবার প্রার্থী করা হয়েছিল তরুণ প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যকে। তমলুক লোকসভা আসনে পরাজয়ের পরে এবার ছিল বিধানসভার লড়াই। বিজেপি প্রার্থী সুবীর নাগের কাছে হারতে হয় তাঁকে। তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, ইন্দ্রনীল সেন, স্নেহাশিস চক্রবর্তী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। সকলেই পরাজয়ের মুখে। পাণ্ডুয়া, বলাগড়, সপ্তগ্রাম, আরামবাগ, খানাকুল, গোঘাট, পুরশুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া বিধানসভায় হারের মুখে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে হুগলি, আরামবাগ ও শ্রীরামপুর, তিনটি কেন্দ্রেই জিতেছিলেন তৃণমূল প্রার্থীরা। ফলে তৃণমূল এখন আত্মবিশ্লেষণের দিকেই ঝুঁকছে বলে মনে করা হচ্ছে।

হনুমান মন্দিরে পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা বিধানসভায় বিজেপির জয়ের পর মঙ্গলবার সকালেই রাজনৈতিক আবহে এক আলাদা বার্তা দিলেন নবনির্বাচিত বিজেপি প্রার্থী সিদ্ধার্থ মজুমদার। দিনের শুরুতেই তিনি কালনার পবিত্র ভাগীরথীতে স্নান করেন। এরপর কালনা স্টেশন সংলগ্ন হনুমান মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন। পুজো শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সিদ্ধার্থ মজুমদার বলেন, 'হনুমান মন্দিরে এসে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছি। মানুষের যে আস্থা ও সমর্থন নিয়ে আমি কাজ শুরু করেছিলাম, সেই কাজে সফল হতে দেবতার আশীর্বাদ নিলাম।' এদিন বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল ও বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ প্রসঙ্গে বিজেপির জয়ী প্রার্থী বলেন, তাঁর বিশ্বাস বিজেপির কর্মীরা এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয়।

দুর্গাপুর নগরনিগম থেকে ফাইল লোপাটের অভিযোগ চন্দ্রশেখরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: মঙ্গলবার সকালে দুর্গাপুর পুরসভা চত্বরে রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, যখন কয়েকশো বিজেপি কর্মী-সমর্থক সেখানে জমায়েত হন। অভিযোগ, এরপর তারা পুরসভার ভিতরে প্রবেশ করে ভবনের ছাদে বিজেপির দলীয় পতাকা বেঁধে প্রতীকীভাবে পুরসভা 'দখল'-এর দাবি জানান। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পূর্ব ও পশ্চিমের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘড়ুই। পরে তাঁরা পুরসভার কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করে বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এই বিষয়ে দুর্গাপুর পূর্বের বিজয়ী বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'গতকাল অর্থাৎ সোমবার যখন তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি সরছে, নিশ্চিত ভেবে সেই সময় পুরসভায় ঢোকে বেশ কয়েকজন। পুরসভা থেকে প্রায় ১৮টি গুরুত্বপূর্ণ ফাইল লোপাট করেছেন।' তিনি বলেন, 'এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি করছি। পুলিশ প্রশাসনকে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে। যারা এই ফাইল লোপাটের সঙ্গে যুক্ত তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করুক পুলিশ।' এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে স্থানীয় প্রশাসন।

SBI এসবিআই বোলপুর শাখা (০২০২৭)
চিত্রা মোড়, বোলপুর, জেলা - বীরভূম
পিন - ৭৩১২০৪, ইমেল : sbi.02027@sbi.co.in
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি, যাঁরা স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রেখে **এসবিআই বোলপুর শাখা** থেকে গোল্ড লোন নিয়েছিলেন, তাঁরা নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। যাঁরা নোটিশের যথাযথ জবাব দেননি অথবা নোটিশ ফেরত এসেছে, এই পরিস্থিতিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যদি **১৪.০৫.২০২৬** তারিখের আগে গোল্ড লোন পরিশোধ করা না হয়, তবে ব্যাংক পূর্ববর্তী দিন কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেবে। নিলামের দিন, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিম্নোক্ত সময় ও তারিখে শাখা প্রাঙ্গণে/গোল্ড হাবে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংক্রান্ত সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের বহন করতে হবে। ব্যাংক যেকোনো সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝপথে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে অলঙ্কারের দখল নিতে পারবেন।

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১৪.০৫.২০২৬	বিকেল ৪টে থেকে থেকে বিকেল ৫টা	২০ ক্যারট	মোট ওজন ৫.৬০০ গ্রাম নিট ওজন ৫.৪০০ গ্রাম	১টি বালা

তারিখ: ০৬.০৫.২০২৬ স্থান: বোলপুর
অনুমোদিত অফিসার এসবিআই বোলপুর

SBI এসবিআই বোলপুর শাখা (০২০২৭)
চিত্রা মোড়, বোলপুর, জেলা - বীরভূম
পিন - ৭৩১২০৪, ইমেল : sbi.02027@sbi.co.in
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি, যাঁরা স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রেখে **এসবিআই বোলপুর শাখা** থেকে গোল্ড লোন নিয়েছিলেন, তাঁরা নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। যাঁরা নোটিশের যথাযথ জবাব দেননি অথবা নোটিশ ফেরত এসেছে, এই পরিস্থিতিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যদি **১৪.০৫.২০২৬** তারিখের আগে গোল্ড লোন পরিশোধ করা না হয়, তবে ব্যাংক পূর্ববর্তী দিন কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেবে। নিলামের দিন, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিম্নোক্ত সময় ও তারিখে শাখা প্রাঙ্গণে/গোল্ড হাবে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংক্রান্ত সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের বহন করতে হবে। ব্যাংক যেকোনো সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝপথে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে অলঙ্কারের দখল নিতে পারবেন।

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১৪.০৫.২০২৬	বিকেল ৪টে থেকে থেকে বিকেল ৫টা	২০ ক্যারট ২২ ক্যারট	মোট ওজন ৩৪.৬০০ গ্রাম নিট ওজন ৩৩.৪০০ গ্রাম	১টি চেন ২টি কানের দুল ২টি পলা ৪টি কানের দুল

তারিখ: ০৬.০৫.২০২৬ স্থান: বোলপুর
অনুমোদিত অফিসার এসবিআই বোলপুর

KVB Karur Vysya Bank
৯ এ সি সরকার রোড, আদ্যাপীঠের নিকট দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৭৬
ইমেল : Dakshineshwar@kvbmail.com
মোবাইল নং : ৬৩৮২৩৭৪০৫৯

সেফ ডিপোজিট লকার ভেঙে খোলার সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত লকারধারীগণ কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক দক্ষিণেশ্বর শাখা থেকে নিরাপদ আমানত লকার সুবিধা গ্রহণ করেছেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা পুনর্নবীকরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, যদিও কারুর বৈশ্য ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক বারবার নোটিশ জারি করা সত্ত্বেও। যেহেতু লকারধারী লকার ভাড়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই আমরা ২২.০৫.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টায় সংশ্লিষ্ট শাখা প্রাঙ্গণে লকার ভাঙতে বাধ্য।
প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লকারধারী/আইনি উত্তরাধিকারীদের জন্য এই পাবলিক নোটিশ।
অধিকন্তু, কারুর বৈশ্য ব্যাংক লি. কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই লকার ভেঙে খোলার তারিখ পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে।

ক্রম নং	শাখার নাম	অধিগ্রহণকারীর নাম	লকার নং	বকেয়া পরিমাণ (টা)
১	দক্ষিণেশ্বর	স্বর্ণাভ সাঁতরা	3110003A031	৮,৮৫০

তারিখ : ০৬.০৫.২০২৬ স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার দি কারুর বৈশ্য ব্যাংক লি.

কর্ণিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L17299WB2022PLC253035
৬ ও ৬/১, গুরগোলা ঘাট রোড, সালকিয়া, হাওড়া - ৭১১ ১০৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন ঃ +91 33 2655 8101, 98302 28105, ই-মেল ঃ info@karnikaindustries.com
ওয়েবসাইট ঃ www.karnikaindustries.com

১১ই মে ২০২৬ তারিখে নির্ধারিত অসাধারণ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তির দ্বিতীয় সংশোধনী

কোম্পানিটি কর্ণিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর সদস্যদের কাছে একটি বিশেষ সাধারণ সভার (ইজিএম) নোটিশ জারি করেছিল। এই সভাটি সোমবার, ১১ই মে, ২০২৬ তারিখে দুপুর ০১.০০ ঘটিকায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওভিএম")-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে এবং এর উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানির সদস্যদের কাছে ১৬.০৪.২০২৬ তারিখে প্রেরিত ইজিএম নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করা। উক্ত ইজিএম-এর নোটিশের প্রথম সংশোধনীটিও ২৮শে এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে শেয়ারহোল্ডার এবং এক্সচেঞ্জগুলিকে জানানো হয়েছিল।

১৬.০৪.২০২৬ তারিখের উক্ত ইজিএম বিজ্ঞপ্তির ২ নং আইটেমের অধীনে ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি এবং ২৮শে এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের প্রথম সংশোধনীতে উল্লিকিত বিষয়ে যে আরও কিছু ক্ষুদ্র সংশোধন / পরিবর্তন রয়েছে, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এই দ্বিতীয় সংশোধনীটি এখন জারি করা হচ্ছে।

এতদ্বারা জারির তারিখ থেকে, এই বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিটি সর্বদা প্রথম সংশোধনী এবং এই দ্বিতীয় সংশোধনীর সাথে একত্রে পঠিত হবে, যা এই বিজ্ঞপ্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং যা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.karnikaindustries.com, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ www.nseindia.com-এও আপলোড করা হচ্ছে।

আরও জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানা আছে এমন সকল শেয়ারহোল্ডারকে মঙ্গলবার, ০৫.০৫.২০২৬ তারিখে সংশোধনীটি ইমেল করা হয়েছে।

এই দ্বিতীয় সংশোধনীতে উল্লিখিত সংশোধনসমূহ ব্যতীত, ১৬ই এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তির ২৮শে এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের প্রথম সংশোধনীতে উল্লিখিত অন্যান্য সকল বিষয়বস্তু/তথ্য অপরিবর্তিত থাকবে।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে
কর্ণিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
স্বাক্ষর/-
(মুসকান মুন্ধ্রা)
তারিখ ঃ ০৬.০৫.২০২৬
স্থান ঃ হাওড়া
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার (এসিএস ৭১৬৭৯)

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল নং ২
৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, ৮ম তল
জীবন সুধা বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০ ০৭১

মামলা নং ওএ/৩৭১/২০১৫
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া বনাম লিবারাল অ্যাসোসিয়েশন ফর মুভমেন্ট অব পিপল
বিক্রয় নোটিশ

মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার -১, ডিআরটি-১ কলকাতা, এর ২৬.০৬.২০২৫ তারিখের নির্দেশ অনুযায়ী [illegible]

[illegible]

স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল -২, কলকাতা

Indian Bank — ইন্ডিয়ান ব্যাংক
ধর্মতলা শাখা (০৫০১)
৪, পুরান চাঁদ নাহার অ্যাভিনিউ কলকাতা - ৭০০০১৩
ইমেল : dharamtolla@Indianbank.bank.in
দাবি নোটিশ

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর ধারা ১৩ (২) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি

১. **মেসার্স দ্য বুক সোসাইটি,** ঠিকানা : ১৫ শ্যামাচরণ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩।
২. **শ্রী কাজি সাদ সালিম,** ফ্ল্যাট নং ৩বি, প্রেমিসেস নং ১, রামনাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৯।
আরও ঠিকানা : গ্রাম -বসন্তপুর, আলতারা চালকল, থানা : আমতা, পো : মানিকপুরা, জেলা -হাওড়া- ৭১১৪১৬।

বিষয় : ইন্ডিয়ান ব্যাংক, ধর্মতলা শাখায় দ্য বুক সোসাইটির আপনার ঋণ অ্যাকাউন্ট OCC-TRADEWELL-MSE-REPO (নং ৫০২৭৭৭৩০৯৭১) - প্রসঙ্গে।
আপনাদের মধ্যে প্রথমজন একটি স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান। আপনাদের মধ্যে দ্বিতীয়জন হলেন স্বত্বাধিকারী এবং এই সুবিধার জামিনদারও। আপনাদের মধ্যে দ্বিতীয়জন হলেন বন্ধকদাতা, যিনি আপনাদের মধ্যে প্রথমজনের গৃহীত ঋণ অ্যাকাউন্টগুলোর জামানত হিসাবে আপনার সম্পদ প্রদান করেছেন। আপনাদের মধ্যে প্রথমজনের অনুরোধে, ব্যাংকিং কার্যক্রম চলাকালীন, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো অনুমোদিত হয়েছিল এবং আপনাদের মধ্যে প্রথমজন তা গ্রহণ করেছিলেন।

সুবিধার প্রকৃতি	নথিতথ্যাদির প্রকৃতি
OCC-TRADEWELL-MSE-REPO	২৫.০০ লক্ষ টাকা

আপনাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়জন উক্ত সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি পেশ করেছেন

সুবিধার প্রকৃতি	নথিতথ্যাদির প্রকৃতি
OCC-TRADEWELL-MSE-REPO	১. শর্তাবলী ও নিয়মাবলীর স্বীকৃতি স্যাংশন টিকেট ২. ডিমান্ড প্রো নোট (ডিপিএন) ৩. ডি-১০১ (হাইপোথিকেশন চুক্তি) ৪. ডি-৫৭ গ্যারান্টি চুক্তি ৫. ডি-৩৩ পার্টি কর্তৃক ব্যাংককে প্রদত্ত চিঠি, যা ইকুইটেবল মর্টগেজ ইত্যাদির মেয়াদ বৃদ্ধি নিশ্চিত করে।

উক্ত ঋণ উশুলের জন্য ব্যক্তিগতভাবে জামিনদত্ত আপনাদের দ্বিতীয় জনের দ্বারা জামিন চুক্তি সংশ্লিষ্ট তারিখে সম্পাদিত। উক্ত ঋণের উশুলের জন্য দোকান নং এল এম এস-২, পরিমাপ ১০২ বর্গফুট প্রেমিসেস নং ১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৪০ অধীন নিম্নোক্ত তপশিল অনুযায়ী আপনাদের স্বত্বাধীনে এর সংশ্লিষ্ট বন্ধকদত্ত সম্পত্তি(গুলি) এবং সরঞ্জাম দায়বদ্ধ।
সুদসহ সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করার জন্য আপনাদেরকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আপনারা সকলে এবং আপনাদের প্রত্যেকে, যারা যৌথভাবে ও পৃথকভাবে দায়বদ্ধ, তারা প্রদেয় অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক জারি করা সম্পদ শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে, ঋণ হিসাবটি ২১.০৪.২০২৬ তারিখ থেকে নন পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।
***২১.০৪.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী আপনার প্রদেয় বকেয়ার পরিমাণ নিম্নরূপ :

অ্যাকাউন্ট নং	বুক ব্যালান্স	সুদ	মোট
৫০২৭৭৭৩০৯৭১	২৪,৯৭,৯৯৯.১৩ টাকা	৯৭,০৯৫.০০ টাকা	২৫,৯৫,০৯৪.০০ টাকা

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে 'ঋণগ্রহীতা' বলতে এমন কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় যাকে ব্যাংক আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে অথবা যিনি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত আর্থিক সহায়তার জামানত হিসাবে কোনো গ্যারান্টি দিয়েছেন বা কোনো বন্ধক/চার্জ সৃষ্টি করেছেন।
অতএব, আপনাদের সকলকে এবং আপনাদের প্রত্যেককে এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, ধারা ১৩(২)-এর অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ২১.০৪.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী প্রদেয় ২৫,৯৫,০৯৪.০০ টাকা (পঁচিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার চুরানব্বই টাকা) এবং উক্ত তারিখ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সুদ পরিশোধ [illegible]

[illegible]

শ্যামা চরণ দে স্ট্রিট এবং অংশত ৫ কলেজ রো এবং অংশত ৩ কলেজ রো। **দক্ষিণে :** ৭৯বি মহাত্মা গান্ধি রোড। **পূর্বে :** অংশত ১ কলেজ রো এবং অংশত ৭৭এ, মহাত্মা গান্ধি রোড। **পশ্চিমে :** শ্যামা চরণ দে স্ট্রিট।
প্রাথমিক সম্পদ : দয়াবদ্ধ আদায়দত্ত মজুত সকল ধরনের সংশ্লিষ্ট সংস্থার এবং চালু এবং ভবিষ্যতের সম্পদ যা ব্যাঙ্কের তহবিল থেকে সংগৃহীত ইত্যাদি।

তারিখ : ২২.০৪.২০২৬ স্বা/-
স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাংক

Indian Bank — ইন্ডিয়ান ব্যাংক
ধর্মতলা শাখা (০৫০১)
৪, পুরান চাঁদ নাহার অ্যাভিনিউ কলকাতা - ৭০০০১৩
ইমেল : dharamtolla@Indianbank.bank.in
দাবি নোটিশ

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর ধারা ১৩ (২) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি

১. **মেসার্স কাস্টম হায়ারিং সেন্টার,**
ঠিকানা : গ্রাম - বসন্তপুর, আলতারা চালকল, থানা -আমতা, পো - মানিকপুরা, জেলা-হাওড়া - ৭১১৪১৬।
২. **শ্রী কাজি সাদ সালিম,**
ফ্ল্যাট নং ৩বি, প্রেমিসেস নং ১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০৯,
আরও ঠিকানা : গ্রাম : বসন্তপুর, আলতারা চালকল, থানা : আমতা, পো : মানিকপুরা, জেলা-হাওড়া-৭১১৪১৬।
৩. **শ্রীমতি নাশরত তানিয়া খাতুন,**
ঠিকানা : গ্রাম : বসন্তপুর, আলতারা চালকল, থানা : আমতা, পো : মানিকপুরা, জেলা : হাওড়া-৭১১৪১৬।

বিষয় : আপনার লোন অ্যাকাউন্ট ১) কাস্টম হায়ারিং সেন্টারের টিএল এমএসএমই সিকিওর (নং ৭৭৪৭৪২০৪০৪) ২) ইন্ডিয়ান ব্যাংক, ধর্মতলা শাখায় কাজী সাদ সেলিমের হোম লোন অ্যাকাউন্ট (নং ৫০৪২৫৯২৫৭৯৪) - সংক্রান্ত।
আপনাদের মধ্যে প্রথমজন একটি স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান। আপনাদের মধ্যে দ্বিতীয়জন হলেন স্বত্বাধিকারী এবং হোম লোন সুবিধার ঋণগ্রহীতা। দ্বিতীয় ও তৃতীয়জন যথাক্রমে প্রথম এবং দ্বিতীয় সুবিধার জন্য জামিনদারও। আপনাদের মধ্যে দ্বিতীয়জন হলেন বন্ধকদাতা, যিনি আপনাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়জনের নেওয়া লোন অ্যাকাউন্টগুলোর জন্য আপনার সম্পদ জামানত হিসাবে দিয়েছেন। আপনাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়জনের অনুরোধে, ব্যাংকিং কার্যক্রমের অংশ হিসাবে, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো অনুমোদিত হয়েছিল এবং আপনাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়জন সেগুলো গ্রহণ করেছেন।

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা
টিএল এমএসএমই সিকিউর	৫৮.৬৫ লাখ টাকা
হোম লোন	৩০.০০ লাখ টাকা

আপনার প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পক্ষ উল্লিখিত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন :

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা
টিএল এমএসএমই সিকিউর - ৭৭৪৭৪২০৪০৪	১. শর্তাবলী ও নিয়মাবলীর স্বীকৃতি স্যাংশন টিকিট ২৬.০৩.২০২৪। ২. ডিমান্ড প্রো নোট (ডিপিএন) ৩. ডি-৩৬ টার্ম লোন চুক্তি ৪. ডি-১০১ (হাইপোথিকেশন চুক্তি) ৫. ডি-৫৭ গ্যারান্টি চুক্তি ৬. ডি-৩৩ ইকুইটেবল মর্টগেজ ইত্যাদির মেয়াদ বৃদ্ধি নিশ্চিত করে পার্টি কর্তৃক ব্যাংককে প্রদত্ত চিঠি।
হোম লোন	১. শর্তাবলী ও নিয়মাবলীর স্বীকৃতি স্যাংশন টিকিট। ২. ডিমান্ড প্রো নোট (ডিপিএন) এডিভি-৪২-২২.১১.২০১৭ তারিখের গ্যারান্টি পত্র ডি-৩২ ইক্যুইটেবল মর্টগেজ ইত্যাদি সৃষ্টি নিশ্চিত করে পার্টি কর্তৃক ব্যাংককে প্রদত্ত চিঠি।

উক্ত ঋণ উশুলের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় জন্য কর্তৃক সংশ্লিষ্ট তারিখে জামিন চুক্তি সম্পাদন করেছেন। সংশ্লিষ্ট ঋণ উশুলের জন্য ফ্ল্যাট নং ৩বি, প্রেমিসেস নং ১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, হোল্ডিং নং ৮৩, ব্লক নং ৮, পো এবং থানা : আমহার্স্ট স্ট্রিট, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৪০, কলকাতা- ৭০০০০৯ ঠিকানাস্থিত তপশিল অনুযায়ী আপনাদের স্বত্বাধীনে সম্পত্তি(গুলি) এবং সরঞ্জামসমূহ দায়বদ্ধ।
সুদসহ সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করার জন্য আপনাদেরকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আপনারা সকলে এবং আপনাদের প্রত্যেকে যারা যৌথভাবে ও পৃথকভাবে দায়বদ্ধ, তারা প্রদেয় অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক জারি করা সম্পদ শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে, ঋণ অ্যাকাউন্টটিকে ২১.০৪.২০২৬ তারিখ থেকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।
***২১.০৪.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী আপনার প্রদেয় বকেয়ার পরিমাণ নিম্নরূপ :

অ্যাকাউন্ট নং	বুক ব্যালান্স	সুদ	মোট
৭৭৪৭৪২০৪০৪	৪২,৯৭,৭০৫.৯৮ টাকা	১,২০,১৯১.০০ টাকা	৪৪,১৭,৮৯৭.০০ টাকা
৫০৪২৫৯২৫৭৯৪	২৮,১৬,৩৯৪.০০ টাকা	৫৫,৮১৮.০০ টাকা	২৮,৭২,২১২.০০ টাকা

[illegible]

অধিক্ষেত্রে, সম্পত্তি শ্রী কাজি সাদ সালিম এর নামে এবং **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** অংশত প্রেমিসেস নং ৬২ এবং অংশত প্রেমিসেস নং ৬২/১ মহাত্মা গান্ধি রোড। **দক্ষিণে :** প্রেমিসেস নং ১/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। **পূর্বে :** রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট এবং অংশত প্রেমিসেস নং ৬০/১, মহাত্মা গান্ধি রোড। **পশ্চিমে :** প্রেমিসেস নং ২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, প্রেমিসেস নং ২।
প্রাথমিক সম্পদ : মেক কে অ্যান্ড এফ ইন্টারন্যাশনাল কোং লি. চায়না দ্বারা গুস ১০২৮ মডেল হারভেস্টিং মেশিন এর ৬ টি দায়বদ্ধ সমুদয়।

তারিখ : ২২.০৪.২০২৬ স্বা/-
স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাংক

punjab national bank
এআরএমবি, মুম্বই সিটি
ইউ.বি.আই টাওয়ার, ৭ম তল, ২৫, স্যার পি এম রোড
ফোর্ট, মুম্বই - ৪০০ ০০১
ইমেল : cs6041@pnb.bank.in
সারফেসি আইন অধীনে জামিনদত্ত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

জামিনদত্ত সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি কার্যকরভাবে/স্বত্ব দখল/ প্রতীকী দখল নিয়েছেন জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এবং তা 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্ক/জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নোক্ত টেবিলে উল্লিখিত হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অধীন অনুযায়ী।

জামিন অধীনে সম্পদের সিডিউল

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা (ফার্ম/কোং) সহ-ঋণগ্রহীতা/ স্বত্বাধিকারী/ অংশীদারগণ/ ডিরেক্টরগণ/ জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের নাম	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত/মালিকের নাম [সম্পত্তি(সমূহ) এর বন্ধকদাতা]	ক) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ খ) ১৩(২) অধীনে বকেয়া পরিমাণ, সুদ এবং চার্জ সহ গ) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি প্রতীকী/স্বত্ব/কার্যকরী	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ) গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	জামিনদত্ত বিনিয়োগকারীগণের জ্ঞানমতে দায়বদ্ধতার বিস্তারিত
১.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	জানা নেই

[illegible]

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

তারিখ : ০৬.০৫.২০২৬ স্বা/-
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ অনুমোদিত অফিসার পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

জঙ্গলমহলে পদ্মের ছড়াছড়ি

পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে ফুলের অবস্থান বদল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলায় একুশের বিধানসভা নির্বাচনে যে ফল হয়েছিল এবার ঠিক সেই ফলাফলই হয়েছে, শুধু বদলে গেছে ফুলের অবস্থান। ঘাসফুলের জায়গা দখল করেছে পদ্মফুল, আর পদ্মফুলের জায়গায় চলে গেছে জোড়া ফুল। সেবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ১৫টি আসনের মধ্যে তৃণমূল জয়ী হয়েছিল ১৩টিতে। আর বিজেপি পেয়েছিল দুটি আসন। এবার বিজেপি পেয়েছে ১৩টি আর তৃণমূল পেয়েছে ২টি।

একইভাবে একুশের বিধানসভা নির্বাচনে ঝাড়গ্রাম জেলার মোট ৪টি আসনের সবকটিতেই জয়ী হয়েছিল তৃণমূল। এবার সেই চারটি আসনই জয় পেয়েছে বিজেপি। শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছে তৃণমূলকে। ভোটের ফলাফলের সমস্ত সমীকরণ ওলট-পালট করে দিয়ে জঙ্গলমহলের এই দুটি জেলায় তৃণমূলকে প্রায় দুরমুশ করে দিয়েছে বিজেপি। পশ্চিম মেদিনীপুরে গতবার তৃণমূলের জেতা গড়বেতা, সবং, পিংলা, ডেবরা, শালবনি, দাঁতন, নারায়ণগড়, কেশিয়াড়ি, মেদিনীপুর, দাসপুর ও চন্দ্রকোনা আসনগুলি এবার দখল করেছে বিজেপি। এছাড়াও তাদের গতবারের জেতা খড়গপুর সদর আর ঘাটাল কেন্দ্র দুটিতে প্রায় তিনগুণ ব্যবধান বাড়িয়ে ধরে রাখতে পেরেছে বিজেপি। তৃণমূল তাদের জেতা ১১টি আসন হারিয়ে শুধুমাত্র খড়গপুর গ্রামীণ আর কেশপুর আসন দুটি নিজেদের দখলে রাখতে পেরেছে। সোমবার গণনা শুরু হওয়ার পর থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরের সমস্ত কেন্দ্রে লড়াই জমে ওঠে। বেলা একটা পর্যন্ত হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ছবি দেখা যায়। তারপর থেকেই খড়গপুর গ্রামীণ ও কেশপুর কেন্দ্র দুটি বাদে সমস্ত কেন্দ্রেই বিজেপি প্রার্থীদের লিড নিতে দেখা যায়। খড়গপুর সদর কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ সরকারের থেকে হু হু করে বাড়তে থাকে দিলীপ ঘোষের জয়ের ব্যবধান। এই সময় দেখা যায় সবং কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী অমল পাণ্ডার থেকে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছেন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। শেষ পর্যন্ত তিনি ১১,১৩৬ ভোটে বিজেপি প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন।

ঝাড়গ্রাম জেলাতেও একইভাবে ফুটতে শুরু করে পদ্ম। জেলার চার কেন্দ্রের মধ্যে গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম ও বিনপুরে গণনার শুরু থেকেই এগিয়ে যেতে থাকে বিজেপি প্রার্থীরা। শুধুমাত্র নয়াগ্রাম কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অমিয় কিস্কুর সঙ্গে তৃণমূল প্রার্থীর জোর লড়াইয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বেলা দুটোর পর থেকে বিজেপি প্রার্থী এখানে লিড নিতে থাকেন। বিনপুর কেন্দ্রের প্রার্থী বিদায়ী মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা গণনার প্রথম থেকেই বিজেপি প্রার্থী ডাঃ প্রণত টুডুর থেকে পিছিয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত বীরবাহা ২২,৯৭৭ ভোটে পরাজিত হন। জঙ্গলমহলের এই ফলাফল অবশ্য মেনে নিতে পারেননি তৃণমূল নেতারা। ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা নয়াগ্রাম কেন্দ্রে পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী দুলাল মুর্মু ইভিএম গণনায় কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন। বিজেপির জেলা সভাপতি তুফান মাহাতো অবশ্য তৃণমূল প্রার্থীর এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, ১৫ বছরের জঙ্গলের রাজত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করেছে। জঙ্গলমহলে তৃণমূলকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পিছনে কারণ খুঁজতে গিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, নির্বাচনের আগে কুড়মি সমাজের পক্ষ থেকে তৃণমূলকে ভোট না দেওয়ার প্রচার করা হয়েছিল। ফলে আগের নির্বাচনগুলিতে তাদের বড় অঙ্কের ভোট তৃণমূলে না গিয়ে তা সরাসরি বিজেপির ঝুলিতে গিয়েছে। এছাড়াও আদিবাসী জনজাতির ভোট দখলে থাকায় জঙ্গলমহল এতদিন শাসক দলের শক্ত ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গলমহলের জনজাতিদের প্রতি সরকারের অবহেলা এবং আদিবাসীদের জন্য তৈরি স্কুলগুলিতে উপযুক্ত পরিকাঠামো নির্মাণ এবং শিক্ষকের অভাব দূর করার ক্ষেত্রে দীর্ঘ টালবাহানা আদিবাসী সমাজকে শাসকের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। তাছাড়া, তৃণমূল সরকার আসার পর থেকে আদিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠন মাঝি পারগানা মহলের মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজনের চেষ্টাকেও ভালোভাবে নেয়নি সাঁওতাল সমাজ। তাই তাদের ভোটও এবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে গিয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, লক্ষ্মী ভাণ্ডারের জন্য এবারও ভোটে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে বলে ভেবেছিল তৃণমূল। কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি এবার। অন্নপূর্ণা যোজনায় মাসে ৩০০০ টাকা দেওয়ার কথা গ্রামে গ্রামে প্রচার করেছে বিজেপি। তাতে আকৃষ্ট হয়ে মহিলাদের ভোটও গিয়েছে বিজেপির পক্ষে। এছাড়াও তৃণমূলের পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে কর্মসংস্থানের অভাব। বেকারদের হাতে কোন কাজ নেই। বাংলায় কর্মসংস্থানের অভাবে তারা বিভিন্ন রাজ্যে কাজের সন্ধানে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এই নির্বাচনে তারা সেইসব রাজ্য থেকে গ্রামে ফিরে এসে ভোট দিয়েছেন। এদের অনেককেই প্রথম দফার ভোটে বিজেপির ক্যাম্প পরিচালনা করতে দেখা গিয়েছে। এইসব কয়েক হাজার পরিযায়ী শ্রমিক বিজেপিকে ভোট দেওয়ার বিষয়টি আগে থেকেই ঠিক করেছিল। এই কারণেই পুরো জঙ্গলমহলে পদ্মের ছড়াছড়ি বলে মনে করা হচ্ছে। জঙ্গলমহলের এই দুই জেলায় বিজেপির বিপুল জয়ে মঙ্গলবারও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে দেখা গেছে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের।

বদলের ঝড়ে পুরুলিয়ায় সাফ ঘাসফুল শিবির

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও অহমিকাই পতনের কারণ?

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: লাল, সবুজের পরে বাংলায় রং বদল হল গেরুয়া। সব হিসেব নিকেশকে ছাপিয়ে বিধানসভার ২০৬টি আসন পেয়ে বাংলার মসনদে বসল বিজেপি। আর সেই বাংলা দখল করতে পিছিয়ে পড়া পুরুলিয়া জেলা আগেই পথ দেখিয়েছিল। আগের বিধানসভা নির্বাচনে পুরুলিয়ার ৯টি আসনের মধ্যে বিজেপি ৬টি দখল করেছিল। আর এবারের নির্বাচনে বদলের ঝড়ে পুরুলিয়া থেকে উড়ে শেষ হয়ে গেল ঘাসফুল অর্থাৎ তৃণমূল। জেলার ৯টি বিধানসভা আসনেই বিজেপি জয় লাভ করে ৯-০ করে রেকর্ড সৃষ্টি করল। ভোট গণনার সকাল থেকেই জঙ্গলমহল পুরুলিয়ায় বোঝা গিয়েছিল বিজেপি তৃণমূলকে ৯-০ -এ হারাবে। ভোট গণনার শেষে সেই ছবিই উঠে এল। পুরুলিয়ার ন'টি আসনেই পদ্ম ফুটিয়ে গেরুয়া ঝড়ে হারলেন রাজ্যের দু'-দুবারের মন্ত্রী পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিভাগের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত বিদায়ী রাষ্ট্রমন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু, বান্দোয়ানের দু'বারের বিধায়ক তথা পুরুলিয়া জেলা তৃণমূলের সভাপতি রাজীবলোচন সোরেন ও বাঘমুন্ডির বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো। এছাড়া রাজ্য তৃণমূলের দুই সাধারণ সম্পাদক শান্তিরাম মাহাতো ও সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। হেরে গেলেন রাজ্য তৃণমূলের সম্পাদক সৌমেন বেলথরিয়াও। সন্ধ্যারানি বলেন, 'মানুষের রায় মাথা পেতে নিয়েছি।' রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো বলেন, 'আমরা যেমন সোনার বাংলা গড়ব। তেমনই গড়ব সোনার জঙ্গলমহলও।' জঙ্গলমহলের এই জেলায় ভোট-ই হয়েছিল উন্নয়ন বনাম ধর্মকে সামনে রেখে। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের মতো এই জেলায় জয় শ্রীরাম ধ্বনি না থাকলেও হিন্দু আবেগ ছিল। আর সেই আবেগেই এই জেলায় একেবারে ধরাশায়ী তৃণমূল। সেই সঙ্গে এই জেলায় সাংগঠনিক দিক থেকে একেবারে ছন্নছাড়া হয়েছিল তৃণমূল। সেই ২০১৯ সালের লোকসভা থেকেই এই জেলায় তৃণমূলের এমন অবস্থা। তারপর আর পুরুলিয়ায় গোছাতে পারেনি ঘাসফুল। যত দিন গিয়েছে এই জেলায় তৃণমূলের লবি বাজি ও গোষ্ঠী কলহে মানুষের থেকে দূরে সরে যান তৃণমূল নেতারা। সেই সঙ্গে কয়েকজন নেতার অহমিকা এই জেলায় তৃণমূলকে ভরাডুবি করল। ২০১৯ সালের লোকসভায় ২ লাখের বেশি ভোটে তৃণমূল হেরে যাওয়ার পরেও একুশের ভোটে খানিকটা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল ঘাসের উপর জোড়া ফুল। ন'টি আসনের মধ্যে তিনটি আসন দখল করে। কিন্তু তৃণমূল নেতাদের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, উদাসীনতা, গোষ্ঠী কলহ ও অহমিকায় ২৬-এ ন'টি আসনেই হারাতে হল। তবে জঙ্গলমহলের কুড়মি আবেগ জেলায় পদ্ম ফুটিয়ে জেলা থেকে একেবারে তৃণমূলকে নির্মূল করার অনেকটাই সাহায্য করেছে। পুরুলিয়ায় কুড়মি জনজাতির ভোট রয়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ।

বিজেপি সমর্থক মহিলাদের আবির খেলায় হামলার অভিযোগ

কাঠগড়ায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিজেপির সমর্থিত মহিলাদের আবির খেলায় সময় হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার সময় হামলাকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোয় ১০ জন বিজেপি কর্মীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে পেটানোর অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে । সোমবার ভোট গণনার পর রাতে এই হামলার ঘটনাটি ঘটেছে পুখুরিয়া থানার পরানপুর এলাকায়। আহত বিজেপির ১০ কর্মীকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয় সংশ্লিষ্ট এলাকার আড়াইডাঙ্গা সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালে। আহতদের মধ্যে অনেকের মাথা ফেটেছে। কারোর পিঠে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে বলে অভিযোগ। পুরো বিষয়টি নিয়ে মঙ্গলবার সকালে পুখুরিয়া থানায় হামলাকারী সাহিল শেখ, সাদ্দাম শেখ-সহ ১৫ জন তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন এবারের রতুয়ার বিজেপি প্রার্থী অভিষেক সিংহানিয়া। তার অভিযোগ, এই রতুয়া কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী সমর মুখোপাধ্যায় নির্বাচিত হয়েছেন। আর তারপরেই ওই প্রার্থীর নির্দেশেই সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা বিজেপির বিজয় উৎসবে এভাবে হামলা চালিয়েছে। আক্রান্ত বিজেপি কর্মী বিজয় দাস, মিল্টন সাহা জানিয়েছেন, 'এবারের বিধানসভা নির্বাচনে রতুয়ায় বিজেপি প্রার্থী অভিষেক সিংহানিয়া জয়ী হতে পারেননি। সেখানে তৃণমূলের প্রার্থী সমর মুখোপাধ্যায় জয়ী হয়েছে। কিন্তু রাজ্যজুড়ে বিজেপির বিপুল জয়ের জন্যই পরানপুর স্ট্যান্ডের কাছে দলেরই একদল মহিলা কর্মীরা আবির খেলছিলেন। সেই সময় তৃণমূল আশ্রিত ওই দুষ্কৃতীরা লাঠি লোহার রড নিয়ে মহিলাদের ওপর হামলা চালায় এবং শ্লীলতাহানি করা হয়। চোখের সামনে এমন ঘটনা দেখেই আমরা সকলেই প্রতিবাদে এগিয়ে আসি। এরপরই ওই দুষ্কৃতীরা ধারালো অস্ত্র, লোহার রড, লাঠি দিয়ে আমাদের ওপর এলোপাথাড়ি হামলা চালিয়েছে। তাতে ১০ জন জখম হয়েছে।' বিজেপির জেলার সাধারণ সম্পাদক অভিষেক সিংহানিয়া বলেন, 'তৃণমূল ক্ষমতা থেকে সরে গেলেও এখনো ওদের সন্ত্রাস বন্ধ হয় নি। বিজেপির ভালো ফলের জন্য দলের কর্মী সমর্থকেরা উল্লাস করছিল। কিন্তু সেখানে তৃণমূল প্রার্থীর সমর মুখোপাধ্যায়ের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এভাবেই হামলা চালিয়েছে। ১০ জন দলীয় কর্মীর মাথা ফেটেছে এবং তাঁরা গুরুতর যখন হয়েছে। প্রত্যেকেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন স্থানীয় একটি সরকারি হাসপাতালে। পুরো বিষয়টি নিয়ে পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়েছে।' এই ঘটনায় রতুয়ার তৃণমূলের বিজয়ী প্রার্থী সমর মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'এই হামলার সঙ্গে দলের কোনও যোগ নেই। কোথায় কি ঘটেছে সেটাও বলতে পারব না। বিজেপির পক্ষ থেকে ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হচ্ছে।' পুখুরিয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে দুজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বাকিদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

উদয়নারায়ণপুরে বিজেপি কর্মীকে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উদয়নারায়ণপুর: 'জয় শ্রী রাম' বলে রাজ্যে বিজেপির জয়ে খুশি হয়ে এলাকায় পিকনিকে যাওয়ার জন্য এক বিজেপি কর্মীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরের দক্ষিণ মানশ্রী গ্রামে। মৃতের নাম যাদব বর (৪৪)। জানা গিয়েছে, যাদবকে সকাল থেকেই পিটিয়ে মারার হুমকি দিচ্ছিল বলে অভিযোগ তাঁর পরিবারের। সোমবার ভোট বিজেপির জয়ের পর উৎফুল্ল হয়ে কর পাড়ার কয়েকজন চাঁদা দিয়ে পিকনিক করছিলেন। পিকনিক করার পর সবাই বাড়ি চলে যান। যাদব পাড়ার কলে চান করতে গেলে তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে মেরে পালায় কয়েকজন তৃণমূল কর্মী বলে অভিযোগ। চিৎকারে ঘটনাস্থলে গিয়ে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকের তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। এলাকায় টহল দিচ্ছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। উল্লেখ্য এই বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সমীর পাঁজা জয় লাভ করেন।

বিজেপির জয়জয়কার

মানত পূরণ হতেই ৫০০ মিটার দণ্ডী

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক টানাপোড়েন, তৃণমূলের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত ভূখণ্ড শেষমেশ ২০২৬-এর জেটারের মহারণে ভারতীয় জনতা পার্টি এমন কামব্যাক করল যে গোটা এলাকা গর্জে উঠল 'এবার পাল্টে দাও' স্লোগানে। বিজেপির এই দাপুটে জয়ের পর মঙ্গলবার মণ্ডল ২-এর খোট্টাডিহি গ্রামে ছবিটা একেবারে যুদ্ধ-জয়ের উদ্‌যাপনের মতো। ঢাক-ঢোল, শঙ্খ, গেরুয়া পতাকা সব মিলে যেন তীব্র বিদ্রোহের আবহ ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তার কোণায়, কোণায়। প্রায় ৫০০ মিটার লম্বা দণ্ডী মিছিলে নেতৃত্ব দিলেন বিজেপির নেতা নিগমানন্দ চক্রবর্তী। গ্রামবাসীদের চোখেমুখে স্পষ্ট, এবার কথা বলবে জামুড়িয়া, এবার কেউ আটকাতে পারবে না। মিছিলের ডামাডোল, গর্জন, সব মিলিয়ে খোট্টাডিহী আজ যেন ঘোষণা দিল, তৃণমূলের দাপট শেষ, এবার গেরুয়া-শক্তির সময়। রাজনৈতিক বার্তা সোজা ও নির্মম। বিজেপির দাবি, জামুড়িয়া অনেক বছর ধরে যথেষ্ট অত্যাচার সহ্য করেছে। আজকের দণ্ডী তাই শুধু মিছিল নয় এ এক শক্তি-প্রদর্শন, এক রাজনৈতিক প্রত্যাঘাত, এক সতর্কবাণী।

'অশান্তি করতে দেব না'

হিংসা রুখতে দলীয় কর্মীদের কড়া বার্তা বিধায়ক জগন্নাথের

মৃণালজিৎ গোস্বামী

সিউড়ি পুরসভায় ভোট পরবর্তী অশান্তি এড়াতে তৎপর নবনির্বাচিত বিধায়ক বিজেপির জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে দলীয় কর্মীদের কড়া বার্তা দিলেন তিনি। সোমবার রাজ্য জুড়ে বিজেপির বিপুল জয়ের পর রাজ্যের পাশাপাশি বীরভূমেও বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত কিছু হিংসাত্মক ঘটনার খবর মিলেছে। সিউড়িতেও কয়েকটি ঘটনার জেরে পথে নেমেছেন নবনির্বাচিত বিজেপির বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বার্তা, 'অশান্তি করতে দেব না।' মঙ্গলবার সকালে সিউড়ি পুরসভার গেটে অতি উৎসাহী কিছু বিজেপির সমর্থক বিজেপির দলীয় পতাকা লাগিয়ে দেন। এমনকি পুরসভার কর্মচারী আশিস দে কে ধাক্কাধাক্কি করার অভিযোগ ওঠে অতি উৎসাহী সমর্থকদের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয় শহরজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় দোকান ভাঙা, সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে, তৃণমূলের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দলীয় ইউনিয়নের কার্যালয় এমনকি তৃণমূলের জেলা কার্যালয় অফিসে ব্যানার ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সকালে খবর পেয়েই তড়িঘড়ি ছুটে আসেন বিজেপির বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে জেলা তৃণমূলের অফিস থেকে বিজেপির পতাকা খুলে দেন, পুরসভায় দাঁড়িয়ে ঘটনার তীব্র নিন্দা করে থানার আইসিকে নির্দেশ দেন দোষী ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় জানান, 'কোথাও কোন অশান্তি করা যাবে না, বিজেপি কোনও হিংসা বরদাস্ত করবে না। হিংসার রাজনীতি তৃণমূল করে, আর বিজেপি ভয় মুক্ত পরিবেশ তৈরি করার জন্য পাঁচ বছর ধরে লড়াই করেছে।' সাধারণ মানুষ যাতে নির্ভয়ে থাকতে পারেন তার জন্য নির্বাচনে জয়ী হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রাস্তায় নেমে দলীয় কর্মী, সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তার নিদান অশান্তি করলে আইনের দরজা খোলা আছে। জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, সোমবার রাত থেকেই হঠাৎ নতুন করে কিছু বিজেপি হয়েছে। তাঁরা চতুর্দিকে তাণ্ডব চালাচ্ছে। কিন্তু সেটা করতে দেওয়া যাবে না। তাই তিনি নিজে রাস্তায় নেমে এর প্রতিবাদ করছেন, শুধু তাই নয় এই তান্ডব যারা চালাচ্ছেন, তাদের কোন দায়-দায়িত্ব বিজেপি নেবে না তা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়ে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'পুলিশ, প্রশাসনকে বলছি, আপনারা ব্যবস্থা নিন পাঁচ বছর যেন তারা জেলে থাকে। আমরা বীরভূমের কোনও অশান্তি চাই না, আমরা এই ধরনের কোনও অশান্তি করতেও দেব না।' শুধু তাই নয় সিউড়ি বিধানসভা এলাকায় যেখানেই গন্ডগোলের খবর পেয়েছেন সেখানেই ছুটে যাচ্ছেন বিধায়ক জগন্নাথ। পারুলিয়া পঞ্চায়েতের করমকাল গ্রামে হাতজোড় করে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন। বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় দলীয় কর্মী, সমর্থকদের সংযত থাকার নির্দেশ দিয়ে পরবর্তীতে এরকম কোনও ঘটনা ঘটলে পুলিশ প্রশাসনকে দলমত নির্বিশেষে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও দেন তিনি। ২০২১ সালে ভোট পরবর্তী হিংসার কথা স্মরণ করে দিয়ে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'সেই সময় কেউ আসেনি বিজেপির কর্মীরা অত্যাচারিত হয়েছিলেন। কিন্তু ২০২৬-এ অত্যাচারের খবর পেয়েই আমি এসে অশান্তি না হওয়ার আশ্বাস দি-ই।'

আরামবাগে তৃণমূলের প্রতীকী 'শ্রাদ্ধশান্তি' করলেন বিজেপি কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রাজ্যের দীর্ঘদিনের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবি এবং বিজেপির সরকার গঠনের পথে এগিয়ে যাওয়া, এই পরিবর্তন ঘিরে বিভিন্ন জেলায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া। তারই এক ব্যতিক্রমী চিত্র

সামনে এল হুগলির আরামবাগ মহকুমায়। আরামবাগের মায়াপুর-২ নম্বর অঞ্চলে বিজেপি কর্মীদের উদ্যোগে আয়োজন করা হল 'শ্রাদ্ধশান্তি' কর্মসূচি, যা কার্যত বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল সরকারের রাজনৈতিক সমাপ্তিকে প্রতীকীভাবে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে বলে দাবি আয়োজকদের। মঙ্গলবার সকাল থেকেই খোল-করতাল নিয়ে শুরু হয় এই অনুষ্ঠান। এলাকায় ভিড় জমায় স্থানীয় বাসিন্দারাও, ফলে ঘটনাটি ঘিরে তৈরি হয় ব্যাপক চর্চা ও বিতর্ক। এই কর্মসূচির অন্যতম উদ্যোক্তা স্থানীয় বিজেপি কর্মী বিনয় মান্না এদিন মাথা মুণ্ডন করে 'ন্যাড়া' হন, যা সাধারণত শোক প্রকাশ বা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত একটি রীতি। তিনি দাবি করেন, অতীতে রাজনৈতিক হিংসার শিকার হয়েছিলেন তিনি ও তাঁর পরিবার। তাঁর বক্তব্য, '২০১৭ সালে আমার বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সহকর্মীকে মারধর করা হয়। তিন মাস ঘরছাড়া ছিলাম। তখনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সুযোগ পেলে তৃণমূল সরকারের শ্রাদ্ধশান্তি করব। আজ সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করছি।' এদিন শুধু প্রতীকী শ্রাদ্ধশান্তিই নয়, স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে মিষ্টি বিলির ব্যবস্থাও করা হয়। বিজেপি কর্মীদের দাবি, এটি তাঁদের 'উৎসবের দিন', অন্যদিকে বিরোধীদের মতে, এই ধরনের কর্মসূচি রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবনমন ঘটায় এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। ঘটনাটি সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। সব মিলিয়ে, আরামবাগের এই ঘটনা রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে এক নতুন ঘটনার জন্ম দিয়েছে। রাজনৈতিক মতাদর্শের লড়াই যে এখন প্রতীকী এবং সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে, এই ঘটনাই তার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে।

পানাগড়ে কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় দখল বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাজ্য জুড়ে ফল ভালো হওয়ায় মঙ্গলবার সকাল থেকে পানাগড় বাজারে বিভিন্ন প্রান্তে মিছিল বের করে বিজেপি। সেই মিছিল থেকে পানাগড় বাজারে অবস্থিত জাতীয় কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। দলীয় কার্যালয়ের তালা ভেঙে কার্যালয়ের ভেতরে থাকা রাহুল গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী এবং সোনিয়া গান্ধীর ছবি ও মনীষীদের ছবি রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি জরুরি নথিপত্র এবং দলীয় পতাকা, ব্যানার ও পোস্টার সমস্ত কিছু দলীয় কার্যালয়ের বাইরে ফেলে দিয়ে দলীয় কার্যালয়ের উপর বিজেপির ঝান্ডা লাগিয়ে কার্যালয়ের মূল দরজায় তালা লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানালে কাঁকসা থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়।

রাজ্যে গেরুয়া ঝড়, পিছিয়ে নেই দক্ষিণ দিনাজপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বাংলায় রাজনৈতিক মহাপ্রলয়। দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা ঘাসফুল শাসনের অবসান ঘটিয়ে নবান্নের দখল নিল ভারতীয় জনতা পার্টি। উত্তর থেকে দক্ষিণ। রাজ্যের প্রায় প্রতিটি প্রান্তেই বয়ে গিয়েছে গেরুয়া হাওয়া। আর এই পরিবর্তনের মহাযুদ্ধে রাজ্যের শাসক দলকে ধরাশায়ী করতে বিন্দুমাত্র পিছিয়ে রইল না দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাও। রাজ্যের ক্ষমতা পরিবর্তনের এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দক্ষিণ দিনাজপুরের নির্বাচনী ফলাফল এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জেলার মোট ৬টি আসনের মধ্যে ৪টি আসনেই জয়লাভ করেছেন বিজেপি প্রার্থীরা। অন্যদিকে, শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে মাত্র ২টি আসনে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। এই ফলাফল স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, জেলায় বিজেপির সংগঠন আগের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ পরিবর্তনের পক্ষেই রায় দিয়েছেন।

জেলার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কুশমন্ডি বিধানসভায় বড়সড় অঘটন ঘটিয়ে দিয়েছে বিজেপি। এই আসনটি তৃণমূলের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী তাপস চন্দ্র রায়। এই কেন্দ্রে পদ্ম শিবিরের জয় তৃণমূল দলের জেলা নেতৃত্বে বড়সড় ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে, বালুরঘাট, তপন এবং গঙ্গারামপুর; এই তিনটি আসন বিজেপি নিজেদের দখলে রাখতে সফল হয়েছে। বালুরঘাট থেকে জয়ী হয়েছেন বিদ্যুৎ কুমার রায়, তপন থেকে বুধরাই টুডু এবং গঙ্গারামপুরে জয়ী হয়েছেন সত্যেন রায়।

বিপর্যস্ত পরিস্থিতির মধ্যেও তৃণমূল কংগ্রেস জেলায় তাদের দুটি শক্ত ঘাঁটি রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। কুমারগঞ্জ থেকে জয়ী হয়েছেন তোরাফ হোসেন মন্ডল এবং হরিরামপুর কেন্দ্রটি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন বিপ্লব মিত্র। তবে জেলার সার্বিক ফলে বিজেপির জয়জয়কার তৃণমূলের জেলা সংগঠনে কিছুটা ম্লান ভাব নিয়ে এসেছে।এদিকে, এই নির্বাচনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হল রাজ্যে বামেদের প্রত্যাবর্তন। দীর্ঘদিনের শূন্যতা কাটিয়ে পুনরায় বিধানসভায় খাতা খুলেছে বামেরা। একদিকে রাজ্যে বিজেপির বিপুল জয় এবং অন্যদিকে বামেদের ফিরে আসা; সব মিলিয়ে বাংলার রাজনীতিতে এক নতুন যুগের সূচনা হলো। দক্ষিণ দিনাজপুরের চার আসনে জয়লাভের পর জেলায় বিজয় উৎসবে মেতেছেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। তাঁদের দাবি, এই জয় মানুষের জয় এবং উন্নয়নের জয়।

বিষ্ণুপুরের নব নির্বাচিত বিজেপি প্রার্থীদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির তরফ থেকে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার দলের নব নির্বাচিত প্রার্থীদের শুভেচ্ছা মিষ্টিমুখ করালেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তাপস বোস। মঙ্গলবার বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন বিজেপি

সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তাপস বোস। সাংবাদিক সম্মেলনের পাশাপাশি বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপির জয়ী প্রার্থীদের শুভেচ্ছা ও মিষ্টিমুখ করান। জেলা বিজেপির সভাপতি জানান, 'বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার মোট ৭ আসনের মধ্যে ৬ আসনে জয় বিজেপির। কেবল খণ্ডঘোষের আসন শুধু হাতছাড়া হয়েছে বিজেপির। মানুষের রায়ে পরিবর্তন হয়েছে, বিজেপির প্রতি মানুষ আস্থা রেখেছেন, ভয় মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এখন বিজয় মিছিল করব না।' পাশাপাশি দলের নেতাদের সংযত থাকার বার্তা দিলেন জেলা বিজেপির সভাপতি।

শালতোড়ায় ৫২ শতাংশেরও বেশি ভোটে জয়ী চন্দনা বাউড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: লালমাটির জেলা বাঁকুড়ার অগ্নিকন্যা চন্দনা বাউরি। বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬ জেলার এই লড়াকু বিজেপি নেত্রী ৫২.৭২ শতাংশ বা ১,১৫১৮০টি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। গত ২০২১ সালে অত্যন্ত প্রথমবার বিজেপির টিকিটে এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সকলকে চমকে দিয়ে তিনি জয়ী হন। তখন চন্দনা বাউড়ি রাজমিস্ত্রি স্বামীর সহকারি হিসেবে কাজ করে কোনও রকমে সংসার চালাতেন। সেই চন্দনা বাউড়ি ৪৫.২৮ শতাংশ বা ৯১,৬৪৮টি ভোট পেয়ে জয়ী হন। তিনি তৃণমূলের সন্তোষ মণ্ডল ও সিপিএমের নন্দদুলাল বাউড়ির মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে লড়াই করে এই জয় ছিনিয়ে নেন। এই জয় জেলা রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে যায়। সেসময় সন্তোষ মণ্ডল ৪৩.২৩ বা ৮৭,৫০৩টি নন্দদুলাল বাউড়ি ৬.৯৬ বা ১৪,০৮৪টি ভোট পান। এবারের নির্বাচনে চন্দনাদেবীকে হারাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে ছিল তৃণমূল। তারা প্রার্থী বদল করে বাউড়ি সম্প্রদায়ের উত্তমবাবুকে প্রার্থী করেন। তৃণমূলের শাখা সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ বাউড়ি সমাজ এনিয়ে এবার সরব হয়ে উঠেছিল। শালতোড়া বিধানসভা এলাকা পাথর খাদান ও পাথরভাঙা শিল্প প্রধান। প্রায় ২৫০টি এই শিল্পে জড়িত ২৫ থেকে ৩০ হাজার শ্রমিক। তৃণমূল সরকারের সময় আইন না মানার অজুহাতে সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েন। শালতোড়া এলাকায় একটা ডামাডোল অবস্থা তৈরি হয়। তৃণমূলের পক্ষ থেকে চন্দনা বাউড়ির দিকে আঙ্গুল তোলা হয়। নির্বাচন আবহে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শালতোড়ায় এসে পাথরশিল্প চালু করার কথা বলে চন্দনাকে হারানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন। অথচ হল উল্টো। চন্দনা বাউড়ি এবারের ভোটে গত নির্বাচনের তুলনায় ৭.৪৪ শতাংশ বা ২৩৫৩২টি ভোট বেশি পান। গত বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় এবার তৃণমূলের ভোট অনেকটাই কমেছে। এবারের নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী উত্তম বাউড়ি ৩৮. ০১ শতাংশ বা ৮৩০৪৫টি ভোট পেয়েছেন।

'বিরোধীদের ওপর আক্রমণ নয়', বার্তা বারাসাতের জয়ী বিজেপি প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: 'কোনওভাবে বিরোধীদের উপর আক্রমণ করা যাবে না। কোনও ইউনিয়ন দখল নেওয়া যাবে না। ছবি দেখিয়ে তোলা আদায় করা যাবে না।' জয়ের পর মঙ্গলবার এমনই বার্তা দিনে বারাসাত বিধানসভার বিজয়ী বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর চ্যাটার্জি। তাঁর এমনই সৌজন্যপূর্ণ মন্তব্য বারাসাতবাসীর মনে নতুন করে আশার আলো দেখা দিয়েছে। সোমবার বিজেপির বিপুল জয়ের পর গেরুয়া আবির মেখে কিছু বাইক বাহিনী এলাকায় তাণ্ডব চালায়। অটো, টোটো ইউনিয়ানগুলিতে গিয়ে জোর করে বিজেপির দলীয় পতাকা লাগিয়ে দেয়। চালকদের হুমকি দেয় বলেও অভিযোগ। বিষয়টি শোনার পরেই বারাসাতের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে দেখেন এবং চালকদের আশ্বস্থ করেন বারাসাতের নতুন বিধায়ক। তিনি বলেন, 'এলাকায় কিছু সাট্টা, লোটোর দোকান চলছে, সেগুলি বন্ধ করে দিতে হবে। আমরা এগুলি বরদাস্ত করব না।' পাশাপাশি তিনি বলেন, 'বিজেপি পতাকা দেখিয়ে ইউনিয়ন অফিস দখল করে তোলাবাজি করা যাবে না। আগে যারা করেছে তারা করেছে, এখন থেকে এটা করা যাবে না। চালকেরা যা আয় করবেন, তা দিয়ে তাঁরা সংসার চালাবে। আমার বা আমাদের দলের তোলাবাজির টাকার দরকার নেই। আমরা তোলা তুলবো না আর তোলা তুলতে দেব না। কেউ যদি এই ধরনের অন্যায় করে তার বিরুদ্ধে পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।' পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্য বলেন, 'আপনার আনন্দ করুন। কিন্তু সেই আনন্দ যেন অন্য কারও দুঃখের কারণ না হয়। বিরোধীদের কোনও কার্যালয় দখল বা ভাঙচুর বা কোনও সরকারি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে হুজ্জুতি করা যাবে না। মানুষ আমাদের ভোট দিয়ে জিতিয়েছে, ফলে আমাদের অনেক দায়িত্ব বেড়ে গেছে। তাদের ভরসার মর্যাদা আমাদের দিতে হবে।' বিজেপির বারাসাত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি রাজীব পোদ্দার বলেন, 'আমরা দলীয়ভাবে এই সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। দলের কড়া নির্দেশ আছে কোন সমস্যা তৈরি করা যাবে না। সোমবার রাতের পর অনেকেই বিজেপি হয়েছে। তাদের কেউ কেউ বিজেপিকে কলঙ্কিত করার জন্য কিছু অন্যায় করছে, আমাদের সেদিকে নজর আছে।'

আমিরশাহিতে ইরানের ড্রোন হামলায় আহত তিন ভারতীয়

তীব্র নিন্দায় সরব মোদী

নয়াদিল্লি, ৫ মে: সংঘর্ষ বিরতি বিশ বাঁও জলে। সোমবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর তেল ভান্ডার লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরান। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন তিন ভারতীয় নাগরিক। অসামরিক সাধারণ মানুষের উপর এই হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় মোদী লিখেছেন, 'সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর উপর হামলার তীব্র নিন্দা জানাই, যে হামলায় তিনজন ভারতীয় নাগরিক আহত হয়েছেন। বেসামরিক নাগরিক ও অবকাঠামোর উপর হামলা গ্রহণযোগ্য নয়।' আরও লিখেছেন, 'সংবেদনশীলতা ও সংহতির সঙ্গে ভারত সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর পাশে আছে। আলোচনা ও কূটনীতির মাধ্যমে সকল সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে ভারতের সম্পূর্ণ সমর্থন থাকবে।' বিশ্বের জ্বালানির ধমনী হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মোদী। লিখেছেন, 'দীর্ঘস্থায়ী আঞ্চলিক শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং আন্তর্জাতিক জ্বালানির নিরাপত্তার জন্য হরমুজ প্রণালীতে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন নৌচলাচল নিশ্চিত করতে হবে।'

ইরানের এই হামলার কড়া নিন্দা জানিয়েছে ভারত। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল তাঁর এক্স হ্যান্ডলে একটি বিবৃতি প্রকাশ করছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'ফুজাইরাহতে হামলায় তিন ভারতীয় আহত হয়েছেন। এটি নিন্দনীয়। জনবসতি এবং নিরীহ নাগরিকদের উপর আক্রমণ অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত।' আলোচনা এবং কূটনীতির মাধ্যমেই তিনি মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন। তবে তেহরান হামলার বিষয়টি সরাসরি খারিজ করেনি। মঙ্গলবার সকালে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'আমেরিকা কিংবা আমিরশাহীর পুনরায় কোনও চোরাবালিতে জড়িয়ে পড়া নিয়ে সতর্ক থাকা উচিত।'

আমিরশাহীর প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দাবি, ১৫টি ক্ষেপণাস্ত্র এবং ৪টি ড্রোন নিয়ে হামলা চালায় ইরান। রাজধানী ফুজাইরাহর প্রধান তেল ভান্ডার লক্ষ্য করে শানানো হয় আক্রমণ। তবে ঘটনায় তেল ভান্ডারের কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি। যদিও এই হামলায় আহত হয়েছে তিন ভারতীয় নাগরিক। ফুজাইরাহ তেল ভান্ডারে হামলার ঘটনা প্রথম নয়। এর আগে গত ১৪ মার্চ এখানে হামলা চালায় তেহরান। যার জেরে আগুন লেগে যায় ফুজাইরাহ বন্দরে। ফলে সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে বন্দর। সেই ঘটনার পর ফের ফুজাইরাহ তেল ভান্ডার লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালিয়েছে তেহরান।

দলবদলু রাঘবের পদ কাড়তে ৯০ বিধায়ক-সহ রাষ্ট্রপতি দরবারে আপ

নয়াদিল্লি, ৫ মে: দলবদলু রাঘব চাড্ডা-সহ ৭ সাংসদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবিতে রাষ্ট্রপতি সাক্ষাতে আপ নেতৃত্বরা। মঙ্গলবার ৩টি বাসে ৯০ জন বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে দিল্লি এসে দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। আবেদন জানালেন, ওই ৭ জনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না করা হলে তা হবে গণতন্ত্রের জন্য লজ্জার। অন্যদিকে আপের পালটা মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেন রাঘব চাড্ডাও।

মান বলেন, 'আমি রাষ্ট্রপতিকে বলেছিলাম দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে পুরো দল অন্য দলের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। কিন্তু যদি একটি সভায় ৬-৭ জন সদস্য এটা করেন তবে এই স্বেচ্ছাচারিতা সহ্য করা যায় না। এটা গণতন্ত্রের উপহাস। পঞ্জাবে বিজেপির বিধায়ক সংখ্যা ২ জন অথচ রাজ্যসভায় ৬ জন সাংসদ। এটা গণতন্ত্রকে উপহাস করা ছাড়া আর কী হতে পারে?' পাশাপাশি মান বলেন, ''আমি রাষ্ট্রপতির কাছে আর্জি জানিয়েছি সংবিধান সংশোধন করে 'রাইট টি রিকল' আইন আনা হোক। আমি রাষ্ট্রপতিকে এই বিষয়ে বড় চিঠি দিয়েছি। নির্বাচিত এবং মনোনীতে মধ্যে ফারাক থাকে। ওদের সাংসদ পদ খারিজ হওয়া উচিত।''

মানের আগে এদিন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেন রাঘব-সহ দলবদলু সাংসদরা। অভিযোগ করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে পঞ্জাব সরকার। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের পর সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে চাড্ডা বলেন, 'আম আদমি পার্টি ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর পঞ্জাব সরকার এবং আম আদমি পার্টি প্রতিহিংসা চালাচ্ছে। বেছে বেছে সেই সব সাংসদদের টার্গেট করা হচ্ছে যারা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।' এরপরই আপ নেতৃত্বকে কটাক্ষ করে রাঘব বলেন, 'আমরা যখন আপ-এ ছিলাম তখন আমরা সংস্কারি ছিলাম। মতবিরোধের জেরে দল ছাড়তেই এখন আমরা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে গেলাম!'

আপ সংসদ হিসেবে একসময় রাজ্যসভাতে 'রাইট টু রিকল' আইনের দাবি জানিয়েছিলেন রাঘব চাড্ডা। এই আইনের অর্থ হল, কোনও নেতা মানুষের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার পর দলবদল করলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। তবে দ্বিচারিতার চরম সীমায় পৌঁছে ৬ সাংসদকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন রাঘব। এই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মান। এরপর মুর্মুর সঙ্গে কথোপকথনের বিস্তারিত তুলে ধরেন সংবাদমাধ্যমের সামনে।

একটি ভোটেই গদি ওলটাল তামিলভূমের ডিএমকে মন্ত্রীর

চেন্নাই, ৫ মে: একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারলেও তামিলনাড়ুতে কার্যত 'বিজয়রথ' ছুটিয়েছে প্রথমবার ভোটের ময়দানে লড়াই করা থলপতি বিজয়ের দল টিভিকে। মাত্র একটি ভোটের ব্যবধানই দ্রাবিড়ভূমে গদি উল্টে গিয়েছে ডিএমকে মন্ত্রীর।

উল্লেখ্য, পেরিয়াকারুপ্পান তামিলনাড়ুর বিদায়ী সমবায় মন্ত্রী। টিভিকে প্রার্থী শ্রীনিবাস সেতুপতির কাছে তিনি পরাজিত হন। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুয়ায়ী, সেতুপতির প্রাপ্ত ভোট ৮৩ হাজার ৩৭৫। মাত্র একটি ভোটের ব্যবধানে তিনি পেরিয়াকারুপ্পানকে হারিয়েছেন।

মনিকন্দন শিবানাম্থম। তিনি তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গা জেলার একজন ভোটার। কর্মসূত্রে থাকেন ওমানের মাসকটে। সুদূর ওমান থেকে তিনি এবারে নিজ রাজ্যে ভোট দিতে আসেন। আর তাঁর সেই একটি ভোটই ডিএমকে মন্ত্রী কে আর পেরিয়াকারুপ্পান ভাগ্য নির্ধারণ করে। তিরুপ্পাত্তুর বিধানসভা আসনে তিনি পরাজিত হয়েছেন। সোমবার ফল বেরোনোর পর উচ্ছ্বসিত হয়ে মনিকন্দন সমাজমাধ্যমে বলেন, 'মাসকট থেকে আমি দেশে ফিরেছিলাম শুধুমাত্র ভোট দেওয়ার জন্য। কিন্তু আমার ভোটটিই চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণকারী হিসাবে উঠে আসে।'

প্রসঙ্গত, জাতীয় রাজনীতিতে সবচেয়ে আলোড়ন ফেলে দেওয়া ফলাফল হয়েছে তামিলনাড়ুতে। একক বৃহত্তম দল হিসাবে উঠে এসেছে টিভিকে। তামিলভূমে ১০৮টি আসন জিতেছে বিজয়ের দল। অল্পের জন্য একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি তারা। কংগ্রেস-ডিএমকে জোটের ঝুলিতে গিয়েছে ৭৩টি আসন। এআইএডিএমকে জোট পেয়েছে ৫২টি আসন। ইতিমধ্যেই টিভিকের সঙ্গে জোট করার আগ্রহ দেখিয়েছে কংগ্রেস। আগামী দিনে তামিল রাজনীতিতে মূল চরিত্র হয়ে উঠতে চলেছেন দক্ষিণী সুপারস্টার।

পশ্চিম এশিয়ায় ফের ছড়াচ্ছে সামরিক উত্তেজনা

তেহরান, ৫ মে: দক্ষিণ ইরানের সমুদ্রবন্দরে একের পর এক জাহাজে আগুন। আল জাজিরার প্রতিবেদনে এমনই দাবি করা হয়েছে। কী ভাবে এই আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে সোমবার থেকেই আবার আমেরিকা এবং ইরানের মধ্যে সামরিক উত্তেজনা বেড়েছে। দু'দেশই ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলা চালিয়েছে। ইরানের বিরুদ্ধে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির তৈল শোধনাগারে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। এমন পরিস্থিতিতে ইরানের বন্দরে বাণিজ্যিক জাহাজে আগুন ঘিরে জল্পনা বাড়ছে।

সোমবার এই অভিযান চালানোর সময় পাল্টা ইরান বাহিনীর হামলার মুখে পড়তে হয় মার্কিন বাহিনীকে। আমেরিকার দাবি, তাদের রণতরীগুলিতে হামলার চেষ্টা করে ইরান। কিন্তু তা প্রতিহত করা হয়। ইরানের বেশ কয়েকটি নৌকো, ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে। ইরান পার্লামেন্টের স্পিকার মহম্মদ বাকের কালিবাফ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে আমেরিকা হামলা চালাচ্ছে। এখনই তা বন্ধ করা হোক। না হলে ওদের নিরাপত্তাও বিপন্ন হবে। অন্য দিকে, লেবাননে লাগাতার হামলা শুরু করেছে ইজরায়েল।

ইরানে আধা সরকারি সংবাদপত্র মেহর নিউজ জানিয়েছে, বেশ কয়েকটি জাহাজে আগুন লক্ষ করা গিয়েছে। হামলা চালানো হয়েছে কি না স্পষ্ট নয়। তবে আগুন নেভানোর কাজ শেষ হলেই এর কারণ খোঁজার চেষ্টা করা হবে। ঘটনাচক্রে, এই ঘটনা এমন সময় ঘটল, যখন পশ্চিম এশিয়ায় আবার সামরিক উত্তেজনা বাড়তে শুরু করেছে। আমেরিকা এবং ইরানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চলছে ঠিকই। তার মধ্যেই আমেরিকা 'প্রজেক্ট ফ্রিডম' অভিযান শুরু করেছে ইরানের হাত থেকে হরমুজ মুক্ত করতে।

লেবাননে হামলার বিষয় নিয়ে আগেই প্রতিবাদ করেছিল ইরান। প্রথম দফার বৈঠকে আমেরিকাকে দেওয়া ১০ শর্তের মধ্যে লেবাননে হামলা বন্ধ করার বিষয়টিও রাখা হয়েছিল। কিন্তু তার পরেও ইজরায়েল হামলা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। ইরান তাই হুঁশিয়ারি দিয়েছে, ইজরায়েল এখনই লেবাননে হামলা বন্ধ না করলে পরিণাম ভাল হবে না। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি আবার উত্তপ্ত হতে পারে এবং যে কোনও মুহূর্তে বড়সড় হামলার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে আন্তর্জাতিক মহল।

পুলিৎজার পেলেন দুই ভারতীয় সাংবাদিক

নয়াদিল্লি, ৫ মে: সাংবাদিকতার অস্কার হিসেবে পরিচিত পুলিৎজার পুরস্কার পেলেন দুই ভারতীয়। ডিজিটাল নজরদারি ও সাইবার ক্রাইমের পর্দাফাঁস করে এই পুরস্কার জিতে নিলেন ভারতের দুই সাংবাদিক আনন্দ আর কে এবং সুপর্ণা শর্মা। সোমবার ওই দুই সাংবাদিক এই পুরস্কার সচিত্র রিপোর্টিং ও কমেন্ট্রি বিভাগে। পাশাপাশি এই বিভাগে পুরস্কৃত হয়েছেন ব্লুমবার্গের সাংবাদিক ন্যাটালি ওবিকো পিয়ারসন।

পুলিৎজার পুরস্কারের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, 'ট্র্যাপড' শিরোনামের এই প্রতিবেদনটি ব্লুমবার্গের জন্য নির্মিত হয়েছিল। যেখানে একজন ভারতীয় স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞের লোমহর্ষক কাহিনী বর্ণনা করা হয়। তিনি 'ডিজিটালি গ্রেপ্তার' শিকার হয়েছিলেন। প্রতারকরা তাঁর থেকে হাতিয়ে নেয় ২৮ লক্ষের বেশি টাকা এই প্রতিবেদন ডিজিটাল নজরদারি এবং বিশ্বজুড়ে বাড়তে থাকা সাইবার প্রতারণার ভয়াবহতা তুলে ধরে।

পাশাপাশি এই বিভাগে চূড়ান্ত ধাপে পৌঁছেও শেষ পর্যন্ত পুলিৎজার হাতছাড়া হয় এক বাঙালির। তিনি দেবজ্যোত ঘোষাল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে বিস্তৃত সাইবার অপরাধ এবং মানব পাচার চক্রের র‍্যাকেট ফাঁস করেন তিনি। তাঁর প্রতিবেদনে উঠে আসে কীভাবে অপরাধীরা ভারত-সহ বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে সাইবার অপরাধ চালাতে মানব পাচারকে হাতিয়ার করে।

ময়দান

মুম্বইকে হারিয়ে শীর্ষস্থানে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুম্বই ফুটবল এরিনায় লাল-হলুদ ঝড়। মুম্বই সিটি এফসিকে ২-১ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গল এফসি। লাল-হলুদের হয়ে গোল করেন ইউসেফ এজ্জেজারি ও নন্ধাকুমার। গত কয়েক মরশুমের আইএসএল একেবারে ভালো যায়নি ইস্টবেঙ্গলের জন্য। খারাপ সময়ে লিগে কখনও নয়, কখনও এগারোতম স্থানে শেষ করেছিল লাল-হলুদ ব্রিগেড। এই প্রথমবার আইএসএলে লিগ টেবিলের শীর্ষস্থানে ইস্টবেঙ্গল। মঙ্গলবার অ্যাওয়ে ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসিকে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থানে অস্কার ব্রুঁজোর দল। লিগের শেষ তিন ম্যাচ জিতলেই আইএসএল ট্রফি ইস্টবেঙ্গলের।

এই ম্যাচের আগে কোচ অস্কার ব্রুঁজোর বিদায়ের ঘোষণায় অনেকেই মনে করেছিলেন দলের মনোবল নষ্ট হতে পারে। নন্ধাকুমারদের খেলা দেখে তার বিন্দুমাত্রও মনে হল না। প্রথমে ম্যাচে পিছিয়ে থাকলেও খেলা এগোতেই ছন্দ ফিরে পায় ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে খেলছিলেন মুম্বই ফুটবলাররা। ম্যাচের আট মিনিটেই ব্র্যান্ডনের গোলে এগিয়ে যায় মুম্বই। ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সকে কাটিয়ে আরও কয়েকটি সুযোগ তৈরি করেছিল ছাংতেরা। ম্যাচের ১৫ মিনিট ও ৩০ মিনিটে সহজ সুযোগ পান মুম্বই অধিনায়ক ছাংতে। ৩১ মিনিটে আবারও সহজ সুযোগ পান মুম্বইয়ের বিক্রমজিৎ। দ্বিতীয়ার্ধে কিছুটা লড়াইয়ে ফেরে ইস্টবেঙ্গল। ৫৮ মিনিটে বক্সের মধ্যে ফাউল করেন মুম্বইয়ের জনি কাউকো। এরপরই পেনাল্টির নির্দেশ দেন রেফারি। পেনাল্টি থেকে গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে সমতায় ফেরায় ইউসেফ এজেজ্জারি। এই নিয়ে চলতি মরশুমে ১০টি গোল করলেন তিনি। ৭১ মিনিটে নন্ধাকুমারের বিশ্বমানের গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। বাঁ-দিক থেকে দুর্দান্ত শটে বল জালে জড়িয়ে দেন তিনি। এরপর দুই দলই সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে ব্যর্থ। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে মুম্বইয়ের নিকুমের শট বারে লেগে ফিরে আসে। ভাগ্যও সহায় হওয়ায় ম্যাচ জিতে যায় ইস্টবেঙ্গল।

অরূপ হারতেই বিস্ফোরক শতদ্রু! মেসি ইভেন্টের প্রধান উদ্যোক্তার ৫০ কোটির মামলার হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর নতুন করে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এলেন অরূপ বিশ্বাস। তাঁর বিরুদ্ধে এবার সরব হয়েছেন ব্যবসায়ী শতদ্রু দত্ত। তিনি সেই ব্যক্তি, যিনি বিশ্বখ্যাত ফুটবলার লিওনেল মেসিকে কলকাতা-সহ দেশের বিভিন্ন শহরে আনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মেসির উপস্থিতি ঘিরে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। বহু দর্শক আশা করেছিলেন কাছ থেকে প্রিয় ফুটবল তারকাকে দেখবেন, কিন্তু সেই আশা পূরণ হয়নি। পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে ওঠে যে শেষ পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলার সমস্যাও দেখা দেয়। এই ঘটনার জেরে কোননগরের ব্যবসায়ী শতদ্রুকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁকে টানা আটত্রিশ দিন কারাবাস করতে হয়। সেই সময় থেকেই ঘটনার দায় নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, এবং আঙুল ওঠে তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের দিকেও। সম্প্রতি টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনে পরাজিত হন অরূপ বিশ্বাস। এই ফল প্রকাশের পরই সামাজিক মাধ্যমে মুখ খুলতে শুরু করেন শতদ্রু। একের পর এক বার্তায় তিনি নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কোথাও তিনি অরূপের পরাজয়ের ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, তুতোমার খেলা শেষ, এবার আমার খেলা শুরু।দ তাঁর এই মন্তব্য নতুন করে জল্পনা বাড়িয়েছে;কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে চলেছেন তিনি, তা নিয়েই আলোচনা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে। শতদ্রু ইঙ্গিত দিয়েছেন যে খুব শিগগিরই তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করবেন এবং সেখানে পুরো ঘটনার অন্তরালের কথা প্রকাশ করবেন।

'আমার জন্য তৃণমূল অধ্যায় শেষ'! ফল ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তৃণমূলকে বিদায় মনোজ তিওয়ারির

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফল প্রকাশের মাত্র একদিনের মধ্যেই রাজনৈতিক অন্দরে শুরু হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া। বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজয় নিশ্চিত হওয়ার পর দলের বিরুদ্ধে একের পর এক ক্ষোভের সুর শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন মহল থেকে। এই পরিস্থিতিতেই বড়সড় বিস্ফোরণ ঘটালেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ও প্রাক্তন ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারি। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর পথচলা এখানেই শেষ।

তৃণমূল কংগ্রেস বরাবরই তাদের প্রার্থী তালিকায় চমক রাখার জন্য পরিচিত। বিনোদন জগত থেকে শুরু করে ক্রীড়া ক্ষেত্র;বিভিন্ন পেশার পরিচিত মুখদের রাজনীতির ময়দানে নিয়ে আসার প্রবণতা দলটির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই দেখা গেছে। ২০২১ সালের নির্বাচনে সেই ধারাতেই উঠে এসেছিলেন মনোজ তিওয়ারি। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু তাঁকে প্রার্থীই করেননি, জয়ের পর মন্ত্রীত্বের দায়িত্বও দিয়েছিলেন।

তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এবারের নির্বাচনে মনোজকে আর প্রার্থী করা হয়নি, যা নিয়ে আগেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। আর ফলাফল প্রকাশের পর তাঁর ক্ষোভ যেন চরমে পৌঁছায়। সরাসরি দলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, এই ফলাফল তাঁর কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত নয়। তাঁর দাবি, যখন একটি দল সম্পূর্ণভাবে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে এবং উন্নয়নের বদলে অর্থকেন্দ্রিক রাজনীতি করে, তখন এমন ফল হওয়াই স্বাভাবিক।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিএসটিই (কো), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যেটি দুপুর ১২.০০ টায় খোলা হবে। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যাঃ (১) এসটি-ওটি-এলএইচএস-০৩এলসি-কেজিপি, (২) এসটি-ওটি-এসপিএল-এসআইজি-কেকেপিআর-আরএইচই-২৬, তারিখ ঃ ০৪.০৫.২০২৬। ক্র.নং.-১। কাজের বিবরণঃ** (১) চাকুলিয়া-রাখামাইন্স সেকশনে এলসি নং ১০৭ ও ১২৮-এ ২টি এলএইচএস নির্মাণ এবং (২) ঝাড়গ্রাম-চাকুলিয়া সেকশনে এলসি নং ৮৪-তে ১টি এলএইচএস নির্মাণের জন্য আউটডোর কাজের এস অ্যান্ড টি অংশ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯৫,১৬,৭৯৩ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ১,৯০,৩০০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** ২৮.০৫.২০২৬। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **ক্র.নং.-২। কাজের বিবরণঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের কোকপাড়া-রাখামাইন্স সেকশনে দুই বছরের জন্য সিগন্যালিং-এর কাজ সম্পাদান, বর্তমান ব্যবস্থাপনায় সংযোজন ও পরিবর্তন এবং সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬৯,১১,১৭৪.৭০ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ১,৩৮,২০০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** ২৯.০৫.২০২৬। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ২৪ মাস। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। **জমার তারিখ ঃ** ২৮.০৫.২০২৬ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত (ক্র.নং. ১-এর জন্য) ও ২৯.০৫.২০২৬ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত (ক্র.নং. ২-এর জন্য)। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/ স্পেসিফিকেশন-এর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **(PR-124)**

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং. সিওএম/পিইউবি/এইচডবলুএইচ/২৬/১০, তারিখ ঃ ৩০.০৪.২০২৬ সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, পঞ্চম তল, রেল মিউজিয়ামের সন্নিকটে, হাওড়া , ৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিশনের, বেলুড়, নবদ্বীপধাম, বর্ধমান, বোলপুর এবং রামপুরহাট স্টেশনের রিটায়ারিং রুম ও ডরমিটরিগুলোকে 'বাজেট হোটেল ও ডরমিটরি' হিসেবে সংস্কার, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। যার বিশদ বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল ঃ **ক্যাটালগ নং.ঃ পিইউবি-এইচডবলুএইচ-২৬-১০; অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ১৫.০৫.২০২৬, বেলা ১২টায়। **এসইকিউ নং.; লট নং.** এবং **বিবরণ** যথাক্রমে ঃ **এএ/১;** পিএনইউ-এইচডব্লিউএইচ-এইচডব্লিউএইচ-ডব্লিউআরএল-৭৯-২৬-১(পে অ্যান্ড ইউজ লাউঞ্জ/ অপেক্ষাকক্ষ / বিশ্রামকক্ষ / ক্লোক রুম); হাওড়া ডিভিশনের আওতাধীন হাওড়া ও বেলুড় স্টেশনের রিটায়ারিং রুম ও ডর্মিটরিকে 'বাজেট হোটেল ও ডর্মিটরি' হিসাবে পাঁচ (০৫) বছরের মেয়াদে সংস্কার, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান। **এএ/২;** পিএনইউ-এইচডব্লিউএইচ-এনডিএই- ডব্লিউআরএল-৮২-২৬-১(পে অ্যান্ড ইউজ লাউঞ্জ/ অপেক্ষাকক্ষ / বিশ্রামকক্ষ / ক্লোক রুম); নবদ্বীপধাম স্টেশন বিভাগের রিটায়ারিং রুম ও ডর্মিটরিকে 'বাজেট হোটেল ও ডর্মিটরি' হিসাবে পাঁচ (০৫) বছরের মেয়াদে সংস্কার, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান। **এএ/৩;** পিএনইউ-এইচডব্লিউএইচ-বিডব্লুএন-ডব্লিউআরএল- ৮১-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইউজ লাউঞ্জ/ অপেক্ষাকক্ষ / বিশ্রামকক্ষ / ক্লোক রুম); বর্ধমান, বোলপুর এবং রামপুরহাট স্টেশনের রিটায়ারিং রুম ও ডর্মিটরিকে 'বাজেট হোটেল ও ডর্মিটরি' হিসাবে পাঁচ (০৫) বছরের মেয়াদে সংস্কার, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান। সমস্ত সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাদের সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখার এবং প্রদত্ত সময়সূচী অনুসারে উপরে উল্লিখিত ই-অকশনে অংশগ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। HWH-48/2026-27

Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ৬ মে ২০২৬ • পেজ ৮

আমলাচটি ভেষজ উদ্যানে একবেলা

সুদর্শন নন্দী

পর্যটকদের জন্য অসংখ্য গন্তব্য স্থান রয়েছে আমাদের এই বাংলার আনাচে কানাচে। রয়েছে পাহাড় থেকে সমুদ্র, ঐতিহাসিক স্থান থেকে তীর্থস্থান, মোহময়ী নদী থেকে সবুজ ঘন অরণ্য।

অরণ্য নদী ঝর্না পাহাড় মন্দির সব পাওয়া যায় ঝাড়গ্রাম জেলায়। ঝাড়গ্রামে দেখার মতো অনেক জায়গা আছে, যেমন ঐতিহাসিক ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ি ও চিল্কিগড় রাজবাড়ি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য ডুলুং নদী, ঘাগরা জলপ্রপাত, ঝিলিমিলি ও বেলাপাহাড়ি, জঙ্গলমহল চিড়িয়াখানা (ডিয়ার পার্ক), ধর্মীয় স্থান যেমন কনক দুর্গা মন্দির, সাবিত্রী মন্দির ও রামেশ্বর মন্দির। এছাড়াও, এখানকার উপজাতি সংস্কৃতি ও হস্তশিল্পের জন্য বিখ্যাত বান্দারভুলা ট্রাইবাল ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টারও ঘুরে দেখতে পারেন। এককথায়,ঝাড়গ্রাম তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, রাজবাড়ি, মন্দির ও উপজাতীয় সংস্কৃতির জন্য বিখ্যাত, যেখানে ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ি, কনকদুর্গা মন্দির, চিলকিগড় রাজবাড়ি, বেলপাহাড়ি ও ইকো-ট্যুরিজমের মতো স্থানগুলি পর্যটকদের আকর্ষণ করে, যা অরণ্য, নদী ও পাহাড়ের এক মনোমুগ্ধকর মিশ্রণ বলা যেতে পারে। একটু দূরে রয়েছে গোপীবল্লভপুর ইকো ট্যুরিজম পার্ক (Gopiballavpur Eco Tourism Park) সুবর্ণরেখা নদীর তীরে অবস্থিত একটি সুন্দর পার্ক।

এক কথায় বললে ঝাড়গ্রাম তার ঘন জঙ্গল, ঐতিহাসিক রাজবাড়ি ও উপজাতি সংস্কৃতি মিলিয়ে পর্যটকদের জন্য এক দারুণ গন্তব্য।

এছাড়া আরেকটি স্থান যা অনেকেই জানেন না সেই আমলাচটি ভেষজ উদ্যান ঘুরে আসবে ঝড়গ্রাম সফরে গেলে। সবুজে সবুজে ছয়লাপ উদ্যানটি। একবার ঢুকলে আর বেরিয়ে আসতে ইচ্ছে করে না। গাছ গাছালি পাখি প্রজাপতির মাঝে হারিয়ে যায় মন।

আমলাচটি ভেষজ উদ্যান (Amlachati Medicinal Garden) হল পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম জেলায় অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ উদ্ভিদ উদ্যান, যেখানে প্রায় ৭০০ প্রজাতির ঔষধি গাছ রয়েছে। উদ্যানটি বন বিভাগের অধীনে পরিচালিত। পর্যটকরা এখানে যে ভেষজ উদ্ভিদ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারেন এবং চারাও কিনতে পারেন। ঝাড়গ্রাম ব্লকের আমলাচটি এলাকায়, কংসাবতী নদীর ক্যানালের কাছে অবস্থিত এই উদ্যান।

এটি একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র, যেখানে কম খরচে (মাত্র ৫ টাকা টিকিট) ঘুরে দেখা যায়।

উদ্যানের মধ্যে প্রতিটি গাছের পাশে তার নাম, গুণাবলী এবং কোন রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়, তা লেখা রয়েছে। পর্যটকরা এখান থেকে ভেষজ গাছ কিনে নিয়ে জান। সত্যি বলতে কি, এলোপ্যাথির এটা যুগ হলেও গাছ গাছড়া ভেষজই সর্বরোহারিণী ছিল আমাদের একদিন।

ঝাড়গ্রাম থেকে লোধাশুলির দিকে যাওয়ার পথে এই উদ্যানটি খুঁজে পাওয়া যায়।

সামনের লাল কাঁকুরে রাস্তায় সারিতে সারিতে গাছেরা যেন আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। অসাধারণ এক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জঙ্গলমহলের এই জায়গায় গেলে মিলবে শান্তি। নেই ভীড়, মুক্ত পরিবেশ অদ্ভুত এক নিরাবতা বিরাজমান। শুধু মাত্র পাখির কলকাকলি আর বয়ে চলা বাতাসে গাছের শাখায় শাখায় ফিসফিসানি।

ঝাড়গ্রামের আমলাচটিতে ৬৭ হেক্টর জায়গা জুড়ে অবস্থিত এই ভেষজ উদ্যান। আলাদা ভাবে

এক হেক্টর জায়গা জুড়ে রয়েছে ২৪ প্রজাতির বাঁশের বাগান। লালিবাঁশ, ভালকি, লাঠা, রেগুন, কাঁটা, বোম্বে, ঘটি-সহ বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশ। আরেক হেক্টর জমিতে রয়েছে পিয়াশাল, আম, গাভ, সিঁদুরে, হরিতকি, রক্তচন্দন, সেগুন গাছ।

শহরের কোলাহল মুখর পরিবেশের ঠিক বিপরীতে নির্জনে কিছুটা অবকাশ কাটানোর আদর্শ জায়গা এই আমলাচটি ভেষজ উদ্যান ও তার সংলগ্ন সমগ্র অঞ্চলটি।

ঝাড়গ্রাম ভ্রমণে ভেষজ উদ্যান অবশ্যই দর্শন করা উচিত দু'টি কারণে। প্রথমত, আরণ্যক পরিবেশ আর দ্বিতীয়ত, বিপুল সংখ্যক গাছের সান্নিধ্য। এখানে সংরক্ষিত ঔষধি প্রজাতির সংখ্যা আশি। ।

যারা লালমাটির দেশে সবুজের হাতছানির জন্য তীব্র আকাঙ্খা তারা অবশ্যই এই উদ্যানটি ঘুরে যাবেন। কারে এলে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। পার্কিং ফি মাত্র

দশ টাকা। এছাড়া ট্রেনে ও বাসে আসা যায়। ট্রেনে আড়াই ঘন্টার রাস্তা। থাকার জন্য রয়েছে অনেক হোটেল, রিসোর্ট এবং ঝাড়গ্রাম রাজবাড়িও। ঝাড়গ্রাম বেড়াতে এসে এই স্পটটি ঘুরে নিলে পর্যটনের ঝোলায় আনন্দের সঞ্চয় অনেকটাই বাড়বে।

যাবার আগে জেনে নেবেন এলাকায় হাতির উপদ্রব চলছে কিনা। আর যাবার পর যদি হাতি আসার খবর পান তবে আনন্দ আবেগে কাছে মোটেও যাবেন না। অনেক দূর থেকে প্রাণ নিরাপদ রেখে হাতি দেখুন। অনেকের মনে হতে পারে একটি স্পট দেখার জন্য এত পরিশ্রম পোষাবে কি? তাঁদের জন্য আগেই বলেছি যে মূল ঝাড়গ্রাম ট্যুরে যাঁরা আসেন তাঁরা এই ভেষজ উদ্যানটি বাড়তি স্পট হিসেবে দেখে বা ঘুরে নিতে পারেন। এটি শুধু ঘোরাঘুরির জন্য নয়, শিক্ষণীয়ও।

মন ভরিয়ে দেবে বুদ্ধগয়ার অজস্র বুদ্ধমন্দির

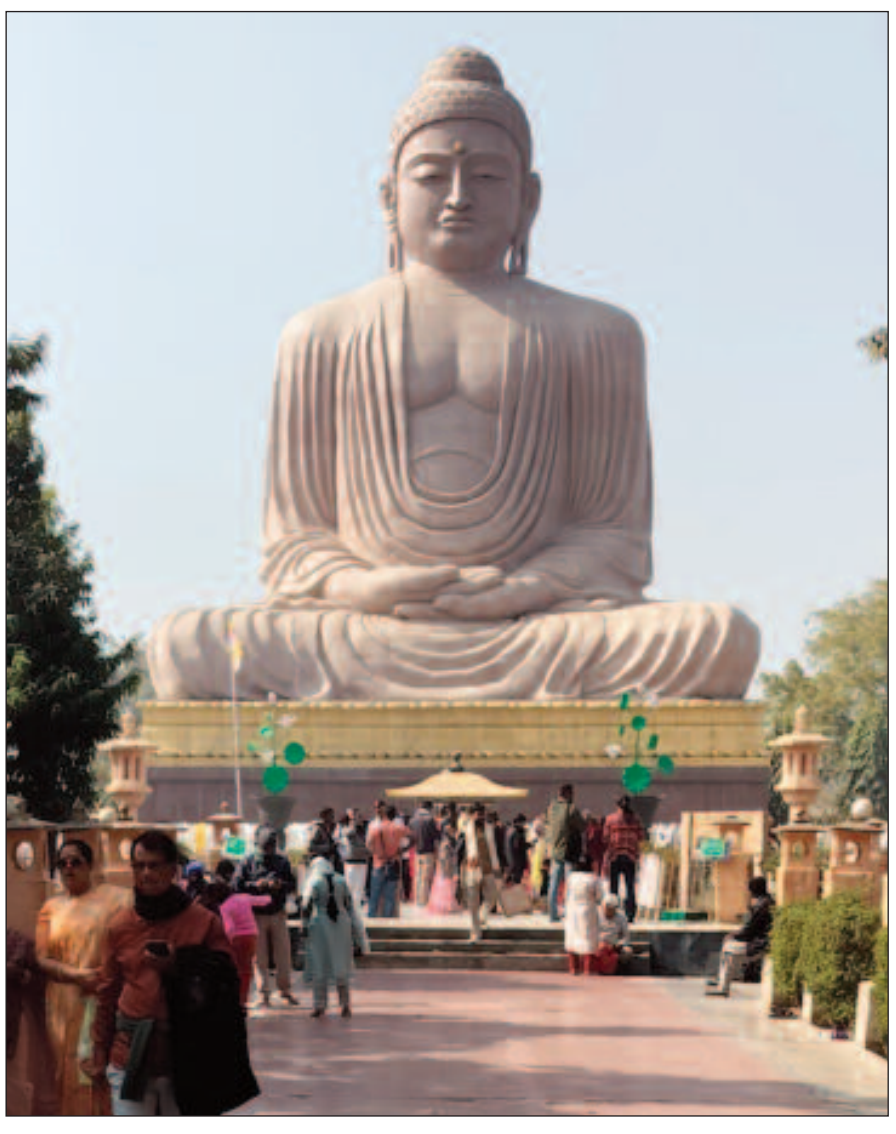

ডাঃ শামসুল হক

কলকাতা থেকে মাত্র ঘন্টা আটেকের পথ। তাই হাতে যদি থাকে দুটো দিন সময় তাহলে অতি অবশ্যই ঘুরে আসা যেতে পারে ভারতের বিখ্যাত এবং ব্যস্ততম এক তীর্থক্ষেত্র বুদ্ধগয়া থেকে । অবশ্য আমাদের কাছে সেই স্থান বুদ্ধ তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত হলেও সেখানে কিন্তু দেখা মেলে সব সম্প্রদায়ের মানুষের ই ভীড়। বলাই বাহুল্য,সেখানে সব বয়সের নারী পুরুষদের ও দেখা যায় বছরের প্রায় সব ঋতুতেই।

সমগ্ অঞ্চল জুড়ে নীচে কমলা এবং উপরে মেরুন রঙের বসনে সজ্জিত বিভিন্ন বয়সের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দেখলে পরম পবিত্রতায় ভরে উঠতে বাধ্য সকলের মনপ্রাণ ও । তখন বারবার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেও ইচ্ছে করে সকলকে।দেশ বিদেশের বিভন্ন অঞ্চল থেকেই আসেন তাঁরা। দুচোখ ভরে উপভোগ করেন পবিত্র সেই তীর্থস্থান। দেখেন পাশ দিয়ে প্রবাহমান ফল্গু নদী এবং তার কলকল ছলছল বেগে বয়ে যাওয়া অতি মধুর সেই ধ্বনিও। শুধু তাই নয়, উপভোগ করেন পথের দুপাশের হরেক প্রজাতির বনস্পতি এবং লতা পাতা এবং ফুলের সাজসজ্জা ও।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক বুদ্ধদেব তখন ও এই নামে পরিচিত হননি সমগ্ বিশ্ব জুড়েই । প্রথম জীবনে তিনি পরিচিত ছিলেন রাজকুমার সিদ্ধার্থ , এই নামেই। একটা সময় সংসার ত্যাগী হয়ে বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে হাজির হন এই স্থানে । তারপর একটা পিপুল গাছের নিচে বসে ধ্যানমগ্ন হয়ে শুরু করেন ঈশ্বরের আরাধনা । সেটা প্রায় ছাব্বিশো বছরের পুরাতন ঘটনা। ভারতভূমির অখ্যাত সেই স্থান তখন পরিচিত ছিল উরুবিল্ল। তারপর সেই স্থান হয়ে ওঠে অত্যন্ত পবিত্র এবং হয়ে ওঠে বিশ্বের অন্যতম এক বৌদ্ধ তীর্থস্থান ও। নতুন নাম হয় বুদ্ধগয়া । স্থাপিত হয় মোহাবোধি মন্দির কমপ্লেক্স ও। রাজকুমার সিদ্ধার্থ সেখানেই নতুনভাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন বুদ্ধদেব নামে । নির্মিত হয় মন্দির। পরে গুপ্ত এবং পাল রাজের আমলে মন্দিরটি আধুনিক রূপে রূপান্তরিত ও হয়ে ওঠে।

বুদ্ধগয়ার সর্বত্র জুড়ে আছে ছোট বড় অজস্র বৌদ্ধ মন্দির । সব মন্দির ই সাজানো গোছানো এবং সুসজ্জিত ও। চৈনিক পরিব্রাজকদের জন্য আবার নির্মিত হয়েছে তাঁদের নিজস্ব মন্দির ও। সকাল বিকাল সবসময়ই জমজমাট হয়ে থাকে সেই চত্বর ও। আছে অত্যাধুনিক অনেক দোকান সহ খাবার জায়গাও।

ঊনিশ শতকে প্রখ্যাত ব্রিটিশ পরিব্রাজক তথা সংস্কৃতি মনস্ক মানুষ আলেকজান্ডার কার্লিং এর ব্যবস্থাপনায় নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে ওঠে মোহাবোধি মন্দির।

পিরামিড আকৃতির সেই মন্দিরের গর্ভগৃহে আছে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ মূর্তিও । ২০০২ সালে সমগ্ মন্দির সহ পারিপার্শ্বিক এলাকা ইউনিসেফের বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী জায়গা হিসেবে চিহ্নিত ও হয়েছিল।

গয়া জংশন স্টেশন থেকে সতেরো কিলোমিটার দূরের এই তীর্থক্ষেত্রে পৌঁছানোর জন্য মেলে অজস্র অটো , টোটো সহ চার চাকা এবং ছয় চাকার যান ও। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তা । নেই কোন যানযট ও। তাই অল্প সময়ের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যায় সেখানে। আছে থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থাও । রাত্রে থাকার বা খাওয়ার হোটেল বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও । আর অধিকাংশ হোটেলের সঙ্গে জড়িত আছে বুদ্ধের নাম ও।

দীর্ঘ মহাকাশ অভিযানের পর ছুটিতে সুনীতা উইলিয়ামস

অক্ষয় বর্মন

দীর্ঘদিন ধরে মহাকাশে কর্মরত থাকার পর অবশেষে ছুটিতে যাচ্ছেন প্রখ্যাত মার্কিন মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামস। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (ISS)-এ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও গবেষণামূলক কাজে যুক্ত থাকার পর নাসার তরফে তাঁকে নির্দিষ্ট সময়ের বিশ্রামের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই ছুটি তাঁর শারীরিক ও মানসিক পুনরুদ্ধারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা।

মহাকাশে দীর্ঘ সময় কাটানো মানুষের শরীর ও মনের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। মাধ্যাকর্ষণের অভাবে পেশি দুর্বল হয়ে পড়ে, হাড়ের ঘনত্ব কমে যায়, এমনকি দৃষ্টিশক্তি ও রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন আসে। পৃথিবীতে ফিরে এই সমস্ত প্রভাব কাটিয়ে উঠতে মহাকাশচারীদের বিশেষ পুনর্বাসন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সেই কারণেই সুনীতা উইলিয়ামসের এই ছুটিকে নিছক অবসর নয়, বরং তাঁর পেশাগত দায়িত্বেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

নাসা সূত্রে জানা গেছে, ছুটির সময়ে সুনীতা উইলিয়ামস পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাবেন। একই সঙ্গে নিয়মিত মেডিক্যাল চেক-আপ, ফিজিওথেরাপি ও হালকা শারীরিক প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যাবেন তিনি। চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীদের একটি বিশেষ দল তাঁর শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখবে, যাতে ভবিষ্যতের মহাকাশ অভিযানের জন্য তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত থাকতে পারেন।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই মহাকাশচারী ইতিমধ্যেই একাধিক রেকর্ডের অধিকারী। মহাকাশে দীর্ঘ সময় অবস্থান, একাধিক স্পেসওয়াক এবং জটিল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তাঁর দক্ষতা তাঁকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাশচারীদের তালিকায় স্থান দিয়েছে। তাঁর প্রতিটি সাফল্য যেমন নাসার গর্ব বাড়িয়েছে, তেমনই ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের কাছেও তাঁকে গর্বের প্রতীকে পরিণত করেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মহাকাশ অভিযানের পর পর্যাপ্ত বিশ্রাম না পেলে দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই নাসা এখন মহাকাশচারীদের কাজের পাশাপাশি বিশ্রামের বিষয়টিকেও সমান গুরুত্ব দিচ্ছে। সুনীতা উইলিয়ামসের ছুটি সেই নীতিরই প্রতিফলন। এই সময়ে তিনি মানসিক প্রশান্তি অর্জনের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ গবেষণা ও অভিযানের জন্য নিজেকে নতুন করে প্রস্তুত করবেন। নাসার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ছুটি শেষে সুনীতা উইলিয়ামস আবার প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনামূলক কাজে যুক্ত হবেন। ভবিষ্যতে চাঁদ বা মঙ্গল অভিযানসহ একাধিক উচ্চাভিলাষী প্রকল্পে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি।

দীর্ঘ কর্মব্যস্ততার পর এই ছুটি সুনীতা উইলিয়ামসের জীবনে এক প্রয়োজনীয় বিরতি। একই সঙ্গে এটি সাধারণ মানুষের কাছেও একটি বার্তা বহন করে;কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ পেশার ক্ষেত্রেও বিশ্রাম ও মানসিক সুস্থতার গুরুত্ব অপরিসীম। মহাকাশ জয়ের নেপথ্যে যে নিরলস পরিশ্রম, ত্যাগ ও শৃঙ্খলা রয়েছে, সুনীতা উইলিয়ামসের এই ছুটি সেই বাস্তবতাকেই নতুন করে সামনে নিয়ে এসেছে।